CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-169 ■ 20 March, 2026 ■ আগরতলা ২০ মার্চ, ২০২৬ ইং ■ ৫ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ধর্মনগর উপনির্বাচন

বাম প্রার্থীর মনোনয়ন পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৯ মার্চ ।। ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। আগামী ৯ এপ্রিলের ভোটকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার মনোনয়ন পত্র দাখিল করলেন বামফ্রন্ট তথা সিপিআই(এম) প্রার্থী অমিতাভ দত্ত।

এদিন সকাল থেকেই ধর্মনগর শহরে বামফ্রন্টের জোরদার শক্তিপ্রদর্শন লক্ষ্য করা যায়। প্রার্থী অমিতাভ দত্তকে সঙ্গে নিয়ে একটি বিশাল মিছিল শহরের বিভিন্ন প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে। লাল পতাকায় সজ্জিত মিছিলে কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার আগে সিপিআই(এম)-এর মহকুমা কার্যালয়ে একটি প্রস্তুতি সভাও অনুষ্ঠিত হয়।

মিছিল শেষে মহকুমা শাসকের দপ্তরে পৌঁছে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন অমিতাভ দত্ত। উল্লেখযোগ্যভাবে, তিনি এই কেন্দ্রের তিনবারের বিজয়ী প্রার্থী এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসেবেও তিনি সুপরিচিত। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি প্রার্থী জহর চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ ।। ধর্মনগর উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী ঘোষণা দিয়েছে। জহর চক্রবর্তী ওই আসনে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

প্রসঙ্গত, জহর চক্রবর্তী দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপির সঙ্গে যুক্ত একজন অভিজ্ঞ কর্মী। এর আগেও তিনি দু'বার ধর্মনগর কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এছাড়াও তিনি দলের প্রবীণ নেতা প্রয়াত রসিক রঞ্জন গোস্বামীর জামাতা এবং প্রাক্তন মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন তথা বিজেপি নেত্রী বর্ণালী গোস্বামীর স্বামী। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জহর চক্রবর্তী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' নীতিতেই তিনি অনুপ্রাণিত। ধর্মনগরকে একটি উন্নত ও আধুনিক শহরে পরিণত করাই তাঁর মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি তিনি জানান, আগামী দিনে এলাকার মানুষের কল্যাণে কাজ করতে তিনি বদ্ধপরিকর।

এদিকে, সামাজিক মাধ্যমে জহর চক্রবর্তীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেস প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ ।। ধর্মনগর উপনির্বাচনে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রার্থী ঘোষণা দিয়েছে। চয়ন ভট্টাচার্যী ওই আসনে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রার্থী হলেন চয়ন ভট্টাচার্যী। আজ সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে এক প্রেস বিবৃতিতে এখবর জানিয়েছেন।

এদিকে, ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন উপলক্ষ্যে এক্সপেনডিচার অবজারভার ড. বীর জ্ঞানেশ্বর তুকারামের সভাপতিত্বে আজ এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তর ত্রিপুরা জেলাশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক বিজয় সিনহা, অতিরিক্ত জেলাশাসক লালরিংনেটা ডার্লং প্রমুখ। সভায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এক্সপেনডিচার মনিটরিং, অ্যাকাউন্টিং মনিটরিং, স্ট্যাটিক সার্ভেলেন্স টিম, ফ্লাইং স্কোয়াড টিম, ভিডিও সার্ভেলেন্স টিমের নোডাল অফিসারগণ ও অন্যান্য সদস্যগণ।

বিধানসভার টুকিটাকি

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ ।। আজ বিধানসভার অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য ৪,৬৭৬ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। বিরোধী দলের সদস্যদের আনা ২০টি ছাটাই প্রস্তাব ধ্বনি ভোটে বাতিল হওয়ার পর অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবের উপর আনা ছাটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধীতা করে বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, মানব সভ্যতার বিকাশে বিদ্যুতের প্রয়োজন অপরিহার্য। বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৫টি বিল সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ ।। বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে আজ ৫টি বিল সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। বিলগুলি হল দ্য ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্স বিল, ২০২৬ (দ্য ত্রিপুরা বিল নং-৩ অব ২০২৬), দ্য ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরা বিল, ২০২৬ (দ্য ত্রিপুরা বিল নং-৪ অব ২০২৬), দ্য ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট উইমেন ইউনিভার্সিটি বিল ২০২৫ (দ্য ত্রিপুরা বিল নং-৫ অব ২০২৬), দ্য ত্রিপুরা লিফট এন্ড এস্কেলেটরস বিল, ২০২৫ (দ্য ত্রিপুরা বিল নং-০৯ অব ২০২৫) এবং দ্য ত্রিপুরা গ্যারান্টেড সার্ভিস টু সিটিজেনস (ফাস্ট অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ২০২৬) (দ্য ত্রিপুরা বিল নং-৮ অব ২০২৬)। স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে বিলটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ৯৪,৪৬০টি মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইউনিট নিবন্ধীকৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ ।। তিন বছরে রাজ্যে মোট ৯৪,৪৬০টি মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইউনিট নিবন্ধীকৃত হয়েছে। এর মধ্যে ২০২৩ সালে ২৮,৯৩১টি, ২০২৪ সালে ২৮,৭৯৭টি এবং ২০২৫ সালে ৩৬,৭৩২টি শিল্প ইউনিট স্থাপিত হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ৩১ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত প্রায় ৪৩টি নিবন্ধীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২,৮২৫ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। আজ বিধানসভায় বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এবং বিধায়ক নির্মল বিশ্বাসের প্রশ্নের লিখিত উত্তরে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা এই তথ্য জানিয়েছেন।

১৭ কোটি টাকার সড়ক নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ, রিটার্নিং ওয়ালে রড না ব্যবহার নিয়ে ক্ষোভ বেজিমারার বাসিন্দাদের সোনামুড়া, ১৯ মার্চ: ১৭ কোটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উন্নয়নের নিরিখে ধর্মনগরে বিজেপি প্রার্থী জয়ী হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ ।। ধর্মনগর উপনির্বাচনে লড়াই হবে একতরফা। আজ বিজেপি প্রার্থী হিসেবে জহর চক্রবর্তীর নাম ঘোষণার পর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে এমনটাই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

আজ ত্রিপুরা বিধানসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, দলীয় শীর্ষ নেতৃত্ব ধর্মনগর উপনির্বাচনের জন্য জহর চক্রবর্তীকে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেছে। তিনি বলেন, জহর চক্রবর্তী দীর্ঘদিন ধরে দলের সঙ্গে যুক্ত এবং একজন অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। ২০১৬ সালে আমি যখন ধর্মনগরে দলীয় কাজে যেতাম, তখন তাঁর মোটরবাইকে চড়ে বহু জায়গায় গিয়েছি। তাঁর পরিবারের সদস্যরাও দীর্ঘদিন ধরে দলের সঙ্গে যুক্ত।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ধর্মনগর এলাকার ছোট থেকে বড় সকলেই প্রার্থীকে চেনেন, যা দলের জন্য ইতিবাচক দিক। "যুব মোর্চা, মহিলা মোর্চা থেকে শুরু করে জেলা ও মণ্ডল স্তরের নেতৃত্বসকলেই তাঁকে চেনেন। তাই আমরা নিশ্চিত, এই উপনির্বাচনে আমাদের প্রার্থীর জয় অবশ্যম্ভাবী, বলেন তিনি।

নির্বাচন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিজেপির কাছে প্রতিটি নির্বাচনই সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিধানসভা অধিবেশন শেষ হলেই প্রচারে নামবে দল। একইসঙ্গে এডিসি নির্বাচন ঘোষণার কারণে দলকে দুই ক্ষেত্রেই সক্রিয় থাকতে হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে রাজ্যে হওয়া উন্নয়নমূলক কাজকেই প্রচারের মূল বিষয় করা হবে বলেও জানান।

বিরোধীদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সিপিএম ইতিমধ্যেই তাদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে এবং গতবার কংগ্রেস প্রার্থী ছিল। তবে এবার তারা সমস্যায় পড়েছে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। এটা আমাদের জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচন

মথা-বিজেপির টানাপোড়েনের অবসান, জোটের ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ ।। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও জল্পনা-কল্পনার পর অবশেষে তিপরা মথা ও বিজেপির মধ্যে সম্পর্কের বরফ গলতে চলেছে। আসন্ন ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (এডিসি) নির্বাচনে দুই দল যৌথভাবে লড়াই করতে পারে বলে জোরালো ইঙ্গিত মিলেছে।এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে এনেছেন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা।

তিনি জানিয়েছেন, বর্তমানে দিল্লিতে তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিম তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের সঙ্গে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যেমন বি.এল. সন্তোষ ও সম্বিত পাত্রের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক চলছে। ওই বৈঠকেই আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে জোট গঠনের রূপরেখা চূড়ান্ত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা আরও জানান, রাজ্যের বৃহত্তর স্বার্থে এবং আদিবাসী জনগণের উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে ইতিবাচক আলোচনা চলছে। খুব শীঘ্রই এ বিষয়ে স্পষ্ট ঘোষণা করা হতে পারে। তাঁর কথায়, তিপরা মথা এবং বিজেপি যৌথভাবে এডিসি নির্বাচন লড়লে উভয় দলের পক্ষেই তা লাভজনক হবে।

অতীতের ফলাফলের প্রসঙ্গ টেনে দেববর্মা বলেন, ২০২১ সালের টিটিএএডিসি নির্বাচনে তিপরা মথা দুর্দান্ত ফল করে ৩০টির মধ্যে ১৮টি আসনে জয়লাভ করেছিল। অন্যদিকে, বিজেপি ও আইপিএফটি জোট মিলে পেয়েছিল মাত্র ৯টি আসন।

এখন নজর দিল্লির বৈঠকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে। রাজনৈতিক মহল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, আদৌ এই সম্ভাব্য জোট বাস্তবায়িত হয় কিনা এবং হলে তার প্রভাব কতটা বিস্তৃত হয় আসন্ন নির্বাচনে।

ঈদ উপলক্ষে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা মোদির

ঢাকা, ১৯ মার্চ।। পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশন এ তথ্য জানিয়েছে।

হাইকমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, তারেক রহমানের উদ্দেশে পাঠানো চিঠিতে নরেন্দ্র মোদি লিখেছেন, "মহামান্য, ঈদ মোবারক!" ভারত সরকার এবং দেশের জনগণের পক্ষ থেকে তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও ভ্রাতৃপ্রতিম বাংলাদেশের জনগণকে ঈদুল ফিতরের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

চিঠিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, গত এক মাস ধরে ভারত-সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ পবিত্র রমজান মাস পালন করেছেন এবং রোজা ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এক পুণ্যময় সময় অতিবাহিত করেছেন।

মোদি আরও বলেন, ঈদুল ফিতরের উৎসব সহানুভূতি, ভ্রাতৃত্ব এবং একতার মতো চিরন্তন মূল্যবোধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি বিশ্বের মানুষের শান্তি, সম্প্রীতি, সুস্বাস্থ্য এবং সুখ কামনা করেছেন।

চিঠিতে দুই দেশের সম্পর্ক নিয়েও আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং সৌহার্দ্যের বন্ধন আরও দৃঢ় হোক।

সবশেষে তারেক রহমানের উদ্দেশে নরেন্দ্র মোদি তাঁর সর্বোচ্চ সম্মানের আশ্বাসও ব্যক্ত করেছেন বলে ভারতীয় হাইকমিশন জানিয়েছে।

রাজ্যে ভূগর্ভস্থ জলের ১০ শতাংশ তোলা হয় ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ ।। বর্তমানে আগরতলা পুর নিগমের ৫১টি ওয়ার্ডেই বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। ৩১টি আয়রন রিমুভ্যাল প্লান্ট থেকে পুর এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জল দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ত্রিপুরা বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের পঞ্চম দিনে আজ বিধায়ক গোপাল রায়ের আনীত প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। সভায় তথ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ সাহা জানান, ২০১৮ সালের পর মাস্টার পাড়ায় একটি ৫.৫০ এমএলডি নতুন ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এবং কলেজ টিলায় ৩ এমএলডি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। আমরা মাঝে মাঝে যে নোংরা, ঘোলা জল পেয়ে থাকি সেটার মূল কারণ হচ্ছে রাস্তা সংস্কারের কাজ চলাকালীন বা ক্যাবল লাইন, গ্যাস লাইন বা ড্রেন নির্মাণের সময় আগরতলা শহরে এই ধরনের পাইপলাইন কাটার সময় দুর্ঘটনাবশত হয়ে থাকে। তাই আমরা দ্রুত এটি সারাই করি এবং সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগরতলা পুর নিগম ক্লিন ইওর ট্যাঙ্ক ক্যাম্পেইন শুরু করেছে। ত্রিপুরা জল বোর্ডের অধীনে, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন ডিভিশন আগরতলা এক এবং চারটি সাব ডিভিশনের মাধ্যমে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় জল সরবরাহ করে। বর্তমানে পুর নিগম এলাকায় ১৩টি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট রয়েছে। আরো ৩১টি আয়রন রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে প্যাকেজ সিস্টেম আয়রন রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট। পুর এলাকায় পানীয় জলের উৎস হাওড়া নদীর জল ২৫ এবং বাকি ৭৫ ভূগর্ভস্থ জল।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ডের তথ্য অনুসারে ৬০.৬০ শতাংশ জল মাটির নিচ থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচন

বিশালগড়, জম্পুইজলা, বিশ্রামগঞ্জে বাম প্রার্থীর মনোনয়ন জমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, বিশ্রামগঞ্জ, ১৯ মার্চ ।। আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষিতে ১৯ আমতলী-গোলাঘাটি কেন্দ্রের সিপিআই(এম) মনোনীত প্রার্থী বৃন্দা রানী দেববর্মা আজ বিশালগড় মহকুমা শাসক তথা রিটার্নিং অফিসার বিক্কি সাহার কাছে তাঁর মনোনয়ন পত্র জমা দেন।

এদিন মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। প্রার্থীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) সিপাহীজেলা সম্পাদক রতন সাহা, বিশালগড় মহকুমা সম্পাদক পার্থ প্রতিম মজুমদার এবং প্রাক্তন এমডিসি মায়া রানী দেববর্মা। পাশাপাশি বহু দলীয় কর্মী ও সমর্থক উপস্থিত থেকে প্রার্থীকে সমর্থন জানান।

দলীয় নেতৃত্বের দাবি, আমতলী-গোলাঘাটি কেন্দ্রের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েই এই নির্বাচনে লড়াইয়ে নামছেন বৃন্দা রানী দেববর্মা। অন্যদিকে, প্রার্থী নিজেও জয়ের বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে জানান, মানুষের সমর্থন নিয়েই তিনি আগামী দিনে এগিয়ে যেতে চান।

এদিকে, ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে জম্পুইজলা ও বিশ্রামগঞ্জে বামফ্রন্টের শক্তি প্রদর্শন নজর কাড়ল। বিশাল মিছিল ও জনসভার মধ্য দিয়ে তিন বাম প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।

১৯ নম্বর আমতলী-গোলাঘাটি কেন্দ্রের বামফ্রন্ট সমর্থিত সিপিআই(এম) প্রার্থী বৃন্দা দেববর্মা, ১৭ নম্বর পেকুয়ার-জলা জন্মেজয় কেন্দ্রের প্রার্থী ব্রজ দেববর্মা এবং ১৮ নম্বর টাকারজলা-জম্পুইজলা কেন্দ্রের প্রার্থী বেনিলাল দেববর্মার সমর্থনে এদিন বিশ্রামগঞ্জ বাজার এলাকায় বড় মিছিল সংগঠিত হয়।

মিছিলে অংশ নেন বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী-সমর্থক। লাল পতাকা ও স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। মিছিল শেষে অনুষ্ঠিত হয় জনসভা, যেখানে বাম নেতৃত্ব বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় নিউ মার্কেটে একাধিক দোকানে দুঃসাহসিক চুরি আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৯ মার্চ ।। একদিকে কালবৈশাখীর তাণ্ডব, অন্যদিকে সেই সুযোগে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা। সব মিলিয়ে বিশালগড় নিউ মার্কেট এলাকায় চরম আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ঝড় ও তুফানের সুযোগ নিয়ে চোরের দল বাজারের একাধিক দোকানে চুরি চালায়।

জানা গেছে, চোরেরা দোকানের সিলিং ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে ক্যাশ বাক্স ভেঙে নগদ অর্থ ও বিভিন্ন সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায়। রাত আনুমানিক তিনটা নাগাদ মুদির দোকানের মালিক প্রদীপ সাহা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এঞ্জেল চাকমা হত্যাকাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি চাইলেন বিজেপি মন্ত্রী বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ ।। ত্রিপুরা বিধানসভায় বৃহস্পতিবার বিধায়ক সন্তু লাল চাকমা ও সন্তনা চাকমা মুখ্যমন্ত্রী মনিক সাহার কাছে অ্যাঞ্জেল চাকমা হত্যাকাণ্ডের তদন্তের সর্বশেষ অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণা দেওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন জানান। ১৯ মার্চের একটি চিঠিতে এক বিধায়ক ও এক মন্ত্রী ঘটনার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য চাইছেন। চিঠিটি আগরতলা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।

তাঁরা উল্লেখ করেন, ২৪ বছর বয়সী এমবিএ শিক্ষার্থী অ্যাঞ্জেল চাকমা দেরাদুনে ডেসেম্বরে একটি সংঘর্ষের পর জনতার আক্রমণের শিকার হন। এই ঘটনাকে তারা "নৃশংস" ও "জাতিগতভাবে প্ররোচিত" অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করেন যা দেশের মানুষকে স্তম্ভিত করেছে। গুরুতর আঘাতের পর হাসপাতালে কয়েকদিন লড়াই করার পর চাকমা মারা যান।

চাকমার শেষ কথার উদ্ধৃতি দিয়ে "আমি চীনা নই আমি ভারতীয়" বিধায়করা এই হত্যাকাণ্ডকে উত্তরের পূর্বাঞ্চলের মানুষদের বিরুদ্ধে জাতিগত ঘৃণা ও সহিংসতার উদ্বেগজনক উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। চিঠিতে জানানো হয়েছে, মামলায় পাঁচজন আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এর মধ্যে তিনজন রিমান্ডে, দুই কিশোর যুবক হোমে পাঠানো হয়েছে এবং একজন আসামি এখনও পলাতক। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিয়েছে এবং আইনি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলমান।

তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছেন, বিধানসভায় তদন্তের সর্বশেষ অগ্রগতি তুলে ধরার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে। তারা বলেন, এমন ঘটনা জাতিগত ঘৃণা প্রতিরোধে দৃঢ় প্রতিক্রিয়া দাবি করে এবং সরকারকে তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ার উন্নয়নের বিষয়ে সংসদকে নিয়মিত তথ্য প্রদান করতে হবে।

বিধানসভায় পরিবহন মন্ত্রী

৩,৩৫৬ কোটি টাকার রেলের করিডর প্রকল্পের পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ ।। ত্রিপুরা বিধানসভা বাজেট অধিবেশনের চতুর্থ দিনে পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীকে নতুন রেলপথ সংযোগের প্রস্তাব জমা দিয়েছে, যা রাজ্যের বহু শহরকে সংযুক্ত করবে।

সভায় বক্তব্য রাখার সময় মন্ত্রী জানান, ৫ জানুয়ারি ২০২১-এ রাজ্য পরিবহন দফতর ধর্মনগর থেকে কৈলাসহর-কমলপুর-খোয়াই-মোহনপুর-আগরতলা-সোনামুরা-বিলোনিয়া পর্যন্ত ১৭৮.৭২ কিমি দৈর্ঘ্যের নতুন রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাব রেল মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছিল। তিনি আরও উল্লেখ করেন, ২৪ জুলাই ২০১৭-এ পরিবহন দফতরের সচিবের পক্ষ থেকে নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারকে চিঠি প্রেরণের মাধ্যমে প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।

মন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যে নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে প্রস্তাবিত রেলপথের জরিপ সম্পন্ন করেছে। জরিপের ভিত্তিতে ১৭০ কিমি রেলপথ নির্মাণের জন্য ৩,৩৫৬.৫ কোটি টাকার বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট (ডিপিআর) প্রস্তুত করা হয়েছে। ডিপিআর ২৮ ডিসেম্বর ২০২০-এ আর্থিক অনুমোদনের জন্য রেলওয়ে বোর্ডে পাঠানো হয়েছে এবং বর্তমানে এটি রেল মন্ত্রণালয়ের রেলওয়ে বোর্ডের সক্রিয় পর্যবেক্ষণে রয়েছে।

আলোচনার সময়, কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল রায় অতিরিক্ত প্রশ্ন তোলেন এবং পরিবহন মন্ত্রীর কাছে কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় বাড়িয়ে জরিপ ও অন্যান্য প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার আহ্বান জানান। সিপিআই(এম)-এর বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস খোয়াই ও উনকোটি জেলার উন্নত রেল সংযোগের দাবি তোলেন, আর সিপিআই(এম)-এর বিধায়ক দীপঙ্কর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1

20-03-2026, 00:59

জাগরণ
আগরতলা, ২০ মার্চ,২০২৬ইং
৫ চৈত্র, শুক্রবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সংঘাতের নয়া রূপ !

পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সংঘাত এক ভয়াবহ মোড় নিয়াছে। ১৮ ও ১৯ মার্চ ২০২৬-এ ইসরায়েল ও আমেরিকার হামলার পাল্টা জবাবে ইরান সৌদি আরব, কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের গুরুত্বপূর্ণ তেল ও গ্যাস পরিকাঠামোতে সরাসরি হামলা চালাইয়াছে। একে কেন্দ্র করিয়া বিশ্ববাজারে জ্বালানি সংকটের আশঙ্কা তীব্র হইয়াছে।ভারত তার প্রয়োজনীয় অপরিশোধিত তেলের প্রায় ৮৮ু এবং গ্যাসের ৫০ু বিদেশ থেকে আমদানি করে। এই সংঘাত ভারতের জন্য বেশ কিছু বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করিয়াছে। ভারতের এলপিজি আমদানির প্রায় ৬০ু আসে পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে এবং এর ৯০ু পার হয় হরমুজ প্রণালী দিয়া। এই রুটটি কার্যত অবরুদ্ধ হওয়ায় ভারতে এলপিজির সরবরাহ ব্যাহত হইতে পারে। ভারত তার আমদানিকৃত এলএনজি-র প্রায় অর্ধেক পায় কাতার থেকে। কাতারের রাস লাফান কমপ্লেক্সে হামলার ফলে সার কারখানা এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে গ্যাস সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিতে পারে।আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়িলে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলোর ওপর চাপ বাড়িবে। মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতার কারণে ভারত পুনরায় রাশিয়ার ”স্ট্র্যান্ডেড” বা আটকে পড়া তেলের দিকে ঝুঁকিতেছে। এছাড়া আমেরিকা ও পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলো থেকেও তেল আমদানির চেষ্টা করা হইতেছে।জ্বালানির দাম বাড়িলে পরিবহন খরচ বাড়িয়া যায়, যাহার সরাসরি প্রভাব পড়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ওপর। যদি এই ”জ্বালানি যুদ্ধ” দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে ভারতে খাদ্যপণ্য থেকে শুরু করিয়া সারসবকিছুর দাম আকাশছোঁয়া হইতে পারে।

বৃহস্পতিবার লোহিত সাগরের ইয়ানবু বন্দরে অবস্থিত সৌদির সরকারি তেল পরিশোধন সংস্থা আরামকোর সামরেফ শোধনাগারটি বিমান হামলা চালাইয়াছে তেহরান। এর ফলে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের জেরে বৈশ্বিক তেল সরবরাহ ঝুঁকির মুখে পড়িয়াছে। কারণ, গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ইরান। এই পরিস্থিতিতে বিকল্প পথ হিসাবে উঠিয়া আসিয়াছে সৌদির ইয়ানবু বন্দর। কিন্তু এবার সেখানেই হামলা চালাইল ইরান।ইরানের শাসন ব্যবস্থাকে উৎখাত করিতে তেহরানে অভিযান চালাইয়াছিল আমেরিকা এবং ইজরায়েল। কিন্তু তিন সপ্তাহ পর সেই যুদ্ধ 'খোলস' পালটাইয়া ভয়ানক রূপ নিয়াছে। যাহার নাম 'জ্বালানি যুদ্ধ'। বর্তমানে এর আগুনে পুড়িতেছে গোটা বিশ্ব। সাম্প্রতিক কিছু বছর ধরিয়া এমনিতেই অস্থির পৃথিবী। কিন্তু বর্তমানে তাহার মাত্রা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দিন কাটিতেছে আশঙ্কা এবং উদ্বেগে।দিনের পর দিন 'আহত' ইরানের কৌশলি প্রত্যাঘাতে লন্ডভন্ড হইয়া যাইতেছে গোটা পৃথিবী। সেই সঙ্গে বাড়িতেছে সংকট। বুধবার রাতে কাতারের প্রাকৃতিক গ্যাসের বৃহত্তম ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র চালায় তেহরান। তার রেশ কাটিতে না কাটিতেই এবার কাতার এবং সৌদি আরবের তেল শোধনাগারগুলিকে পরপর আক্রমণ করিল ইরনি সেনা।মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের জেরে বৈশ্বিক তেল সরবরাহ ঝুঁকির মুখে পড়িয়াছে। কারণ, গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ইরান। এই পরিস্থিতিতে বিকল্প পথ হিসাবে উঠিয়া আসিয়াছে সৌদির ইয়ানবু বন্দর। কিন্তু এবার সেখানেই হামলা চালাল ইরান। সৌদির পাশাপাশি কুয়েতের মিনা আল আহমাদি তেল শোধনাগারেও আক্রমণ করিয়াছে তেহরান।বিশেষজ্ঞদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতির কারণে ভারতে এমনিতেই গ্যাস সংকট তৈরি হইয়াছে। কিন্তু ইরানের 'জ্বালানি যুদ্ধে' পরিস্থিতি আরও খারাপ হইতে পারে। বিশেষ করিয়া কাতারের প্রাকৃতিক গ্যাসের বৃহত্তম ঘাঁটিতে হামলার পর। কারণ, দেশের মোট প্রাকৃতিক গ্যাসের ৫০ শতাংশ আসে বাইরে থেকে। শুধু তা-ই নয়, প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য কাতারের উপর ভারত ভীষণভাবে নির্ভরশীল।

ইন্টারফেসের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত, নতুন কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ: সাহিত্য ও সৃজনশীল চর্চার সংগঠন 'ইন্টারফেস'-এর বার্ষিক সাধারণ সভা আজ আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বিশিষ্ট সদস্য ও অতিথিদের উপস্থিতিতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক বিনোদ কুমার মিশ্র।

সভা শুরুতেই এক শোকগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য অরিন্দম নাথের প্রয়াণের কথা স্মরণ করা হয়। উল্লেখ্য, তিনি ২০২৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত ছোটগল্প লেখক। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উপস্থিত সকলে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। নাথের স্মরণে ২০২৪ সালে ইন্টারফেস একটি অনলাইন ছোটগল্প (কল্পকাহিনি) প্রতিযোগিতার আয়োজন করে, যার বিজয়ীদের এদিন সংবর্ধনা জানানো হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন সাগর দেবনাথ, দ্বিতীয় স্থানে স্নেহা চক্রবর্তী এবং তৃতীয় হন রিয়া সরকার। এদিনের সভায় নতুন কার্যনির্বাহী কমিটিও গঠন করা হয়। মনাস পাল সভাপতি নির্বাচিত হন। সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পান রাজু রিয়াং ও মনিশঙ্কর দাস। ডা. অপর্ণা দাসকে সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। যুগ্ম সম্পাদক পদে রয়েছেন ডা. গীতাঞ্জলি রায় ও ডা. শুভ্রা রায়। কোষাধ্যক্ষ হিসেবে মনোনীত হন ডা. পাপিয়া ঘোষ।

সভায় সদস্যরা বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সঙ্গে আরও সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়ে মতবিনিময় করেন, যাতে সাহিত্যচর্চা আরও প্রসার লাভ করতে পারে।

সভার শেষে সংগঠনের সৃজনশীলতা, সমালোচনামূলক চিন্তা এবং সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রকে আরও বিস্তৃত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর রাজ্যের প্রতিটি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশে ধারাবাহিকভাবে উদ্যোগ নিচ্ছে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৯ মার্চ: রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর রাজ্যের প্রতিটি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, পরিচর্যা, বিকাশে ধারাবাহিকভাবে উদ্যোগ নিচ্ছে। রাজ্যের উন্নত মিশ্র সংস্কৃতির পরিচর্যা, সংরক্ষণ এবং ক্রমাগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে রাজ্য সরকার বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। লুপ্তপ্রায় সাংস্কৃতিক চর্চা পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ, লোক সংস্কৃতির প্রসার, আধুনিকতার মিশ্রণ, বহিরাজ্যের সাথে অধিক মাত্রায় সাংস্কৃতিক বিনিময়, ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট স্থাপন ইত্যাদি রাজ্যের সাংস্কৃতিক বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, প্রতি অর্থবছরে মহকুমা, জেলা এবং রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সাথে আলোচনাচক্রমে সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দিয়ে বার্ষিক সাংস্কৃতিক ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয় এবং ক্যালেন্ডার অনুযায়ী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এছাড়াও প্রয়োজনের নিরিখে সাংস্কৃতিক ক্যালেন্ডার বহির্ভূত প্রোগ্রামও করা হয়ে থাকে। নাটক, যাত্রা, শাস্ত্রীয় সংগীত, চারুকলা, পুতুল নাচ, ধামাইল, কবিতা ও সাহিত্য উৎসব, জাতি ও জনজাতিদের ঐতিহ্যবাহী লোক সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ রাজ্যের সাংস্কৃতিক জগৎকে নতুন পরিসরে সমৃদ্ধ করেছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন প্রতিভা অনুসন্ধানের জন্য অডিশনের মাধ্যমে আর্টিস্ট এমপ্যানেলমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিয়মিত ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা অল্প সময়েই ফলপ্রসূ হয়েছে। তাছাড়া সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলিকে সাংস্কৃতিক চর্চায় আবেদনের ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিশ্বমানবতার সংকটে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ

সুস্মিতা মুখার্জী চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীর যে কোনো দেশে প্রবলের উৎপীড়ন, আর্তের ক্রন্দন রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করত। তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে সর্বক্ষেত্রেই কলম ধরেছেন কণ্ঠ সোচ্চার করেছেন। রবীন্দ্রনাথই ছিলেন প্রথম ভারতীয় সাহিত্যিক যিনি ফ্যাসিবাদের ভয়ানক আগ্রাসী ও বর্বর রূপ উপলব্ধি করে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর সোচ্চার কণ্ঠ ও তীক্ষ্ণ লেখনিকে হাতিয়ার করে এখন প্রশ্ন আসতে পারে ফ্যাসিবাদ কী? ফ্যাসিবাদ হল, একনায়কতন্ত্রের অধীনে প্রবল উগ্র জাতীয়তাবাদী দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক ভাবধারা যেখানে গণতন্ত্রের স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়'। কারণ পুঁজিবাদ টিকে থাকে মুনাফাকে উপজীব্য করে। তার জন্য তাকে পররাজ্য গ্রাস ও লুণ্ঠনের পথে তথা সাম্রাজ্যবাদের পথে যেতে হয়। আর রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন আন্তর্জাতিকতার সবচেয়ে বড়ো বিপদ সাম্রাজ্যবাদ ও উগ্র জাতীয়তাবাদ। তাই তিনি সারা জীবন দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর অজস্র গান, কবিতা, রচনা, সাহিত্যকীর্তি ও বক্তৃতায় ওই দুই বিপদের বিরুদ্ধে প্রচার করেছেন। ফ্যাসিবাদের পররাজ্য গ্রাসের ও লুণ্ঠনের বর্বর অভিযানের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র বিষোদগার তাঁকে যথার্থভাবেই পৃথিবীর কবি রূপে উত্তীর্ণ করেছে। সম্পূর্ণতার সাধনাই ছিল রবীন্দ্র-সাধনার মূল কথা। রবীন্দ্রনাথ এমন এক পৃথিবীর জন্য তাঁর সাধনার সুকৃতিকে রেখে গেছেন যে, পৃথিবীর মানুষ হবে সব অর্থেই পূর্ণ প্রকাশিত। চিন্তায়, চেতনায়, জ্ঞানে, প্রজ্ঞায়, মানবতার উল্লাসে অফুরান এক মহামানবিক পৃথিবীর স্বপ্ন ছিল রবীন্দ্রনাথের কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই স্বপ্নের পৃথিবী আজও অনেক দূরে। মানুষের ধর্ম গ্রন্থে তিনি বললেন, 'ধর্ম একটাই তা হচ্ছে মানুষের ধর্ম।'

বিলেত যাওয়ার আগে তিনি লিখলেন 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।' মানবতার পতন, মহাযুদ্ধের মারণযজ্ঞ রবীন্দ্রনাথকে গভীর যন্ত্রণায় দগ্ধ করেছে। কিন্তু তিনি আশাহত হননি। তিনি আজীবন বিশ্বাস করে এসেছেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। ১৮৭৮ সালে সদ্য তরুণ রবীন্দ্রনাথ বিলেত রওনা হন ব্যারিস্টার হবার উদ্দেশ্যে। ইংল্যান্ডের ঐশ্বর্য, প্রবল প্রতাপ ও উজ্জ্বল পরিবেশ তাঁকে যতটা প্রভাবিত করে তার থেকে বেশি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাদের পরদেশ শাসনের কলঙ্ক। ইঙ্গ-ভারত সম্পর্ক সমমর্যাদাসম্পন্ন না হয়ে একের উপরে অন্যের আধিপত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুণ দু-তরফেই যে মনুষ্যত্বের বিড়ম্বনা ঘটেছিল তার কোনোটিই তরুণ কবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায়নি। ১৮৭৮ সালে এই ইংল্যান্ড যাওয়ার সময় তরুণ রবি ইতালি ঘুরে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওই ইতালি সফর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে বিশেষ কোনো তাৎপর্য বয়ে আনে না।

১৮৮১ সালে 'চীনে মরণের ব্যবসায়' প্রবন্ধে চীনদেশে ইংরেজের আফিম ব্যবসার প্রতিবাদে তরুণ রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'একটি সমগ্র জাতিকে অর্থের লোভে বলপূর্বক বিষপান করানো হইল। এমনতর নিদারুণ ঠগীবৃত্তি কখনো শুনা যায় নাই। অর্থ সঞ্চয়ের এইরূপ উপায়কে ডাকাইতি না বলিয়া যদি বাণিজ্য বলা যায়, তবে সে নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে। ইহা আর কিছু নয়, একটি সবল জাতি দুর্বলতর জাতির নিকটে মরণ বিক্রয় করিয়া কিছু লাভ করিতেছেন। দ্বিতীয়বার ইউরোপ যাত্রা বিষয়ে রচিত 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরী'তে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'অপ্রতিহত ক্ষমতার দম্ভ জাতীয় চরিত্রের মূলে আক্রমণ করে। যে স্বাধীনতাপ্রিয়তার ভিত্তির উপর তোমার জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত, তলে তলে সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা বিশুদ্ধতা নষ্ট করে।' 'কর্মের উমেদার' প্রবন্ধে ওই একই বছরে একই প্রসঙ্গে লিখছেন, 'লোহার কলের সঙ্গে সঙ্গে রক্ত মাংসের মানুষকে সমান খাটিতে হইতেছে। কেবল বণিক সম্প্রদায় লাভ করিতেছেন এবং ধনী সম্প্রদায় আরামে আছেন।' ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত 'রাজনীতির দ্বিধা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'য়ুরোপীয় জাতি য়ুরোপে যত সভ্য, যত সদয়, যত ন্যায়পর, বাহিরে ততটা নয়।' এইভাবে ক্ষমতায় মদমত্ত ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে তিনি ধিক্কার জানিয়েছেন এইভাবে।

১৯১৬ সালে জাপান গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জাপানের সংস্কৃতিজগৎ দেখে অভিভূত হলেও জাপানীদের উগ্র জাতীয়তাবাদ কবিকে আশঙ্কিত করেছিল। জাপান যাওয়ার আগের বছর ১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র নিখিলেশের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছিলেন, 'দেশকে সাদাভাবে সতর্কভাবে দেশ বলেই জেনে, মানুষকে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করে, তারা তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না, চীৎকার ক'রে মা বলে দেবী বলে মন্ত্র পড়ে তাদের কেবল সম্মোহনের দরকার হয়, তাদের সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয়, যেমন নেশার প্রতি।' স্পষ্টতই উগ্র জাতীয়তাবাদের হিংস্র ধারণার প্রতি আজীবন ধারাবাহিকভাবে বিরোধিতা করে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ।

যেখানেই মানুষের সভ্যতা আক্রান্ত হয়েছে, মানবতার মূল্যমান বিপর্যস্ত হয়েছে, সেইখানেই বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদী কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে। রম্যাঁ রলাঁ, অঁরি বারবুস, অ্যালবার্ট আইনস্টাইনদের সঙ্গে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মহামঞ্চে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল ১১ই নভেম্বর, ১৯১৮ সাল। একমাস পরে ২৩ ডিসেম্বর, ১৯১৮ শান্তিবাদ ও বিশ্বমৈত্রীর প্রতীক বিশ্বভারতীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হল। ১৯২৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর কবি বিশ্বভারতীকে সাধারণের হাতে উৎসর্গ করার জন্য সভা আহ্বান করলেন। সেই সভায় তিনি বললেন, 'কোনো জাতি যদি স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্যবশত ধর্ম ও সম্প্রদায়কে একান্ত আপন বলে মনে করে তবে সেই সত্য বিনষ্ট হয়ে যাবে।' সবরকম বিভেদের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত হল বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতী ও বিশ্বমানবতাবাদ সমার্থক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, বিজেতা-বিজিত দেশের নরনারীর হাহাকার, বিপুল সম্পদহানি ও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা কবির মনকে নাড়া দিয়েছিল নানাভাবে, চঞ্চল করেছিল তীব্রভাবে। যার ফসল তাঁর বেশ কিছু কবিতার সৃষ্টি। জার্মানির বিরুদ্ধে বেলজিয়ামের প্রতিরোধ সংগ্রামে বেলজিয়ানদের বীরত্ব তাঁকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। ওই ঘটনা স্মরণে রেখে তিনি লেখেন

'বাধা দিলে বাধবে লড়াই,
মরতে হবে
পথ জুড়ে কি করবি
বড়াই,সরতে হবে।
লুট করা ধন করে জড়ো
কে হতে চাস সবার বড়ো
এক নিমেষে পথের ধূলায়
পড়তে হবে,
নাড়া দিতে গিয়ে
তোমায় নড়তে হবে।'

১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাস। ইতালি তখন এক ঐতিহাসিক পট পরিবর্তনের কেন্দ্রস্থল। অবশ্য এই পট পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিত বুঝতে হলে আমাদের কয়েকটা বছর পিছিয়ে যেতে হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর লীগ অব নেশনস গঠিত হয় তৎকালীন বিশ্বের পরাক্রমশালী রাষ্ট্রনায়কদের নেতৃত্বে। এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বশান্তি রক্ষা করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা গেল ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে বনেদি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বলতর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির হাত থেকে অনেক উপনিবেশ কেড়ে নিয়ে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করল। ফলে দুনিয়া জুড়েই ইউরোপে রাজনৈতিক শক্তির একটি ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হল এবং প্যারিস শান্তি সম্মেলনে সম্পাদিত চুক্তিগুলির দ্বারা আদৌ স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল না। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি ইতালি ও জার্মানিতে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল।

ইতালিতে ফ্যাসিবাদের প্রবর্তক বেনিতো মুসোলিনি। ১৯১৯ সালে মুসোলিনি ফ্যাসিস্ট পার্টির ভিত্তি স্থাপন করলেও ফ্যাসিবাদের জনক কিন্তু তিনি নন। এর আবিষ্কর্তা হলেন ভিলফ্রেদো পারেতো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালিতে প্রবল অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয় এবং সর্বস্তরে চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দিল। একের পর এক মন্ত্রীসভার পতন ঘটায় ক্রমেই গণতন্ত্রে মানুষের আস্থা কমে যাচ্ছিল। প্রথমে অরল্যান্ডো, তারপর নিত্তি, গিওলিট্টি, বোনোমি কেউই টিকে থাকতে পারলেন না। সোসালিস্ট, কম্যুনিস্টদের নেতিবাচক রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে মুসোলিনির নেতৃত্বেই দেশের সমস্যা সমাধান হতে পারে এই আস্থা রেখে ইতালির হাজার হাজার মানুষ তাঁর দলে যোগ দিল। ১৯২২ সালের ৩১ অক্টোবর ইতালির রাজা ভিক্টর ইমান্যুয়েল বেনিতো মুসোলিনিকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করলেন। আর এরপর থেকেই বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অমানবিক এবং প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শরূপে ফ্যাসিবাদের আত্মপ্রকাশ সমস্ত মানব সভ্যতার বিপর্যয়ের আশঙ্কা সৃষ্টি করল। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় হল, যে ইউরোপ ছিল সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতা, উদারনৈতিকতা ও সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের ধারক ও বাহক সেই ইউরোপই হয়ে উঠল এই নিকৃষ্ট মতাদর্শের সূতিকাগার। আর ঠিক এমন পরিস্থিতিতেই দ্বিতীয়বারের জন্য ইতালিতে পদার্পণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯২৫ সালের ১৯ জানুয়ারি স্পেনের বার্সিলোনা ঘুরে ইতালির জেনোয়া বন্দরে অবতরণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে ফ্যাসিবাদী আদর্শে বেঁধে ফেলা আদৌ সহজ নয়। এদিকে সংবাদপত্র, মুদ্রাযন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ট্রেড ইউনিয়ন, রাজনৈতিক সংগঠন, সরকার বিরোধী সমালোচনা সব কঠোর হাতে অবদমিত হয়েছে। স্যোসালিস্ট ও কম্যুনিস্টদের উপর শ্বেতসন্ত্রাস চলছে পূর্ণমাত্রায়। এরকম পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথকে আবার ইতালি যেতে দেখে এদেশের এবং পাশ্চাত্যের চিন্তাশীল ও রবীন্দ্র অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রই বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না কী করে মুসোলিনির উগ্র জাতীয়তাবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতাবাদের মিলন সম্ভব। যাই হোক, ১৯২৬ সালের ৩০ মে রবীন্দ্রনাথ ইতালির নেপলস বন্দরে পৌঁছালেন। তাঁর এবারের সঙ্গী পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুত্রবধূ প্রতিমা ঠাকুর, ঘনিষ্ঠ সঙ্গী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, নির্মলা মহলানবিশ, শ্রীনিকেতনের সচিব প্রেমচাঁদ লাল, শান্তিনিকেতনের শিক্ষক গৌরগোপাল ঘোষ, ত্রিপুরার রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মণ। প্রথমে ফ্যাসিবাদের স্বরূপ বুঝতে না পারলেও ধীরে ধীরে তাঁর মনে হচ্ছিল এর মধ্যে কোথায় যেন একটা কী গ্লানি লুকিয়ে আছে। ফ্যাসিবাদের উগ্র সাম্রাজ্যবাদী রূপ, তার জাতিবিদ্বেষ এবং যুদ্ধবাজ চরিত্র রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন। ফলে ফ্যাসিবাদবিরোধী অবস্থান নিতে শুরু করলেন তিনি। ভিয়েনা থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর ক্ষোভের কথা জানালেন। এটা এই প্রসঙ্গে না বললেই নয়। রবীন্দ্রনাথকে ফ্যাসিবাদের ভয়াবহতা এবং বিপদ সম্পর্কে অবহিত করে, তাঁকে ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠা করবার ক্ষেত্রে রম্যাঁ রলাঁর ভূমিকা প্রশ্নাতীত। একথা বলাই যায়, রলাঁর মতো এত বড়ো সুহৃদ ইউরোপের মাটিতে রবীন্দ্রনাথের আর কেউ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের এই ইউরোপ সফরে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা তথা শিক্ষা ছিল ফ্যাসিজম ও যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা। এই ঘটনার পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ দুনিয়াব্যাপী ফ্যাসিবাদ বিরোধী অন্যতম প্রধান মুখ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুসোলিনির এই মতান্তরের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিশ্বভারতী। ফ্যাসিবাদের সপক্ষে রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করবার যে পরিকল্পনা করেছিলেন মুসোলিনি-ফর্মিকি, তার উপরেও জল ঢেলে দিল রবীন্দ্রনাথের অস্বীকৃতি। ১৯২৬ সালের পর থেকেই ক্রমান্বয়ে ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে উদাত্ত কণ্ঠস্বর শোনা যেতে থাকল রবীন্দ্রনাথের।

রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসিবিরোধী ভূমিকা সব অর্থেই ছিল বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। পণ্ডিত নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখেরা যেখানে চারের দশকের আগে পর্যন্ত ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ধারণাই গড়ে তুলতে পারেননি, সেখানে সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না থেকেও রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট বুঝেছিলেন সভ্যতার শত্রু ফ্যাসিবাদ। তাই তিনি তাঁর গল্পে, নাটকে, গানে, ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও সংগ্রাম চালনা করেছেন।

১৯৩৫ সালে ফ্যাসিস্ট ইতালি আফ্রিকার সুপ্রাচীন দেশ আবিসিনিয়া (অধুনা ইথিওপিয়া) আক্রমণ করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মর্মবেদনার কথা প্রথম জানান তাঁর বন্ধু এন্ড্রুজকে লেখা চিঠিতে। পরে তিনি রচনা করেন 'আফ্রিকা' কবিতাটি। ছায়াবৃতা আফ্রিকার প্রতি কবির সহানুভূতি ও হাহাকার শত সহস্র কণ্ঠে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

'সভ্যতার বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ
অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে
বাষ্পাকুল অরণ্যপথ
পঙ্কিল হল ধুলি
তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে।'

ফ্যাসিস্ট ইতালি ও জার্মানির মদতপুষ্ট জেনারেল ফ্রাঙ্কো ১৯৩৬ সালে স্পেনের গণতন্ত্র ধ্বংস করে স্বৈরশাসন চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করলে সমগ্র স্পেনে তার প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে সংগ্রাম শুরু হয়। আমরা জানি স্পেনের যুদ্ধে পপুলার ফ্রন্টের হয়ে রণাঙ্গনে সামিল হয়েছিলেন বিভিন্ন দেশের শিল্পী, সাহিত্যিক, সংস্কৃতি কর্মীরা। রবীন্দ্রনাথও তাঁর বয়সের ভারকে উপেক্ষা করে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে লেখা সেঁজুতি কাব্যগ্রন্থে 'চলতি ছবি' কবিতায় স্পেনের গৃহযুদ্ধের ছবি ফুটে উঠেছে 'যুদ্ধ লাগল স্পেনে চলছে দারুণ ভ্রাতৃহত্যা শতঘ্নীবাণ হেনে।' এই সময়েই 'লীগ এগেনস্ট ফ্যাসিজম এন্ড ওয়ার' নামে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। মূল উদ্যোক্তা ছিলেন কবির ভ্রাতুষ্পুত্র সাম্যবাদী আদর্শে বিশ্বাসী সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ এই সংঘের সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। এই সংঘের অন্য সদস্যরা ছিলেন জওহরলাল নেহরু, জয়প্রকাশ নারায়ণ, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়,এস এ ডাঙ্গে, এন জি রঙ্গ প্রমুখ।

তিনের দশকে জাপানের চীন আক্রমণ ও আগ্রাসনের ঘটনা রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি। এই প্রসঙ্গে তাঁর অনুরাগী জাপানি কবি নোগুচির সঙ্গে খোলা চিঠি আদান প্রদানের মাধ্যমে দীর্ঘ বিতর্ক চলে। জাপান তাঁর ভালোবাসার দেশ হলেও তার রাজ্যলিপ্সাকে তিনি ক্ষমা করতে পারেননি। তাদের জন্য তাই শুভেচ্ছার বদলে তিনি অভিসম্পাতই বর্ষণ করেছিলেন। জাপানের একদল সৈনিক চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আগে ভগবান বুদ্ধের মূর্তির সামনে যুদ্ধের জয় কামনা করছে এই মর্মে সংবাদপত্রে একটি সংবাদ দেখে কবি খুবই ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে পড়েন। শান্তির দূত বুদ্ধের সামনে অন্যায় যুদ্ধের সাফল্য কামনার ভণ্ডামিকে তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে আক্রমণ করে ওই সময়েই কবি লেখেন 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' শীর্ষক বিখ্যাত কবিতাটি। বন্ধু অমিয় চক্রবর্তীর উদ্দেশে এক চিঠিতে তিনি লেখেন, 'দেখলুম দ্বারে বসে ব্যথিত চিত্তে, মহাসাম্রাজ্যশক্তির রাষ্ট্রমন্ত্রীরা নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের সঙ্গে দেখতে লাগল জাপানের করাল দ্রংষ্ট্রাপংক্তির দ্বারা চীনকে খাবলে খাওয়া। দেখলুম ওই স্পর্ধিত সাম্রাজ্যশক্তি নির্বিকার চিত্তে আবিসিনিয়াকে ইটালীর হাঁ- করা মুখের গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেখল, মৈত্রীর নামে সাহায্য করল জার্মানির বুটের তলায় গুঁড়িয়ে ফেলতে চেকোশ্লোভাকিয়াকে, দেখলুম নন- ইন্টারভেনশনের কুটিল প্রণালীতে স্পেনের রিপাবলিককে দেউলে করে দিতে, দেখলুম ম্যুনিক প্যাক্টে নতশিরে হিটলারের কাছে একটা অর্থহীন সই সংগ্রহ করে অপরিমিত আনন্দ প্রকাশ করতে। এই যুদ্ধে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স জয়ী হোক একান্তমনে এই কামনা করি। কেননা মানব ইতিহাসে ফ্যাসিজমের নাৎসিজমের কলংকপ্রলেপ আর সহ্য হয়না।' দুঃখের হলেও সত্যি, আবিসিনিয়া, স্পেন ও চীন রণাঙ্গন-প্রায় সর্বত্রই ফ্যাসিস্টদের আক্রমণের মুখে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবিরোধী মুক্তিফৌজের পরাজয়ের খবর আসছিল। এই সময় কবি তাঁর অবিস্মরণীয় দুটি কবিতা রচনা করেন 'নাগিনিরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস বিদায় নেবার আগে তাই

ডাক দিয়ে যাই দানবের সাথে
যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত
হতেছে ঘরে ঘরে।' অপর

কবিতাটির ('যেদিন চৈতন্য মোর') অবিস্মরণীয় কয়েকটি লাইন আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে :

'মহাকালসিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও,
শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী,
শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা 'পরে ধিক্কার
হানিতে পারি যেন নিত্যকাল রবে
যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ
শৃংখলিত যুগ যবে নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন
হবে আপন চিন্তার ভস্মতলে।'

১৯৩৮ সালের মে মাসে কবির জন্মদিনে ফ্যাসিস্টদের বিশ্বগ্রাসী বীভৎস পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও ধিক্কার জানিয়ে 'জন্মদিন' শীর্ষক বিখ্যাত কবিতাটি কবি রচনা করেন

'ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,
মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত
আত্মার দৃষ্টিহারা
শ্মশানে প্রান্তচর,
আবর্জনাকুণ্ড তব ঘেরি
বীভৎস চিৎকারে তারা
রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি,
নির্লজ্জ হিংসায় করে
হানাহানি। শুনি তাই আজি
মানুষ- জন্তুর হুহুঙ্কার
দিকে দিকে উঠে বাজি।'

১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি ও জার্মানির মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় 'মিউনিখ চুক্তি'। আসলে এই চুক্তি ছিল হিটলারের সব দাবি মেনে নিয়ে তাকে তুষ্ট করার এক নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার চুক্তি এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়াকে একঘরে করে কেন্দ্রীভূত ফ্যাসিস্ট আক্রমণে যাতে সে ধ্বংস হয়ে যায় তার ব্লুপ্রিন্ট। এই চুক্তির পরিণামে চেকোশ্লাভিয়া পুরোপুরি ফ্যাসিস্টদের কবলে চলে যায় এবং ফ্যাসিস্ট আক্রমণ পূর্বমুখী অর্থাৎ সোভিয়েতমুখী গতি লাভ করে। ষড়যন্ত্রের শিকার সোভিয়েত রাশিয়াকে কৌশলগত কারণে ফ্যাসিস্ট আক্রমণ সাময়িক ঠেকিয়ে রাখতে ও চূড়ান্ত আক্রমণের আগে নিজেদের গুছিয়ে নিতে জার্মানির সঙ্গে ১৯৩৯ সালে অনাক্রমণ চুক্তি ও সন্ধি সম্পাদন করতে হয়। যদিও দুই বছর পরে ১৯৪১ সালের ২২ জুন ফ্যাসিস্ট জার্মানি সোভিয়েতকে আক্রমণ করে এবং সাম্রাজ্যবাদী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিবর্তিত হয়ে যায়। অর্থাৎ মিউনিখ অর্ঘ্য দিয়েও নাৎসি হিটলারের জঠরানলকে প্রশমিত করা যায়নি। কারণ সোভিয়েত আক্রমণের আগে ক্রমান্বয়ে পোল্যান্ড, ফ্রান্স, আলবেনিয়া ফ্যাসিস্ট কবলে চলে যায়। মিউনিখ বিশ্বাসঘাতকতায় কবি এতটাই বিচলিত ও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তা অন্য কোনো ঘটনায় আগে হননি।

বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ
সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক
ফিনল্যান্ড আক্রমণের
ঘটনাটিকেও ভালো চোখে
দেখেননি। এই ঘটনায় তাঁর
মনোবেদনা প্রকাশ পায়
'অপঘাত' কবিতায়

'টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে
ফিনল্যান্ড চূর্ণ হল
সোভিয়েত বোমার বর্ষণে।'

এইক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, কবি সোভিয়েত রাশিয়াকে সম্পূর্ণ অন্য চোখে দেখতেন। ১৯৩০ সালে রাশিয়া ভ্রমণ ছিল তাঁর কাছে 'এ জন্মের তীর্থ দর্শন'। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, 'অন্য কোনো দেশের মতোই নয়, একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলেছে।' আন্তর্জাতিকতা বোধকে রবীন্দ্রনাথ চিরকালই উগ্র স্বাজাত্যবোধের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত আন্তর্জাতিকতার স্বরূপ সন্ধান বোধহয় পেয়েছিলেন রুশ বিপ্লবের মধ্যেই। তিনি লিখেছেন, 'একদিন ফরাসি বিদ্রোহ ঘটেছিল এই অসাম্যের তাড়নায়। সেদিন সেখানকার পীড়িতেরা বুঝেছিল এই অসাম্যের অপমান ও দুঃখ বিশ্বব্যাপী। তাই সেদিনকার বিপ্লবে সাম্য, সৌভ্রাত্র ও স্বাতন্ত্র্যের বাণী স্বদেশের গণ্ডি পেরিয়ে উঠে ধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু টিকল না। এদের এখানকার বিপ্লবের বাণীও বিশ্বব্যাপী। আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক স্বাজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের কথা চিন্তা করছে।' এহেন সোভিয়েত রাশিয়ার আগ্রাসী ভূমিকা তিনি সমর্থন করেননি।

সোভিয়েত ফিনল্যান্ড আক্রমণ করল কেন? ফিনল্যান্ড ছিল নাৎসি জার্মানির পক্ষে। নাৎসি জার্মানির সঙ্গে যৌথভাবে তারা ম্যানারহাইম দুর্গশ্রেণি গড়ে তুলেছিল এবং সোভিয়েতের লেনিনগ্রাদ থেকে মাত্র ২১ মাইল দূরে দুর্গের অংশে অনেক ভারী কামান সাজানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। এছাড়াও ফিনল্যান্ড ব্রিটেন কর্তৃক প্রচুর অস্ত্রসম্ভারেও সজ্জিত ছিল। তাই বিশ্ববাসী, সোভিয়েতের মানুষ ও বিশ্বব্যাপী প্রকৃত শান্তি ও গণতন্ত্রের স্বার্থে নাৎসি বাহিনীকে সোভিয়েত সীমান্ত থেকে অনেকটা দূরেই প্রতিহত করার স্বার্থেই সোভিয়েত রাশিয়াকে ফিনল্যান্ড আক্রমণ করতে হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী নিজেকে বারবার উত্তরণের পথে পাল্টেছিলেন বলেই তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে পরবর্তী সময়ে জীবনের শেষ কয়েকটা দিন ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েত জয়যুক্ত হবেই এই প্রত্যয়ে বলীয়ান থেকেছেন এবং অন্য সকলকেও সেই আশাবাদে উজ্জীবিত করেছেন। একইভাবে প্রথমদিকে ইতালির শাসক মুসোলিনী সম্পর্কেও তিনি মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু অচিরেই সেই মোহগ্রস্ততা কাটিয়ে প্রকৃত সত্য অনুধাবনে তাঁর মতো সত্যদ্রষ্টা কবির অসুবিধা হয়নি। ১৯২৭ সালে বিখ্যাত ফরাসি মনীষী ও সাম্যবাদী নেতা অঁরি বারবুস ও ফরাসি দার্শনিক রম্যাঁ রলাঁর মধ্যে মত বিনিময়ের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুনীদের কাছে 'স্বাধীন আত্মাদের প্রতি' শীর্ষক আবেদনপত্র পাঠান, তাঁদের অনুমোদনের জন্য। যার মূল সুর ছিল ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার। ওই আবেদনের সমর্থন জানিয়ে লেখা জবাবে দ্বিধাহীনভাবে ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা প্রকাশ হওয়া ছাড়াও প্রকট হয়ে উঠেছিল ফ্যাসিবাদের অন্তর্নিহিত জরাগ্রস্ত অবস্থা সম্পর্কে কবির দৃঢ় প্রত্যয়। হিটলার-মুসোলিনীর মতো দানবদের ছবি আঁকেন কবি এই ভাষায় 'রক্তমাখা অস্ত্রহাতে যত রক্ত আঁখি শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।' ফ্যাসিস্ট আক্রমণে ফ্রান্সের পতনের সংবাদে রবীন্দ্রনাথ এতটাই উত্তেজিত ও বিচলিত হয়ে পড়েন যে, মার্কিন প্রেসিডেন্টকে জরুরী তারবার্তা পাঠিয়ে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করতে আহ্বান জানান। এ যেন সারা বিশ্ববাসীর প্রতিনিধি হিসেবে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা ও যুদ্ধে আমেরিকাকে অবতীর্ণ হবার অনুরোধ। যদিও ইতিহাস অন্য পথে চলেছিল। ফ্যাসিস্টদের প্রতিরোধে দুই কোটি মানুষের জীবন আহূতির মাধ্যমে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া। ফ্যাসিস্ট জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েতের মরণপণ সংগ্রামের খবর রোগশয্যায় শায়িত কবি খুবই আগ্রহের সঙ্গে রাখতেন। 'বাইশে শ্রাবণ' গ্রন্থে রানী মহলানবিশের বর্ণনা থেকে জানা যায়, সংবাদপত্রে যেদিন জার্মানদের অগ্রগতিতে একটু ভাটার খবর থাকত সেদিন কবি মুখের কাছে কাগজখানা ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন। আর যেদিন জার্মান সৈন্যর সাফল্যের খবর থাকত সেদিন হেডলাইন পড়া শেষ হলেই কাগজখানা ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিতেন। যেদিন কবির দেহে অপারেশন হয়, সেই কালান্তক অপারেশনের দিনে, ৩০ জুলাই ১৯৪১ সাল, সোভিয়েত বাহিনী হিটলারের বাহিনীকে প্রতিহত করতে শুরু করেছে। অপারেশন থিয়েটারে যাবার ঠিক আগে রোগগ্রস্ত কবি খুব খুশি হয়ে বললেন, 'পারবে পারবে, ওরাই পারবে। ভারি অহংকার হয়েছে হিটলারের! গোয়েরিং গোয়েরিং, এখন দেখুক গোয়েরিং কি হয়। দুশমনরা।'

আর একটি বিবরণে মৈত্রেয়ী দেবী বলছেন, 'মনে পড়ে প্রত্যেকদিন রেডিওতে যুদ্ধের খবর শুনে, খবরের কাগজ হাতে নিয়ে মানুষের এই হিংস্রতায় এই কলঙ্কে কি বেদনা পেতেন। আমাদের কাছে দূর দেশের যুদ্ধ অনেকটা পরিমাণেই যুদ্ধের গল্প ছিল। কিন্তু সকল দেশ সকল মানুষ যাঁর আপন, তাঁর কাছে আর্ত মানুষের দুঃখ প্রতিদিন অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে পৌঁছত। এত কষ্ট পেতেন যে ইচ্ছে করত না তাঁকে খবর শোনাই। কিন্তু উপায় ছিল না।' তাই গভীর বেদনা নিয়েই কবি লিখেছিলেন, 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী', আহ্বান করেছিলেন অনন্ত পুণ্যের আবির্ভাব। আবার বেদনাপূর্ণ হৃদয়েই বিদ্রুপ করে লিখেছিলেন

'ঐ শোনা যায় রেডিওতে
বোঁচা গোঁফের হুমকি
দেশে বিদেশে শহর গ্রামে
গলাকাটার ধুম কি!
গোঁ গোঁ করে রেডিওটা
কে জানে কার জিত
মেশিনগানে গুঁড়িয়ে দিল
সভ্য বিধির ভিত।'

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক রাজ্যস্তরীয় কর্মশালার উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু।

বাংলাদেশে আটক সাংবাদিকদের মুক্তির দাবি, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষায় তারেক রহমানকে আর্জি মানবাধিকার সংগঠনগুলির

ঢাকা, ১৯ মার্চ: বাংলাদেশে মানবাধিকার সুরক্ষা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা বজায় রাখতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে জরুরি হস্তক্ষেপের আর্জি জানাল একাধিক আন্তর্জাতিক ও মানবাধিকার সংগঠন। আটক সাংবাদিকদের মুক্তি, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা এবং সাইবার অপরাধ-সংক্রান্ত আইনে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাগুলির পুনর্বিবেচনার দাবি তোলা হয়েছে। এক যৌথ চিঠিতে কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে)-সহ মোট ন'টি মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ সরকারের কাছে প্রকাশ্যে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মিডিয়ার স্বশাসনের প্রতি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করার আহ্বান জানিয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, দেশের ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট এবং সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট-এর অধীনে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাগুলি পুনরায় খতিয়ে দেখা হোক। একইসঙ্গে আটক সাংবাদিকদের দ্রুত মুক্তির দাবিও জানানো হয়েছে।

স্বাক্ষরকারী সংগঠনগুলির অভিযোগ, প্রাক্তন অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে জারি হওয়া কিছু অধ্যাদেশে এমন কিছু ধারা রয়েছে, যা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই সেগুলিকে স্থায়ী আইনে পরিণত না করার আবেদনও জানানো হয়েছে।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, সাংবাদিক, সংগীতশিল্পী, শিল্পী এবং লেখক-সহ বিভিন্ন পেশার মানুষ হিংসাত্মক গোষ্ঠী ও দুষ্কৃতীচক্রের হামকি এবং আক্রমণের মুখে পড়ছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের চুপ করিয়ে দিতে আইনকে হয়রানির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

মানবাধিকার সংগঠনগুলির বক্তব্য, সরকারের দায়িত্ব শুধু মতপ্রকাশের অধিকার রক্ষাকারী আইন নিশ্চিত করা নয়, বরং বাংলাদেশে প্রত্যেক নাগরিককে হিংসা ও আইনের অপব্যবহার থেকে সুরক্ষা দেওয়া। চিঠিতে নির্বিচারে নজরদারি, সেন্সরশিপ এবং ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করার প্রবণতা বন্ধ করার আহ্বানও জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে মিডিয়া রিফর্ম কমিশন-এর সুপারিশগুলি কার্যকর করার দাবি তোলা হয়েছে। এ ছাড়া ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টার-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনাগুলির দ্রুত, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্তের দাবিও জানানো হয়েছে। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে মানবাধিকার লঙ্ঘন রুখতে এবং অভিযোগের তদন্তে একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অত্যন্ত জরুরি।

স্বাক্ষরকারীদের দাবি, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়েও নির্বিচারে আটক করার প্রবণতা অব্যাহত ছিল এবং সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের উপর গ্রেফতারি ও হামলার কারণে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এখনও ঝুঁকির মুখে।

সংগঠনগুলির মতে, সাম্প্রতিক সময়ে গণপিটুনি ও উন্মত্ত জনতার হিংসা আইনের শাসনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। একইসঙ্গে, এমন এক পরিবেশ তৈরি হয়েছে যেখানে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলি নারী ও কন্যাশিশুদের স্বাধীনতা সীমিত করতে চাইছে বলেও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

চিঠিতে চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে হামলা ও নির্যাতনের অভিযোগও উল্লেখ করা হয়েছে।

সবশেষে মানবাধিকার সংগঠনগুলি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, তিনি যেন তাঁর দায়িত্বকালকে ইতিবাচক পরিবর্তনের উত্তরাধিকার গড়ে তোলার সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও জবাবদিহিকে সমর্থন জানান।

বঙ্গ ভোট: দুই আইপিএস অফিসারের বদলি স্থগিত কমিশনের, বাকিরা যাবেন পর্যবেক্ষক হিসেবে

কলকাতা, ১৯ মার্চ: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গের একদল আইপিএস অফিসারকে রাজ্যের বাইরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত আংশিক বদল করল নির্বাচন কমিশন। কমিশন আপাতত দুই আইপিএস আধিকারিককে রাজ্যেই রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে খবর, মুরলী ধর এবং সৈয়দ ওয়াক্কার রাজাকে আপাতত অন্য রাজ্যে পর্যবেক্ষক হিসেবে পাঠানো হচ্ছে না। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁরা পশ্চিমবঙ্গেই দায়িত্ব পালন করবেন।

তবে বাকি ১৩ জন অফিসারকে ভোটমুখী অন্য রাজ্য, যেমন তামিলনাড়ু ও কেরলে, ডেপুটেশনে পাঠানো হবে। সেখানে তাঁরা বিধানসভা ভোটে পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করবেন বলে জানা গিয়েছে।

এই সিদ্ধান্ত এমন এক সময় এল, যখন বুধবার গভীর রাতে নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের ১৫ জন আইপিএস অফিসারের বিকল্প পোস্টিং বাতিল করেছিল। এর আগে কমিশন তাঁদের বর্তমান পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল এবং আসন্ন ভোটের কথা মাথায় রেখে নির্বাচনী সংক্রান্ত কোনও দায়িত্বেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। পরে রাজ্য সরকার তাঁদের অন্য পদে পুনর্বিন্যাস করলেও সেই বিকল্প পোস্টিং বাতিল করে কমিশন।

কমিশনের আগের নির্দেশ অনুযায়ী, ওই ১৫ জন অফিসারকেই পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠিয়ে ভোট হতে চলা অন্য রাজ্যগুলিতে পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই তালিকায় ছিলেন আকাশ মাঘারিয়া, অলোক রাজোরিয়া, অমনদীপ, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, সি. সুধাকর, ধৃতিমান সরকার, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়, মুরলী ধর, মুকেশ, প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, প্রিয়ব্রত রায়, সন্দীপ কারা, রশিদ মুনির খান এবং সৈয়দ ওয়াক্কার রাজা। ওই তালিকায় মুরলী ধর ছিলেন বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার এবং সৈয়দ ওয়াক্কার রাজা ছিলেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার।

তবে বৃহস্পতিবার সংশোধিত সিদ্ধান্তে কমিশন এই দুই আধিকারিককে আপাতত রাজ্যেই থাকার অনুমতি দিয়েছে এবং অন্যত্র পর্যবেক্ষক হিসেবে তাৎক্ষণিক দায়িত্ব দেয়নি।

পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলগুলি, বিশেষ করে বিজেপি, দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানিয়ে আসছিল যে যেসব অফিসারকে নির্বাচনী দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে, তাঁদের পুরোপুরি রাজ্যের বাইরে পাঠানো হোক, যাতে ভোট প্রক্রিয়ায় কোনও সম্ভাব্য প্রভাব খাটানোর সুযোগ না থাকে। এই প্রেক্ষিতেই কমিশনের পদক্ষেপকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

অসম বিধানসভা ভোট: ৮৮ প্রার্থীর প্রথম তালিকা প্রকাশ বিজেপির জালুকবাড়ি থেকে লড়বেন হিমন্ত, দিশপুরে প্রদ্যুত বরদলৈ

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ: আসন্ন অসম বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ৮৮টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল বিজেপি। বৃহস্পতিবার দলটির তরফে প্রকাশিত প্রথম প্রার্থী তালিকায় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে জালুকবাড়ি আসন থেকে প্রার্থী করা হয়েছে। দিশপুর কেন্দ্রে টিকিট পেয়েছেন সদ্য কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া প্রদ্যুত বরদলৈ।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠকে এই তালিকা চূড়ান্ত করা হয়।

প্রকাশিত তালিকায় একাধিক হেভিওয়েট নেতার নাম রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আবারও লড়ছেন জালুকবাড়ি কেন্দ্র থেকে, যা বর্তমানে তাঁর দখলেই রয়েছে এবং বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত।

প্রবীণ মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারিকে প্রার্থী করা হয়েছে টিহু থেকে। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগকে ফের গোলাঘাট কেন্দ্র থেকেই লড়তে দেওয়া হয়েছে।

শহুরে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলির মধ্যে দিশপুরে প্রার্থী হয়েছেন প্রদ্যুত বরদলৈ, নিউ গুয়াহাটি কেন্দ্রে দীপ্তু রঞ্জন শর্মা এবং গুয়াহাটি সেন্ট্রাল কেন্দ্রে বিজয় কুমার গুপ্ত। এই প্রার্থী বাছাইয়ে নগরাঞ্চলে নিজেদের দখল আরও মজবুত রাখার কৌশল স্পষ্ট বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রদ্যুত বরদলৈ বুধবারই নয়াদিল্লিতে কংগ্রেসের সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্ক ছিন্ন করে বিজেপিতে যোগ দেন। পাশাপাশি তিনি নগাঁও লোকসভা আসনের সাংসদ পদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন বলে দলীয় সূত্রের খবর।

উপর অসমের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আসনেও প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিজেপি। ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, ডিগবয়, ডুমডুমা ও মার্ঘেরিটার মতো কেন্দ্রগুলিতে দল প্রার্থী দিয়েছে।

মার্ঘেরিটা থেকে ভাস্কর শর্মা, ডিব্রুগড় থেকে প্রশান্ত ফুকন এবং ডিগবয় থেকে সুরেন ফুকনকে প্রার্থী করা হয়েছে।

মধ্য ও নিম্ন অসমেরও একাধিক কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে। রাঙিয়া, নলবাড়ি, বরহমপুর, সমাগুড়ি এবং নগাঁও-সহ বিভিন্ন আসনে দল প্রার্থী দিয়েছে।

বরহমপুরে জিতু গোস্বামী এবং নগাঁও-বটদ্রবা কেন্দ্রে রূপক শর্মাকে প্রার্থী করা হয়েছে।

তফসিলি জনজাতি ও সংরক্ষিত আসনগুলির ক্ষেত্রেও বিজেপি গুরুত্ব দিয়েছে। বকো-ছয়গাঁও (এসটি), তামুলপুর (এসটি), ধেমাজি (এসটি), মাজুলি (এসটি), বোকাজান (এসটি) এবং ডিফু (এসটি)-র মতো আসনে প্রার্থী দিয়ে আদিবাসী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রভাব বজায় রাখার বার্তা দিয়েছে দল।

বিজেপির এই প্রথম তালিকায় যেমন অভিজ্ঞ নেতাদের রাখা হয়েছে, তেমনই জায়গা পেয়েছেন নতুন মুখও। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক ভোটব্যাঙ্কে মজবুত করতেই এই ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করেছে গেরুয়া শিবির।

দলীয় সূত্রের দাবি, বাকি আসনগুলির জন্য আরও প্রার্থীর নাম শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। আসন্ন হাইভোল্টেজ বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে বিজেপি ধাপে ধাপে তাদের নির্বাচনী কৌশল স্পষ্ট করছে।

তামিলনাড়ু ভোটের আগে ভোটারবান্ধব একগুচ্ছ পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের

চেন্নাই, ১৯ মার্চ: আসন্ন তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটারদের সুবিধা বাড়ানো এবং ভোটপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা জোরদার করতে একগুচ্ছ নতুন পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এই উদ্যোগগুলিতে ভোটকেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়ন, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ভোটদানের হার বাড়ানোর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, তামিলনাড়ুর বহু ভোটকেন্দ্র স্কুল ও কলেজ চত্বরে গড়ে ওঠে। সেই কারণে ভোটারদের জন্য আরও নির্বিঘ্ন অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিক, অন্তঃসত্ত্বা মহিলা এবং প্রতিবন্ধী ভোটারদের জন্য বসার জায়গা, ছাউনি এবং ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

পরিবেশবান্ধব নির্বাচন ব্যবস্থার লক্ষ্যে নির্বাচিত কিছু এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে 'গ্রিন পোলিং স্টেশন' চালু করা হচ্ছে। এই বুথগুলিতে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো, উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা-সহ পরিবেশবান্ধব নানা ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভবিষ্যতে দায়িত্বশীল ও টেকসই নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে এগুলি মডেল হিসেবে কাজ করবে বলেই মনে করছে কমিশন।

ভোটদানের প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও দ্রুত করতে ভোটার তথ্যপত্রেও পরিবর্তন আনা হচ্ছে। নতুন স্লিপে ভোটারের সিরিয়াল নম্বর ও পার্ট নম্বর আরও স্পষ্টভাবে মুদ্রিত থাকবে, যাতে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে কোনও বিভ্রান্তি না হয়।

এছাড়াও, ভোটকেন্দ্রে মোবাইল ফোন জমা রাখার ব্যবস্থাও রাখা হবে। একইসঙ্গে নির্বাচনী অনিয়ম রুখতে এবং কড়া নজরদারি বজায় রাখতে সব বুথে ১০০ শতাংশ ওয়েবকাস্টিং করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ভোটদানের হার বাড়াতে, বিশেষত যুব প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে, নির্বাচন কমিশন বিশেষ প্রচারাভিযানও শুরু করেছে। অডিও-ভিজ্যুয়াল জিঙ্গল, বিভিন্ন আইকন ও সেলিব্রিটিদের যুক্ত করে প্রথমবারের ভোটারদের বুথমুখী করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

শহুরে এলাকায় ভোটদানের সুবিধা বাড়াতে বহুতল আবাসনের মধ্যেই ভোটকেন্দ্র স্থাপনের বিষয়েও জোর দিচ্ছে কমিশন। এখনও পর্যন্ত, বেশিরভাগই চেন্নাইয়ে, এমন ১৪টি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে এই প্রকল্পে সাধারণ মানুষের সাড়া এখনও সীমিত বলেই জানিয়েছেন কর্তারা। উদ্যোগটি আরও বিস্তৃত করতে আবাসিকদের সহযোগিতা প্রয়োজন বলে কমিশনের মত।

ভোটের হার সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে দেরি এবং অসঙ্গতি নিয়ে অতীতে যে অভিযোগ উঠেছে, তা মোকাবিলায় ইসিনেট অ্যাপ-এ এবার রিয়েল-টাইম আপডেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রিটার্নিং অফিসাররা প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর ভোটদানের হার আপলোড করবেন। ফলে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষই দ্রুত সেই তথ্য জানতে পারবেন এবং সময়ের ব্যবধান কমবে। ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চূড়ান্ত ভোটদানের হার জানা যাবে বলে কমিশন জানিয়েছে, যদিও তা ভোটকেন্দ্রগুলির ইন্টারনেট সংযোগের উপর কিছুটা নির্ভর করবে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অর্চনা পট্টনায়ক ভোটারদের দ্রুত নিজেদের নাম ভোটার তালিকায় রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে তথ্য জেনে রাখার পরামর্শও দিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুরক্ষিত রাখতে নাগরিকদেরও সতর্ক ভূমিকা নিতে হবে। এজন্য সি-ভিজিল অ্যাপ ব্যবহার করে আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনা জানাতে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এদিকে, আলাদা করে নির্বাচন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তামিলনাড়ু জুড়ে নজরদারি ও তল্লাশি অভিযানে এখনও পর্যন্ত ৪২.৬৫ কোটি টাকার নগদ এবং বিভিন্ন সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ২৩ এপ্রিলের ভোটকে সামনে রেখে রাজ্যে তৎপরতা যে অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে, এই পরিসংখ্যানেই তা স্পষ্ট।

পাঁচ রাজ্য ও এক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রবীণ ও বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের জন্য ডাকভোটের বিধি জানাল নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রবীণ, বিশেষভাবে সক্ষম, পরিষেবা ভোটার এবং নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা ভোটারদের জন্য ডাকভোটের ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করল নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার এক সরকারি বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

কমিশন জানিয়েছে, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ধারা ৬০(সি) অনুযায়ী ৮৫ বছরের বেশি বয়সি ভোটার এবং ভোটার তালিকায় চিহ্নিত বিশেষভাবে সক্ষম ভোটাররা ডাকভোটের মাধ্যমে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, এই ডাকভোটগুলি সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের কাছে ভোটগণনার দিন ৪ মে, ২০২৬ সকাল ৮টার মধ্যে পৌঁছতে হবে। কমিশন আরও জানিয়েছে, এই সুবিধা নিতে হলে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের ফর্ম-১২ডি পূরণ করে ভোট ঘোষণার পাঁচ দিনের মধ্যে বুথ লেভেল অফিসারের মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারের কাছে জমা দিতে হবে।

এরপর নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ভোটগ্রহণকারী দল ভোটারের বাড়িতে গিয়ে ভোট সংগ্রহ করবে। কমিশন জানিয়েছে, এই সূচি সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার তৈরি করবেন এবং প্রার্থীদের সঙ্গেও তা ভাগ করে নেওয়া হবে।

ভোটের দিন জরুরি পরিষেবায় নিযুক্ত ভোটাররাও ডাকভোটের সুবিধা পাবেন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের নিজেদের দফতরের নির্ধারিত নোডাল অফিসারের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

জরুরি পরিষেবার আওতায় রাখা হয়েছে অগ্নিনির্বাপণ, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, ট্র্যাফিক, অ্যাম্বুল্যান্স, বিমান পরিষেবা এবং দূরপাল্লার সরকারি সড়ক পরিবহণ সংস্থা-র কর্মীদের। নির্বাচন কমিশনের অনুমোদিত ভোটের দিনের সংবাদ কভারেজে নিযুক্ত সাংবাদিকদেরও অ্যাবসেন্টি ভোটার অন এসেনশিয়াল সার্ভিস-এর আওতায় আনা হয়েছে। ফলে তাঁরাও ডাকভোটের সুবিধা পাবেন।

নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা ভোটারদের ডাকভোট সরবরাহ করা হবে এবং তাঁরা সেই ব্যালটে ভোট দিয়ে ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার-এ জমা দিতে পারবেন। কমিশন জানিয়েছে, এই কেন্দ্রে ভোটদানের সম্পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, সার্ভিস ভোটারদের জন্য ইলেকট্রনিক্যালি ট্রান্সমিটেড পোস্টাল ব্যালট সিস্টেম-এর মাধ্যমে প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রিটার্নিং অফিসার ডাকভোট পাঠিয়ে দেবেন। এই ভোটারদের ডাক খরচও বহন করতে হবে না বলে কমিশন জানিয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের ডেপুটি ডিরেক্টর পি. পবন জানিয়েছেন, এই বিষয়ে রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদেরও বিস্তারিতভাবে ব্রিফ করার জন্য রিটার্নিং অফিসার এবং জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, আসন্ন নির্বাচনী সূচি ঘোষণা করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়েছিলেন, অসম, কেরল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে ৯ এপ্রিল এক দফায় ভোট হবে। তামিলনাড়ুর ২৩৪টি আসনে ২৩ এপ্রিল এক দফায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

অন্যদিকে, ২৯৪ আসনের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ভোট হবে দু'দফায়। প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে এবং দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ করা হবে। সব রাজ্য এবং একমাত্র কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ফল প্রকাশ হবে ৪ মে।

মুকেশ মালহোত্রার জয় বাতিলের হাই কোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের, কংগ্রেসের দাবি 'গণতন্ত্রের জয়'

নয়াদিল্লি/ভোপাল, ১৯ মার্চ: মধ্যপ্রদেশ হাই কোর্টের রায়ে কংগ্রেস বিধায়ক মুকেশ মালহোত্রার নির্বাচন বাতিলের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত তিনি বিধায়ক পদে বহাল থাকবেন। এই অন্তর্বর্তী স্বস্তিকে কংগ্রেস 'সত্য, ন্যায়, গণতন্ত্র ও সংবিধানের জয়' বলে দাবি করেছে।

বৃহস্পতিবার দেশের শীর্ষ আদালতে সেই মামলার শুনানি হয়, যেখানে ১০ মার্চ মধ্যপ্রদেশ হাই কোর্টের দেওয়া নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। ওই রায়ে শ্যোপুর জেলার বিজয়পুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ২০২৪ সালের উপনির্বাচনে মুকেশ মালহোত্রার জয়কে 'অকার্যকর ও বাতিল' বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।সুপ্রিম কোর্টের এই স্থগিতাদেশের পর মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা দিতে শুরু করেছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি জিতু পাটোয়ারি শীর্ষ আদালতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, এই রায় বিজেপির রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সামনে এনে দিয়েছে।

পাটোয়ারির বক্তব্য, "এই ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে বিজেপির রাজনৈতিক চক্রান্ত আবারও ব্যর্থ হল। যারা বারবার গণতন্ত্র ও সংবিধানকে অপমান করে, তারা এই আইনি শিক্ষাটা মনে রাখুক। এটা সত্য, ন্যায়, গণতন্ত্র এবং সংবিধানের জয়।"

রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা উমঙ্গ সিঙ্ঘারও সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, এই রায় শুধু একজন ব্যক্তির মামলা নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মানুষের দেওয়া গণরায়ের মর্যাদা।সিঙ্ঘার বলেন, বিজয়পুরের মানুষ মুকেশ মালহোত্রাকে তাঁদের বিধায়ক হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষমতার ঔদ্ধত্যে ভরা বিজেপি সরকার এবং 'খাঁচাবন্দি টিয়াপাখি'র মতো আচরণ করা নির্বাচন কমিশন জনরায় উল্টে দেওয়ার সবরকম চেষ্টা করেছে।তিনি সুপ্রিম কোর্টে মুকেশ মালহোত্রার পক্ষে সওয়াল করার জন্য কংগ্রেস নেতা তথা আইনজীবী বিবেক তাঙ্খাকেও ধন্যবাদ জানান। তাঁর মন্তব্য, "সত্যকে বিপাকে ফেলা যায়, কিন্তু কখনও পরাজিত করা যায় না।"

সুপ্রিম কোর্ট এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে ২৩ জুলাই। এর আগে মধ্যপ্রদেশ হাই কোর্ট রায়ে বলেছিল, মুকেশ মালহোত্রা তাঁর নির্বাচনী হলফনামায় বিচারাধীন ফৌজদারি মামলার তথ্য গোপন করেছিলেন। সেই কারণেই তাঁর নির্বাচন বাতিল করে বিজেপি নেতা রামনিবাস রাওয়াতকে বৈধভাবে নির্বাচিত বিধায়ক বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের নভেম্বরে বিজয়পুর উপনির্বাচনে দুই দলবদলু নেতার মধ্যে সরাসরি লড়াই হয়েছিল। সেখানে মুকেশ মালহোত্রা বিজেপির রামনিবাস রাওয়াতকে ৭ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত করেছিলেন।

টেট পরীক্ষার্থীদের শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

প্রতিদিন যতটুকু লবণ গ্রহণ করা উচিত

লবণ যে শুধু খাবারের স্বাদ বাড়ায় তা নয়, এটি আমাদের শরীরের যত্ন ও নেয়। পরিমিত পরিমাণ লবণ শরীরে আয়োডিনের অভাব দূর করায় অন্যতম ভূমিকা রাখে। তবে পুষ্টিবিদরা বলছেন, সারাদিন ৫ গ্রামের বেশি লবণ খাওয়া উচিত নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডবিস্মউএইচও) এই বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছে। ডবিস্মউএইচও বলছে, একজন সুস্থ স্বাস্থ্যবান মানুষের প্রতিদিন ৫ গ্রামের বেশি লবণ না খাওয়াই ভালো। এর বেশি লবণ খেলে উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, শরীর সুস্থ রাখতে হলে সোডিয়াম-পটাশিয়াম খুব জরুরি। একজন যদি প্রতিদিন ৫ গ্রাম করে লবণ খান, তবে তার শরীরে এই দুই উপাদানই সুষম পরিমাণে থাকবে। অন্যথায় বেশি লবণ খেলে শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা বেড়ে যায়। এ কারণে হাড় দুর্বল হয়ে পড়ে। উচ্চ রক্তচাপের সমস্যাও দেখা দেয়। আর যদি উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা বাড়তে থাকে তবে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পর্যবেক্ষণ হলো- প্রতি বছর ৩০ লাখের বেশি মানুষ অতিরিক্ত লবণ খেয়ে বিভিন্ন সমস্যায় ভুগে মারা যান। যারা এ ধরনের সমস্যায় ভুগতে থাকেন, তারা নিয়মিত ৫ গ্রামের অনেকটা বেশি, অনেক ক্ষেত্রে ৯-১২ গ্রাম পর্যন্ত লবণ খান। অর্থাৎ, প্রয়োজনের প্রায় দ্বিগুণ। যদি লবণ খাওয়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়, তবে এর মধ্যে অন্তত ২৫ লাখ প্রাণ বেঁচে যায়। অতিরিক্ত লবণ খাওয়া কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন? খাবার টেবিলে লবণের কৌটা রাখবেন না। খিদে পেলে স্ন্যাক্স বা চিপস জাতীয় খাবার কম খান। কিংবা লো সোডিয়াম ফুড আইটেম কেনার অভ্যাস করুন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, লবণের দুটি প্রধান উপাদান রয়েছে, সোডিয়াম ও পটাশিয়াম। তবে সোডিয়ামের পরিমাণই বেশি ও পটাশিয়ামের পরিমাণ অনেকটাই কম। এই পরিস্থিতিতে যারা বেশি লবণ খান তারা শরীরে সোডিয়ামই বেশি গ্রহণ করে ফেলেন। আর তাতে বিপুল ক্ষতি ঘটে যায়।

ঘুম থেকে ওঠার পর ঘুম ঘুম লাগার কারণ কী

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরও অনেকের ক্লান্তি ও ঘুম ঘুম ভাব কাটে না। দিনের শুরুতেই তারা প্রায়ই বলেন, 'ঘুমিয়েও ফ্রেশ লাগছে না।' এমন অবস্থা কেবল শারীরিক নয়, এটি একধরনের মানসিক ক্লান্তিও বটেযা 'মর্নিং ফ্যাটিগ' বা সকালবেলার ক্লান্তি নামে পরিচিত। এটি সাময়িক হলে স্বাভাবিক, তবে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকলে তা গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার ইঙ্গিত হতে পারে। এই সমস্যা কেন হয় এবং এর থেকে মুক্তির জন্য কী করণীয়, তা নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন মেডিসিন কনসালট্যান্ট ডা. সাইফ হোসেন খান। সকালের ক্লান্তির প্রধান কারণ হলো পরিমিত ঘুমের অভাব বা খারাপ মানের ঘুম। রাতে পর্যাপ্ত বিশ্রাম না হলে শরীর দিনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয় করতে পারে না। মানসিক চাপ ও উদ্বেগও ঘুমের স্বাভাবিক ধরনে বাধা দেয়, যার ফলে অনেকের কিছুক্ষণ ঘুমের পর ঘুম ভেঙে যায়। এ ছাড়া, প্রোটিন, আয়রন, সোডিয়াম এবং ভিটামিন ডির মতো গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি ও খনিজের অভাব এ ধরনের সমস্যার একটি বড় কারণ হতে পারে। হরমোনজনিত কিছু রোগ, যেমন থাইরয়েডের অস্বাভাবিকতা বা ডায়াবেটিস, এমনকি হৃদরোগের কারণেও সকালে ক্লান্তি বাড়তে পারে। রক্তশূন্যতার কারণেও সহজে ক্লান্তিবোধ আসে। জীবনযাত্রার ভুল অভ্যাস, যেমন রাতে দেরিতে ঘুমানো, অতিরিক্ত চা-কফি পান করা বা সকালের প্রাতরাশ এড়িয়ে যাওয়াও এই ক্লান্তির জন্য দায়ী। সকালের ক্লান্তি দূর করতে হলে প্রথমেই প্রতিদিন ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করতে হবে। ঘুমের গুণগত মান বাড়াতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে মুঠোফোন, টিভি বা অন্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার পরিহার করা উচিত। সকালের নাশতায় ডিম, দুধ, ওটস, ফল বা শস্যের মতো পুষ্টিকর খাবার খাওয়া জরুরি। এর পাশাপাশি, প্রতিদিন অন্তত ১৫ থেকে ২০ মিনিট ব্যায়াম বা হাঁটার অভ্যাস করতে হবে এবং পর্যাপ্ত পানি পান করে দেহে পানিশূন্যতা রোধ করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, সকালের ক্লান্তি কখনো কখনো জীবনের অতিরিক্ত চাপের প্রমাণও হতে পারে। নিয়মিত ঘুম, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও ব্যায়ামের মাধ্যমে এই সমস্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। এরপরও যদি দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি অনুভূত হয়, তবে অবশ্যই দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। সচেতনতা ও অভ্যাসের পরিবর্তনেই দিনটি শুরু হতে পারে প্রাণবন্ত, শক্তিশালী মনোবল ও সতেজ শরীর নিয়ে।

দন্ড কলস অবহেলিত আগাছা হলেও ওষধি গুণে অসাধারণ

দন্ড কলস, যা গ্রাম বাংলায় শ্বেতদ্রোণ, দল কলস, ধুলফি বা হলকষা নামেও পরিচিত, সাধারণত রবি শস্যের ক্ষেতে বা উঁচু জমিতে আগাছা হিসেবেই বেশি জন্মায়। এর খাড়া কান্ড, চার কোণাকার ডালপালা এবং সাদা ফুলগুলি এটিকে সহজেই চেনা যায়। এটিকে অনেকেই অবহেলা করলেও, আয়ুর্বেদ এবং লোক-ঔষধি চিকিৎসায় এই গাছটির মূল, পাতা ও ফুল শত শত বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দন্ড কলস গাছটি মূলত এর অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি (প্রদাহবিরোধী), অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল (জীবাণুরোধী) এবং অ্যান্টি-অ্যালার্জিক (অ্যালার্জি প্রতিরোধক) বৈশিষ্ট্যের জন্য সুপরিচিত। দন্ড কলস গাছের মূল স্বাস্থ্য উপকারিতা দন্ড কলসের পুরো গাছটিতেই বিশেষ রাসায়নিক উপাদান রয়েছে, যা এটিকে বিভিন্ন রোগের উপশমে সাহায্য করে। এর প্রধান ঔষধি গুণাগুণগুলো নিচে তুলে ধরা হলো: ১. সর্দি, জ্বর ও শরীর ব্যথা নিরাময় দন্ড কলসের পাতার রস বা সেদ্ধ পাতা ভর্তা করে খেলে সাধারণ সর্দি-জ্বর, কাশি এবং এর ফলে হওয়া শরীরের ব্যথা উপশম হয়। এর পাতার নির্যাস রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে এবং দ্রুত আরোগ্য লাভে সহায়তা করে। ২. শ্বাসতন্ত্রের সমস্যায় মুক্তি (হাঁপানি/অ্যাজমা) এটি দন্ড কলস গাছের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার। লোক-ঔষধ অনুসারে, এর শিকড় তুলে গোলমরিচের সঙ্গে বেটে নির্দিষ্ট নিয়মে খেলে হাঁপানি বা শ্বাসকষ্টের সমস্যায় উপকার পাওয়া যায়। এটি শ্বাসনালীকে শিথিল করতে এবং কফ নিঃসরণে সাহায্য করে বলে মনে করা হয়। ৩. হজমশক্তি বৃদ্ধি ও পেট ফাঁপা দূর বদহজম, পেট ফাঁপা বা গ্যাস-অম্বলের মতো সমস্যায় দন্ড কলসের পাতা সেদ্ধ করে ভর্তা করে খেলে তা উপশম হতে পারে। এটি হজম প্রক্রিয়াকে উন্নত করতে এবং অন্ত্রের গ্যাস কমাতে সহায়ক। ৪. চর্মরোগ ও ত্বকের সংক্রমণ নিরাময়দন্ড কলস গাছের অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি গুণের কারণে এটি বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগে ব্যবহার করা হয়। খোস-পাঁচড়া, চুলকানি বা ত্বকের অ্যালার্জিতে এর পাতা বেটে পেস্ট করে লাগালে আরাম পাওয়া যায় এবং সংক্রমণ কমে। ৫. কৃমি ও পরজীবী দমন পেটে কৃমি বা পরজীবী সমস্যা থাকলে দন্ড কলসের শাক ভেজে বা এর রস পান করলে তা কৃমি দমনে সহায়তা করে। এটি শরীর থেকে ক্ষতিকারক টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতেও কার্যকর। ৬. চোখের সমস্যায় ব্যবহার কিছু প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতি অনুসারে, দন্ড কলসের পাতার রস চোখে ২ ফোঁটা করে দিলে ছানি বা চোখ থেকে জল পড়ার মতো সমস্যায় উপকার পাওয়া যায়। তবে এটি ব্যবহারের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। ৭. বাতের ব্যথা ও গাঁটের ফোলা উপশম শরীরে বিষ ব্যথা বা বাতের ব্যথা (আর্থাইটিস) হলে দন্ড কলস ছেঁচে রস বের করে বা এর পাতা বেটে গরম করে মালিশ করলে প্রদাহ ও ব্যথা কমে আসে। এটি মচকানো বা আঘাতজনিত ফোলা কমাতেও ব্যবহৃত হয়। দন্ড কলস খাদ্য এবং ব্যবহার পদ্ধতি দন্ড কলস বা শ্বেতদ্রোণ সাধারণত শাক হিসেবে খাওয়া হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে এর পাতা, ফুল এবং কচি ডালপালা ব্যবহৃত হয়। শাক হিসেবে: পাতা এবং কচি ডালপালা নুন, হলুদ, কালোজিরা ও রসুন দিয়ে ভেজে বা ভর্তা করে খাওয়া হয়। ভর্তা: পাতা সেদ্ধ করে কাঁচামরিচ, লবণ, ও রসুন সহযোগে ভর্তা তৈরি করা হয়। শিশুদের সর্দি: ছোট বাচ্চাদের সর্দি হলে পাতা বেটে মায়ের দুধের সঙ্গে মিশিয়ে মাথার চাঁদিতে দিয়ে রাখলে তা উপশম হতে পারে। ফুলের মধুও সর্দিতে উপকারী। ওষধি গাছ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। উল্লিখিত ব্যবহারগুলো প্রধানত লোক-ঔষধ এবং ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে করা। যেকোনো গুরুতর বা দীর্ঘস্থায়ী রোগের চিকিৎসায় দন্ড কলস ব্যবহারের পূর্বে একজন বিশেষজ্ঞ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক বা ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক।

সকালে গ্রিন টি-র বদলে চুমুক দিন সজনে চায়ে

শীতের শেষে এখন দুয়ারে বসন্ত। আর বসন্ত মানেই তো ভাইরাল সংক্রমণের ঝুঁকি কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এই সময় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সজনে ডাঁটা, ফুল মাঝেমধ্যেই খাওয়া হয়। সংক্রমণের ঝুঁকি কমতে সজনের জবাব নেই। তবে সারা বছর সজনে ফুলের দেখা মেলা ভার। সজনে ডাঁটার দেখা পাওয়া গেলেও আকাশছোঁয়া দামের কারণে অনেকেই কেনার আগে দু'বার ভাবেন। শরীর চাঙ্গা রাখতে সারা বছরই কিন্তু সজনে চাইলে খেতে পারেন। না, ফুল বা ডাঁটা নয়, বাজারে সজনে গুঁড়ো পাওয়া যায়। সেই গুঁড়ো দিয়ে চা বানিয়ে রোজ সকালে খেতে পারেন। অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে ভরপুর সেই চা শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে রোগবালাইয়ের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। অনলাইনে ১০০ গ্রাম সজনে পাতার গুঁড়ো ১০০ টাকা থেকে ১৫০ টাকায় পাওয়া যায়। সজনে চায়ের আছে নানা গুণ। এতে আছে ব্যাক্টেরিয়ার সঙ্গে লড়ার বিশেষ ক্ষমতা। বিশেষ করে ঠান্ডা লেগে বুক-গলায় সংক্রমণ হলে এই চা খেলে উপকার পেতে পারেন। তা ছাড়া, নানা ধরনের পুষ্টিগুণেও ভরপুর সজনে পাতা। এতে ভিটামিন এ, বি ১, বি২, বি৩ এবং সি রয়েছে। আছে ক্যালশিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, ম্যাগনেশিয়ামও। জেনে নিন, রোজ সকালে লাল চা কিংবা গ্রিন টিয়ের বদলে সজনে চা বা মোরিঙ্গা টি-তে চুমুক দিলে কী কী লাভ হয় শরীরের। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে: উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পটাশিয়াম যুক্ত খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা। সজনে পাতায় ভাল মাত্রায় পটাশিয়াম থাকে। রোজ নিয়ম করে এই চায়ে চুমুক দিলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকবে, ফলে হৃদ্রোগের ঝুঁকিও কমবে। রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে এই চা। ক্যানসার প্রতিরোধে: বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সজনে চায়ের মধ্যে ক্যানসার প্রতিরোধের গুণ রয়েছে। পাকস্থলীর ক্যানসার, লিভার ক্যানসার ও স্তন ক্যানসার ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা রয়েছে এই চায়ের। লিভারের যত্নে: অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, দেদার মদ্যপান, খাওয়াদাওয়ায় অনিয়মের কারণে অল্প বয়সেই লিভারের অসুখ বাসা বাঁধছে শরীরে। সজনে পাতায় ভাল মাত্রায় পলিফেনল থাকে, যা যকৃতকে যে কোনও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। বদহজমের সমস্যা দূর করতে: সারা বছর গ্যাস-অম্বলে ভোগেন, এমন মানুষের সংখ্যা কম নয়। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতেও রোজ সকালে সজনে চায়ে চুমুক দিতে পারেন। চোখ ভাল রাখতে: বয়স বাড়লে দৃষ্টিশক্তি কমে যায়, তা ছাড়া সারা ক্ষণ মোবাইল ফোন কিংবা ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে অল্প বয়সেই চোখের বারোটা বাজছে। সজনে পাতায় ভিটামিন এ ভাল মাত্রায় থাকে। চোখ ভাল রাখতেও নিয়মিত সজনে চায়ে চুমুক দিতে পারেন।

ত্বকের একাধিক সমস্যা দূর করতেপারে ঘি

খাঁটি ঘিয়ের অবদান সম্পর্কে কমবেশি সকলেই অবহিত। রান্নাবান্না থেকে রূপচর্চা ঘিয়ের ব্যবহার রয়েছে সর্বত্রই। তাই আধুনিক পুষ্টিচর্চায় ঘি হল "সুপারফুড"। প্রাচীন কালে বিয়ের আগে হবু কনেরা তাঁদের রূপটানে ঘি ব্যবহার করতেন। আসলে ঘিয়ের মধ্যে থাকে ভিটামিন এ, ডি এবং ই যা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং হাওয়ায় ভেসে থাকা দূষণের কণাগুলির সঙ্গে লড়তে সক্ষম। তার সঙ্গে এই তিনটি ভিটামিনই কোনও না কোনও ভাবে ত্বকের আর্দতা ধরে রাখে। ঘিয়ে আবার বয়স ধরে রাখার গুণ (অ্যান্টি-এজিং প্রপার্টি) রয়েছে। বয়সজনিত কারণে ত্বকে যে সমস্যাগুলি হয়, নিয়মিত ব্যবহার করলে সেগুলি চলে যায়। তবে ব্রণর সমস্যা ত্বক থাকলে বা ত্বক অতিরিক্ত তৈলাক্ত হলে ঘি ব্যবহার না করাই ভাল। মুখে নিয়মিত ঘি মাখলে কী উপকার হয়? ১) শুকনো ত্বকের সমাধান: হাতে কয়েক ফোঁটা ঘি নিন। শুকনো ত্বকে লাগিয়ে দিন। যত ক্ষণ সম্ভব রাখার পরে ধুয়ে ফেলুন। শুকনো ত্বকের পাকাপাকি সমাধান হয়ে গেল। ২) বলিরেখা আটকাতে: বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বলিরেখা পড়তে বাধ্য। কিন্তু তার গতি কমিয়ে দিতে পারে ঘি। ঘিয়ে থাকা ভিটামিন ই ত্বকের যৌবন ধরে রাখতে সাহায্য করে। রোজ ঘি লাগালে বলিরেখা দেরিতে পড়ে।

সকালে এক চুমুকেই হবে লিভার পরিষ্কার

তিক্ত স্বাদের কারণেই করলা অনেকের কাছে অপছন্দের সবজি। বাজারে চোখে পড়লেও ইচ্ছা করে ব্যাগে তোলা হয় না। অথচ পুষ্টিগুণে ভরপুর এই সবজিটি স্বাস্থ্যের জন্য যে কতটা উপকারী, তা অনেকেই জানেন-তবু স্বাদের কাছে হার মানে উপকারিতা। অনেকেই করলা খেতে পছন্দ করে না। বাজারে গেলেও ইচ্ছা করে কিনে আনেন না। অথচ স্বাস্থ্যের জন্য যে এই সবজিটি বেশ উপকারী, তা প্রায় সবারই জানা। সেদ্ধ হোক, ভাজা হোক- নানা রকম রেসিপি থাকলেও করলার তিক্ত স্বাদ অনেকের মন কাড়তে পারে না। তাই অপ্রিয় সবজির তালিকায় করলার নাম প্রায়ই সবার আগে আসে। তবে মজার ব্যাপার হলো, যে করলাকে অনেকেই এড়িয়ে চলেন, সেই করলাই আবার বহু তারকার পছন্দের খাবার। বলিউড অভিনেত্রী রাকুল প্রীত সিং নিজের বাড়ির বাগানেই করলা চাষ করে খেতে ভালোবাসেন বলে জানা যায়। অন্যদিকে, অভিনেত্রী কারিনা কাপুর খান অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন করলার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। এমনকি সদ্যপ্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্রও গুড় মাখানো করলা খেতে পছন্দ করতেন বলে শোনা যায়। বর্তমানে স্বাস্থ্যসচেতন মানুষেরা করলার তিক্ত স্বাদ এড়িয়ে যাওয়ার সহজ উপায় খুঁজে নিয়েছেন। করলার সঙ্গে নানা ধরনের সবজি ও ফল মিশিয়ে স্মুদি তৈরি করে খাওয়ার চল বেড়েছে। এতে একদিকে স্বাদ সহনীয় হয়, অন্যদিকে পুষ্টিগুণও বজায় থাকে। প্রিয় তারকাদের খাদ্যাভ্যাস থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে চাইলে আপনিও করলাকে নিয়মিত খাদ্যতালিকায় জায়গা করে দিতে পারেন। করলার স্বাস্থ্যগুণ পুষ্টিবিদ ও চিকিৎসকেরা প্রায়ই করলার উপকারিতার কথা উল্লেখ করেন। বিশেষ করে ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের জন্য করলা অত্যন্ত উপকারী বলে ধরা হয়। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে করলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে চিকিৎসকেরা নিয়মিত এটি খাদ্যতালিকায় রাখার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। খাওয়ার পাতে করলা রাখতে ইচ্ছে না হলে বিকল্প পথও রয়েছে। করলা দিয়ে তৈরি স্মুদি বা পানীয় গ্রহণ করা যেতে পারে। আর স্মুদি বানানো ঝামেলা মনে হলে করলার চা হতে পারে সহজ ও কার্যকর সমাধান। তিতা স্বাদ সত্ত্বেও শরীরের জন্য এর উপকারিতা অস্বীকার করার উপায় নেই। বানিয়ে নিন করলার চা করলার তিক্ততা এড়িয়ে উপকার পেতে চাইলে করলার চা বানাতে পারেন। একটি করলা ভালোভাবে ধুয়ে গোল গোল করে কেটে নিন। এরপর মাঝারি আঁচে পানিতে ফুটাতে দিন। স্বাদে সামান্য মিষ্টতা আনতে চাইলে অল্প মধু বা গুড় যোগ করা যেতে পারে।

রোজ খাওয়ার সময় সঙ্গে একটু আচার চাই এতে শরীরের লাভ না কি ক্ষতি

মাছ কিংবা মাংস খাওয়ার পর শেষপাতে একটু আচার না হলে চলে না। আলু মাখা হোক কিংবা মাছ, মাংসের ভর্তা সঙ্গে এক চামচ আচারের তেল পড়লে তার স্বাদই বদলে যায়। পরোটার সঙ্গে আচারের জুটি যেমন জনপ্রিয়, তেমন খিচুড়ির সঙ্গেও আচার খেতে পছন্দ করেন কেউ কেউ। তবে আচার যে শুধুই স্বাদের খেয়াল রাখে, তা কিন্তু নয়। স্বাস্থ্যরক্ষাতেও আচারের ভূমিকা অনেক। আচারে থাকে নানা ধরনের অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। আর কী ভাবে শরীরের যত্ন নেয় আচার? পেট ভাল রাখতে: আচারে প্রোবায়োটিক উপাদান রয়েছে ভরপুর পরিমাণে। যা পেটের গোলমালের ঝুঁকি কমায়। বর্ষায় পেটের সমস্যা লেগেই থাকে, আচার কিন্তু সেই সমস্যার সমাধান হতে পারে। আচারের প্রোবায়োটিক উপাদান হজমশক্তি বাড়িয়ে তোলে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে: আচারে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টের মতো উপকারী উপাদান। অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট বিভিন্ন রোগের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি জোগায়। সংক্রমণের ঝুঁকি কমায়। শারীরিক দুর্বলতা কাটাতেও আচার বেশ উপকারী। তাই মাঝেমাঝে খানিক ক্লান্ত লাগলে আচার খেতে পারেন, চাঙ্গা হয়ে উঠবেন। হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে: ওজন বেড়ে যাওয়া থেকে গ্যাস-অম্বল, বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার মূলে রয়েছে হজমের গোলমাল। অনেকেই হজমের গোলমাল দূর করতে নিয়মিত ওষুধ খান। এই ধরনের ওষুধ বেশি না খাওয়াই ভাল। তার চেয়ে ভরসা রাখতে পারেন আচারের উপর। আচার হজমের গোলমাল কমায়। আচার খেলে ওজনও নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। বাতের ব্যথা কমাতে: আচার বাতের ব্যথা-বেদনা কমাতেও উপকারী। বাতের ব্যথা থাকলে রোজের খাদ্যতালিকায় রসুনের আচার রাখতে পারেন। এই টোটকাতেই কমবে ব্যথা। আচারে থাকা বিভিন্ন উপাদান পেশির নমনীয়তা হারাতে দেয় না। ফলে ব্যথা কমানো সহজ হয়। পেশিতে টান পড়া কমাতে: শরীরে জলের অভাবের ফলে মাঝে মধ্যেই পেশিতে টান পড়ে। নিয়মিত আচার খেলে এই সমস্যা খানিকটা কমে। আচারে থাকা সোডিয়াম, পটাশিয়াম শরীরে ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। পেশিতে টান পড়ার সমস্যা থেকে রেহাই মেলে।

‘আত্মসমর্পণ নয়, দায়িত্বশীল রাষ্ট্রনীতি’: পশ্চিম এশিয়া নিয়ে ভারতের ‘নীরবতা’ প্রসঙ্গে সোনিয়ার পর সুর শশী থারুরের

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ: পশ্চিম এশিয়ার চলমান সংকট নিয়ে ভারতের কূটনৈতিক নীরবতাকে নৈতিক ব্যর্থতা’ বলে যে সমালোচনা উঠেছে, তার জবাবে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর একে ‘দায়িত্বশীল রাষ্ট্রনীতি’র অংশ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, এটি আত্মসমর্পণ নয়; বরং জাতীয় স্বার্থ, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং কৌশলগত সম্পর্ককে মাথায় রেখে নেওয়া বাস্তববাদী অবস্থান।

সংবাদে প্রকাশিত এক মতামত নিবন্ধে থারুর লিখেছেন, পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকা-ইসরায়েলের ইরান আক্রমণ আন্তর্জাতিক আইনবিরোধী হতে পারে, কিন্তু ভারতের বিদেশনীতি কেবল নীতির প্রশ্নে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সেখানে বাস্তববোধ, জাতীয় স্বার্থ এবং বহুমুখী কূটনৈতিক সম্পর্কও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

থারুর লেখেন, গত কয়েক সপ্তাহে বহু ভারতীয় উদারপন্থী সরকারের নীরবতার সমালোচনা করে একে নৈতিক ভীরুতা’ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, ভারতের এই যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক আইনের জঘন্য লঙ্ঘন বলে প্রকাশ্যে নিন্দা করা উচিত ছিল। তবে থারুরের মতে, এই দাবির মধ্যে এক ধরনের আত্মঘাতী রাজনৈতিক অবস্থান রয়েছে।

এই মন্তব্য এমন এক সময় সামনে এল, যখন কংগ্রেসেরই একাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের ‘নীরবতা’ নিয়ে সরব হয়েছে। কয়েক দিন আগে কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির চেয়ারপার্সন সনিয়া গান্ধীও এই বিষয়ে কেন্দ্রের অবস্থানের কড়া সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এ ক্ষেত্রে সরকারের নীরবতা নিরপেক্ষতা নয়, বরং দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার নামান্তর। সংবাদে প্রকাশিত তাঁর নিবন্ধ ’ইরানি নেতার হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে সরকারের নীরবতা নিরপেক্ষতা নয়, এটি দায়িত্বের অবহেলা।’’-এ সনিয়া গান্ধী লিখেছিলেন, আলোচনার মধ্যেই একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রধান নেতাকে হত্যা করা সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুতর অভিঘাত। কিন্তু এই ঘটনার থেকেও বেশি চোখে পড়ছে নয়াদিল্লির নীরবতা।

এর জবাবে থারুর স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন এই যুদ্ধ আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে ন্যায্য নয়। ভারতের ঐতিহাসিক অবস্থান সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, আগ্রাসনবিরোধিতা এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানের নীতি এই যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এমনকি ‘প্রি-এম্পটিভ সেল্‌ফ-ডিফেন্স’-এর যুক্তিও এখানে খাটে না বলে তাঁর মত। তবে একইসঙ্গে তিনি বলেন, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুর ঘটনায় ভারতের দ্রুত শোকপ্রকাশ করা উচিত ছিল, যেমনটি আগে ইরানের প্রেসিডেন্ট হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত হলে করা হয়েছিল। কিন্তু সেই অভাব সত্ত্বেও সরকারের নীরবতাকে তিনি সরাসরি দোষারোপ করতে চান না।

নেহরুর নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির উল্লেখ টেনে থারুর বলেন, জোটনিরপেক্ষতা কখনও নৈতিক অবস্থান না নেওয়ার নীতি ছিল না; বরং তা ছিল ঠান্ডা লড়াইয়ের সংঘাতে জড়িয়ে না পড়ে ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অস্তিত্ব রক্ষার কৌশল। আজকের বহুমেরু বিশ্বের প্রেক্ষাপটে ভারত ‘মাল্টি-অ্যালাইনমেন্ট’-এর নীতি মেনে নানা শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক রাখছে, যদিও তারা অনেক সময় একে অপরের বিরোধী অবস্থানে থাকে।

তাঁর কথায়, ভারতের মূল লক্ষ্য একই রয়েছে সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং বিশ্ব ন্যায়বিচারের পক্ষে সওয়াল করা। কিন্তু সেই আদর্শ প্রয়োগ করতে হবে সময়ের বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে, আত্মতৃপ্তিকর নিন্দাবর্ষণের মাধ্যমে নয়।

থারুর আরও মনে করিয়ে দেন, অতীতেও ভারত নীতিগত অবস্থান ও কৌশলগত স্বার্থের সংঘাতে অনেক সময় সংযম দেখিয়েছে। ১৯৫৬-তে হাঙ্গেরি, ১৯৬৮-তে চেকোস্লোভাকিয়া এবং ১৯৭৯-এ আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের সময় ভারত যে প্রকাশ্য সংঘাতে যায়নি, তা সোভিয়েত আগ্রাসনের সমর্থন ছিল না; বরং সম্ভাব্য মূল্য বুঝে সতর্ক কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল। তাঁর মতে, ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ বা ইরানে আমেরিকা-ইসরায়েলের হামলার ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য।

পশ্চিম এশিয়ায় ভারতের গভীর স্বার্থের কথাও উল্লেখ করেছেন থারুর। তাঁর বক্তব্য, প্রতিবছর প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য এই অঞ্চলের মাধ্যমে হয়। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা অনেকটাই উপসাগরীয় তেল-গ্যাসের উপর নির্ভরশীল। পাশাপাশি সেখানে বসবাসকারী প্রায় ৯০ লক্ষ ভারতীয়র জীবন-জীবিকা এবং তাঁদের পাঠানো অর্থও ভারতের অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

তাঁর যুক্তি, এই পরিস্থিতিতে আমেরিকা-ইসরায়েলের ইরান আক্রমণের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ নিন্দা জানালে ভারতের একাধিক কৌশলগত সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। তাতে বিপন্ন হতে পারে ভারতীয় পরিবারগুলোর রেমিট্যান্স, জ্বালানি সরবরাহ, বাণিজ্য এবং বৃহত্তর অর্থনৈতিক স্বার্থ। তাই এই নীরবতা ভীরুতা নয়, বরং জাতীয় স্বার্থ ও আঞ্চলিক বাস্তবতার পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি একটি ঠান্ডা মাথার স্বীকৃতি।

ডোনাল্ড ট্রাম্প নেতৃত্বাধীন বর্তমান মার্কিন প্রশাসনের প্রসঙ্গ টেনে থারুর বলেন, আজকের আমেরিকা আন্তর্জাতিক আইনকে সবসময় প্রত্যাশিত গুরুত্ব দেয় না। ট্রাম্প নিজের লক্ষ্যপূরণে বাধা এলে কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখাতেও পিছপা হন না। তাই ভারতের পক্ষে এমন একটি সময়ে ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্ককে অকারণে উত্তপ্ত করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

তাঁর মতে, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব এবং চিনের উত্থান নিয়ে যৌথ উদ্বেগ সব কিছুর জন্যই স্থিতিশীল ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক জরুরি। এই প্রেক্ষাপটে নীতিবাদী ভাষণে ওয়াশিংটনকে আক্রমণ করলে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাঁর কথায়, ‘‘জোরালো বক্তৃতা তখনই মানায়, যখন হাতে যথেষ্ট প্রভাব থাকে।’’

থারুর জোর দিয়ে বলেন, বিদেশনীতি মূলত সার্বভৌমত্ব রক্ষা, সমৃদ্ধির সন্ধান এবং শান্তি বজায় রাখার শিল্প। আত্মতৃপ্তির জন্য উচ্চকিত অবস্থান নেওয়া নয়, বরং পরিণতি বিচার করে পদক্ষেপ করাই এখানে প্রধান। বর্তমান বাস্তবতায় ভারত সেই পরিণতি সহজে সামলাতে পারবে না বলেই তাঁর মন্তব্য।

তিনি আরও বলেন, ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা স্বীকার করা মানেই আত্মসমর্পণ নয়। ভারত বহুপাক্ষিক মঞ্চে বরাবরই বৈশ্বিক ন্যায়বিচারের পক্ষে কথা বলেছে, কিন্তু কখন কোথায় সংযম দেখাতে হয়, তাও জানে। এই ভারসাম্যই দায়িত্বশীল রাষ্ট্রনীতির আসল পরিচয়।

সমালোচকদের একহাত নিয়ে থারুর লেখেন, যারা যুদ্ধের নিন্দা না করাকে নৈতিক সাহসের অভাব হিসেবে দেখছেন, তাঁরা আসলে নৈতিক চরমপন্থাকেই সাহস বলে ভুল করছেন। বিদেশনীতি কোনও একাডেমিক আলোচনা নয়; এখানে নীতি ও শক্তির সংঘাতে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যার প্রভাব পড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে।

গান্ধী ও নেহরুর উত্তরাধিকার প্রসঙ্গেও থারুর বলেন, গান্ধী নৈতিক প্রতিবাদের শক্তির কথা শিখিয়েছেন, নেহরু আন্তর্জাতিক আইনকে শান্তির ভিত্তি বলে দেখিয়েছেন, কিন্তু দু’জনেই জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনীয়তা বুঝতেন। তাঁদের উত্তরাধিকার কঠোর মতবাদ নয়, বরং সময় অনুযায়ী মূল্যবোধের বিচক্ষণ প্রয়োগ।

সবশেষে থারুরের বক্তব্য, ইরানের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ আন্তর্জাতিক আইনের চোখে অন্যায্য হলেও ভারতের নীরবতা সেই যুদ্ধের সমর্থন নয়। বরং এটি এমন এক বাস্তববোধ, যা বলে জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজন সংযম, হঠকারিতা নয়।

তাঁর কথায়, ‘‘সংযমই শক্তি’’ কারণ সেটাই শেখায় কীভাবে মূল্যবোধ ও বাস্তবতার মধ্যে ভারসাম্য রেখে, দেশের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে, এক বিপজ্জনক বিশ্বে বিচক্ষণতার সঙ্গে পথ চলতে হয়।

চৈত্র নবরাত্রির সূচনায় দেশজুড়ে মন্দিরে ভক্তদের ঢল

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ: চৈত্র নবরাত্রির প্রথম দিনে বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে বিভিন্ন মন্দিরে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেল। এ দিন দেবী দুর্গার প্রথম রূপ মা শৈলপুত্রী-র আরাধনার মধ্য দিয়ে শুরু হল নয়দিনের এই উৎসব।

চৈত্র নবরাত্রি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দেবী দুর্গার ন’টি রূপের পুজোর এই উৎসবের মধ্য দিয়েই হিন্দু চান্দ্র নববর্ষেরও সূচনা হয়। এই উৎসবের সমাপ্তি হবে রামনবমী-তে।

বারাণসীর দুর্গাকুণ্ড এলাকায় সকাল থেকেই মন্দিরে মন্দিরে ছিল ভক্তদের ভিড়। সেখানে মাতা শৈলপুত্রী এবং মাতা কুষ্মাণ্ডা-র আরাধনায় অংশ নেন অসংখ্য পুণ্যার্থী।

এক ভক্ত জানান, ভোর ৩টে থেকেই মন্দিরে লাইনে দাঁড়াতে শুরু করেন মানুষ। আর এক ভক্তের কথায়, এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলেও মন্দিরে প্রবেশের পর এক অন্যরকম আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়।

মহারাষ্ট্রের বিরারে বিখ্যাত জীবদানি দেবী মন্দিরেও এ দিন ছিল ব্যাপক ভিড়। ভক্তদের ভিড় সামলাতে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়।

মন্দিরের প্রধান পুরোহিত প্রমোদ রাসাল বলেন, গুড়ি পাড়োয়া থেকে রামনবমী পর্যন্ত এই নয় দিন ধরে উৎসব চলে এবং বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্ত এখানে মানত পূরণ করতে আসেন। মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে ভক্তদের জন্য চা, জল-সহ নানা পরিষেবারও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সিঁড়ি ভেঙে উঠতে গিয়ে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তারও দেখভাল করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতেও চৈত্র শুক্ল প্রতিপদা এবং গুড়ি পাড়োয়া উপলক্ষে ভোর থেকে মহাকালেশ্বর মন্দিরে পুণ্যার্থীদের ভিড় দেখা যায়। ভক্তরা পুজো দিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

দেওয়াসের এক পুরোহিত জানান, নবরাত্রির প্রথম দিনে দেবী শৈলপুত্রীকে দিব্য রূপে দর্শন করানো হচ্ছে। প্রতি বছরই এই সময়ে বিপুল সংখ্যক ভক্ত সেখানে আসেন এবং গভীর ভক্তিভাব নিয়ে পুজো দেন।

মধ্যপ্রদেশের আগর মালওয়া জেলার নলখেড়ার বিখ্যাত মা বগলামুখী মন্দিরেও প্রথম দিনেই ভক্তদের সমাগম হয়। এক ভক্ত জানান, তাঁরা আগের রাতেই মন্দিরে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং প্রতি বছরই সেখানে এসে হোম-যজ্ঞে অংশ নেন, যা তাঁদের মানসিক শান্তি দেয়।

দাতিয়ায় প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক শক্তিপীঠ শ্রী পীতাম্বরা পীঠেও ভক্তদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। একইভাবে ম্যাহার জেলার এক মন্দিরের পুরোহিত বলেন, নবরাত্রিতে মানুষ দেবীর আশীর্বাদ লাভ এবং মনস্কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে বিশেষ পুজো-অর্চনা করেন।

এক ভক্তের কথায়, নবরাত্রির সময়ে সজ্জিত মা শারদা-র রূপ অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। দেবীর দর্শনের পর ভক্তদের মনে গভীর তৃপ্তি ও গর্বের অনুভূতি জন্মায়।

পাঞ্জাবেও চৈত্র নবরাত্রি উপলক্ষে ভক্তদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। পটিয়ালার বিভিন্ন মন্দিরে এ দিন পুজো দিতে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় বহু মানুষকে।

অমৃতসরের দুর্গিয়ানা মন্দিরের এক পুরোহিত জানান, চৈত্র নবরাত্রি বসন্তের আগমনবার্তা বহন করে এবং সনাতন সংস্কৃতিতে হিন্দু নববর্ষেরও সূচনা হিসেবে বিবেচিত হয়। পুরাণ মতে, এই দিনেই ব্রহ্মা সৃষ্টির সূচনা করেছিলেন, তাই এই দিন থেকে নতুন বছরের সূচনা এবং মাতৃআরাধনার নবপর্ব শুরু হয়।এ ছাড়াও হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুর এবং বিহারের পাটনাতেও ভক্তদের মন্দিরে গিয়ে মা শৈলপুত্রী-র আরাধনা করতে দেখা যায়।

আন্ধ্র ও তেলেঙ্গানার মানুষকে উগাদি শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

হায়দরাবাদ, ১৯ মার্চ: তেলুগু নববর্ষ উগাদি উপলক্ষে আন্ধ্র প্রদেশ ও তেলেঙ্গানার মানুষকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তেলুগু ভাষায় বার্তা পোস্ট করে দুই রাজ্যের মানুষের জন্য আন্তরিক শুভকামনা জানান।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় বলেন, উগাদি এমন একটি উৎসব যা একদিকে ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত, অন্যদিকে নতুন উদ্যম ও নতুন শুরুর প্রতীক। তিনি আশা প্রকাশ করেন, নতুন বছর সবার জীবনে সুখ, সাফল্য ও সুস্বাস্থ্য বয়ে আনবে। পাশাপাশি তিনি বলেন, এই বছর যেন সকলকে আন্তরিকতার সঙ্গে নিজেদের লক্ষ্য পূরণে অনুপ্রাণিত করে এবং সমাজের কল্যাণে ইতিবাচক অবদান রাখার শক্তি জোগায়।

এদিকে, উগাদি উপলক্ষে আন্ধ্র প্রদেশ ও তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীরাও শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন। এ বছরের উগাদি ‘শ্রী পরাভব নামা’ নামে পরিচিত।

তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল শিব প্রতাপ শুক্লা তাঁর শুভেচ্ছাবার্তায় বিশ্বের সকল তেলুগুভাষী মানুষকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, এই শুভক্ষণে নতুন বছর যেন সকলের জীবনে আশীর্বাদ ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসে।

রাজ্যপাল আরও বলেন, উগাদি আনন্দ ও আশার উৎসব। ঐতিহ্যবাহী উগাদি পাচ্চাড়ি-র নানান স্বাদের মতোই জীবনের নানা চ্যালেঞ্জকে আশাবাদ নিয়ে গ্রহণ করার বার্তা দেয় এই উৎসব। তাঁর আশা, ‘শ্রী পরাভব নামা সংবৎসরম’ সকলের জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি, সম্প্রীতি, সুস্বাস্থ্য ও সুখ নিয়ে আসবে।

তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী এ. রেভন্ত রেড্ডি-ও উগাদি উপলক্ষে রাজ্যের মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, নতুন বছর রাজ্যের মানুষের জীবনে সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য বয়ে আনবে। একই সঙ্গে তিনি ভালো বর্ষণ, কৃষকদের সুখী জীবন, কৃষি উৎপাদনের প্রাচুর্য এবং পশুপালনে উন্নতির জন্য প্রার্থনা করেন।

গত বছর উগাদি উপলক্ষে সব রেশন কার্ডধারীদের জন্য বিনামূল্যে ‘ফাইন রাইস’ বিতরণ প্রকল্প চালুর কথা স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের নবীনতম রাজ্য তেলেঙ্গানা সব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করে দেশের কাছে আদর্শ হয়ে উঠবে।

তিনি রাজ্যের প্রতিটি নাগরিককে উগাদি উৎসব ধুমধাম ও আনন্দের সঙ্গে উদ্‌যাপনের আহ্বান জানান এবং সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করার বার্তা দেন।

বঙ্গ ভোট: বিচারাধীন ভোটারদের প্রথম সম্পূরক তালিকা প্রকাশ নিয়ে আজ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক প্রধান বিচারপতির

কলকাতা, ১৯ মার্চ: পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিচারাধীন ভোটারদের প্রথম সম্পূরক তালিকা প্রকাশের আগে বৃহস্পতিবার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসছেন কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পল। “লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি” বিভাগে চিহ্নিত হয়ে যেসব ভোটারের নাম বিচারিক নিষ্পত্তির জন্য পাঠানো হয়েছে, তাদের প্রথম সম্পূরক তালিকা প্রকাশের প্রস্তুতি নিয়েই এই বৈঠক হতে চলেছে।

সূত্রের খবর, বিচারাধীন ভোটারদের প্রথম সম্পূরক তালিকা শুক্রবার প্রকাশিত হতে পারে। সেই তালিকা প্রকাশের আগে বিচারিক নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার অগ্রগতি খতিয়ে দেখতেই প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে এই বৈঠক ডাকা হয়েছে।

বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে বিচারিক নিষ্পত্তির কাজে যুক্ত ৭৩২ জন বিচার বিভাগীয় আধিকারিকের। এঁদের মধ্যে প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড থেকে ১০০ জন করে আধিকারিক রয়েছেন। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) এবং তাঁর অধীনস্থ আধিকারিকরা।

নির্বাচনী দফতরের এক সূত্রের দাবি, প্রথম সম্পূরক তালিকা প্রকাশের পর রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সেই কারণে বৈঠকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিও বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হবে।

উল্লেখ্য, বিচারিক নিষ্পত্তির জন্য পাঠানো ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল গত ২৮ ফেব্রুয়ারি। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, বিচারিক প্রক্রিয়ার অগ্রগতির ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে সম্পূরক তালিকা প্রকাশ করা হবে।

বুধবার রাত পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ৬০ লক্ষের মধ্যে ২৩.৩০ লক্ষ ভোটারের বিচারিক নিষ্পত্তি সম্পূর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে ৮ লক্ষ ভোটারকে বাদ দেওয়ার উপযুক্ত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, যেসব ভোটারের বিচারিক নিষ্পত্তি শেষ হয়েছে, তাদের মধ্যে ৩৪ শতাংশেরও বেশি-কে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার মতো বলে মনে করেছেন বিচার বিভাগীয় আধিকারিকরা।

রাজ্যে দুই দফায় ভোটগ্রহণ হবে ২৩ এপ্রিল এবং ২৯ এপ্রিল। প্রথম দফায় ভোট হবে ১৫২টি বিধানসভা কেন্দ্রে, আর দ্বিতীয় দফায় ১৪২টি কেন্দ্রে।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার দিক থেকেও কড়া প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আপাতত ঠিক হয়েছে, দুই দফার প্রতিটিতেই প্রায় ২,৩০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (সিএপিএফ) মোতায়েন করা হবে। এরই মধ্যে এলাকায় দখল ও টহলদারির জন্য ৪৮০ কোম্পানি সিএপিএফের অগ্রিম মোতায়েন সম্পন্ন হয়েছে।

কর্মকর্তা-পুলিশ বদলি ও ডেপুটেশন নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে তোপ মমতার

কলকাতা, ১৯ মার্চ: বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে রাজ্যে আমলা ও পুলিশ কর্তাদের বদলি এবং তাঁদের অন্য নির্বাচনী রাজ্যে সাধারণ ও পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে ডেপুটেশনে পাঠানো নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তিনি অভিযোগ করেন, কমিশন পরিকল্পিতভাবে পশ্চিমবঙ্গকেই আলাদা করে নিশানা করছে।

বিকেলে নিজের সরকারি এক্স হ্যান্ডলে দেওয়া বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে ভাবে নির্বাচন কমিশন বাংলাকে চিহ্নিত করে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে, তা শুধু নজিরবিহীনই নয়, অত্যন্ত উদ্বেগজনকও। তাঁর দাবি, ভোটের আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারির আগেই মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজিপি, এডিজি, আইজি, ডিআইজি, জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার-সহ ৫০ জনেরও বেশি শীর্ষ আধিকারিককে ‘হঠাৎ ও খামখেয়ালিভাবে’ সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মমতার অভিযোগ, এটি কোনও সাধারণ প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়, বরং “সর্বোচ্চ স্তরের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ”।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বর্তমানে যা ঘটছে তা হল নিরপেক্ষ থাকার কথা যেসব প্রতিষ্ঠানের, তাদের ‘পদ্ধতিগত রাজনৈতিককরণ’। তাঁর কথায়, এটি ভারতীয় সংবিধানের উপর সরাসরি আঘাত।

তিনি আরও বলেন, ‘‘একটি ত্রুটিপূর্ণ এসআইআর প্রক্রিয়া যখন চলছে এবং ইতিমধ্যেই ২০০-র বেশি মানুষের প্রাণ গিয়েছে, তখন কমিশনের আচরণে স্পষ্ট পক্ষপাত এবং রাজনৈতিক স্বার্থের কাছে অস্বস্তিকর আত্মসমর্পণের ছবি ফুটে উঠছে। এর ফলে বাংলার মানুষ আরও ঝুঁকির মুখে পড়ছেন।’’

মমতার মতে, এত বড় আকারে আমলা ও পুলিশ কর্তাদের বদলি এবং ডেপুটেশন কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়; এর পিছনে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ দখলের সুস্পষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, জবরদস্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কারসাজির মাধ্যমে রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘‘যা দেখা যাচ্ছে, তা কার্যত এক অঘোষিত জরুরি অবস্থা এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে চালিত রাষ্ট্রপতি শাসনের এক ঘোষণাহীন রূপ।’’ তাঁর অভিযোগ, বাংলার মানুষের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়ে বিজেপি এখন জোরজবরদস্তি, ভয় দেখানো, কারচুপি এবং প্রতিষ্ঠানের অপব্যবহারের মাধ্যমে রাজ্যকে দখল করতে চাইছে।

বিবৃতিতে বদলি হওয়া বা অন্য রাজ্যে ডেপুটেশনে পাঠানো সমস্ত আমলা ও পুলিশ আধিকারিকের প্রতিও সংহতি প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই আধিকারিকদের নিশানা করা হচ্ছে, কারণ তাঁরা সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে রাজ্যের সেবা করেছেন।সবশেষে মমতা স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেন, বাংলা কখনও ভয় দেখিয়ে দমিয়ে রাখা যায়নি, ভবিষ্যতেও যাবে না। তাঁর দাবি, বাংলা লড়বে, বাংলা প্রতিরোধ গড়ে তুলবে এবং রাজ্যের মাটিতে বিভাজনমূলক ও ধ্বংসাত্মক এজেন্ডা চাপিয়ে দেওয়ার যে কোনও প্রচেষ্টা সিদ্ধান্তমূলকভাবে পরাজিত করবে।

ভোটের মুখে বাংলায় ১২ ঘণ্টায় দুই জায়গা থেকে বিপুল নগদ উদ্ধার

কলকাতা, ১৯ মার্চ: আগামী মাসের গুরুত্বপূর্ণ দু’দফার বিধানসভা ভোটের আগে পশ্চিমবঙ্গে গত ১২ ঘণ্টায় দুই জায়গা থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

উদ্ধারের দুটি স্থান হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর এবং উত্তরবঙ্গের আদিবাসী অধ্যুষিত আলিপুরদুয়ার জেলা।

ভোটারদের প্রভাবিত করতে বেআইনি নগদের ব্যবহার ঠেকাতে নির্বাচন কমিশন আগেই রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য ২৯৪ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে। পাঁচটি নির্বাচনী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য আলাদা সাধারণ পর্যবেক্ষক রাখা হয়েছে।

এ ছাড়া কমিশন ১৮৮ জন পুলিশ পর্যবেক্ষকও নিয়োগ করেছে, যা পাঁচটি নির্বাচনী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে সর্বাধিক। পাশাপাশি ১০০ জন ব্যয় পর্যবেক্ষকও নিয়োগ করা হয়েছে, যা এই তালিকায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বারুইপুরের জয়তলা এলাকায় নিয়মিত নাকা তল্লাশির সময় এক মোটরসাইকেল আরোহীকে আটক করা হয়। তল্লাশিতে তাঁর কাছ থেকে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। ধৃতের নাম সামাদ আলি সরদার। তিনি জয়নগর থানার অন্তর্গত তিলপি এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশের দাবি, জয়তলা এলাকায় নিয়মিত তল্লাশি চলাকালীন ওই মোটরসাইকেল আরোহীর গতিবিধি সন্দেহজনক বলে মনে হয়। এরপর তাঁকে থামিয়ে মোটরসাইকেলে তল্লাশি চালিয়ে একটি ব্যাগ থেকে নগদ ৯ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি তিলপি থেকে কুরালি যাচ্ছিলেন। উদ্ধার হওয়া টাকার উৎস খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারেও একটি হোটেলে থাকা এক দম্পতির কাছ থেকে নগদ টাকা উদ্ধারের ঘটনা সামনে এসেছে। আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ খবর পায়, চৌপথি মোড় সংলগ্ন একটি হোটেলে থাকা এক দম্পতির কাছে বিপুল পরিমাণ নগদ রয়েছে।

জানা গিয়েছে, অসমের চিরাং জেলার বাসিন্দা ওই দম্পতি মঙ্গলবার হোটেলে ওঠেন। বুধবার তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত গাড়িতে হোটেল থেকে বেরিয়ে যান। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখার কর্মীরা কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িটিকে আটকায়। তল্লাশিতে গাড়ি থেকে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা উদ্ধার হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যে গাড়ি থেকে নগদ উদ্ধার হয়েছে, সেটিতে অসমের নম্বরপ্লেট ছিল। গাড়ির মালিক নিজেকে অসমের এক ব্যবসায়ী বলে দাবি করেছেন। জিজ্ঞাসাবাদের সময় ওই দম্পতি পুলিশকে জানান, তাঁরা মঙ্গলবার চিরাং থেকে আলিপুরদুয়ারে বেড়াতে এসেছিলেন।

তবে বর্তমান নির্বাচনী পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এই নগদ উদ্ধারের ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা। পুলিশ জানিয়েছে, টাকার উৎস সম্পর্কে ওই দম্পতির কাছ থেকে এখনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মেলেনি।

পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া টাকার উৎস জানার চেষ্টা চলছে। ভোটে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এই নগদ আনা হয়ে থাকলে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চিনে ভারতের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত বিক্রম দোরাইস্বামী

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ: বর্তমানে ব্রিটেনে ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম কে দোরাইস্বামীকে গণপ্রজাতন্ত্রী চিনে ভারতের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিদেশ মন্ত্রক (এমইএ) এ কথা জানিয়েছে।

১৯৯২ ব্যাচের ভারতীয় বিদেশ পরিষেবা (আইএফএস) আধিকারিক দোরাইস্বামী খুব শীঘ্রই নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বলে জানা গিয়েছে।

২০২২ সালের আগস্টে তাঁকে ব্রিটেনে ভারতের হাইকমিশনার করা হয়েছিল। তার আগে তিনি বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন।

কূটনৈতিক জীবনের শুরুতে ১৯৯২-৯৩ সালে নয়াদিল্লিতে চাকরিরত প্রশিক্ষণ শেষ করার পর ১৯৯৪ সালের মে মাসে তাঁকে হংকংয়ে ভারতীয় মিশনে থার্ড সেক্রেটারি হিসেবে পাঠানো হয়। সেখানেই তিনি চিনা ভাষা শেখেন এবং চাইনিজ ইউনিভার্সিটি অব হংকংয়ের নিউ এশিয়া ইয়েল-ইন-এশিয়া ভাষা বিদ্যালয়ে সেই ভাষায় একটি ডিপ্লোমাও নেন।

এরপর ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে বেজিংয়ে ভারতীয় দূতাবাসে তাঁর পোস্টিং হয়। সেখানে তিনি প্রায় চার বছর দায়িত্ব পালন করেন।

২০০২ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দফতরে কাজ করেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব হিসেবেও দায়িত্ব সামলান। পরে ২০০৬ সালে নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী মিশনে পলিটিক্যাল কাউন্সেলর হিসেবে যোগ দেন।

২০০৯ সালের অক্টোবরে তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে ভারতের কনসাল জেনারেল করা হয়। ২০১১ সালের জুলাইয়ে তিনি নয়াদিল্লিতে বিদেশ মন্ত্রকে ফিরে এসে সার্ক বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব নেন এবং ২০১২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সেই পদে ছিলেন। এই সময়েই ২০১২ সালের মার্চে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ব্রিকসের চতুর্থ শীর্ষ সম্মেলনের সমন্বয়কারীর ভূমিকাও পালন করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি বিদেশ মন্ত্রকের আমেরিকা বিভাগের যুগ্মসচিব ছিলেন ২০১২ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত। এরপর তাঁকে উজবেকিস্তানে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে তাশখন্দে পাঠানো হয়। ২০১৫ সালের এপ্রিলে তিনি দক্ষিণ কোরিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব নেন।

বিদেশ মন্ত্রকের মতে, দীর্ঘ কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ করে চিন-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার কারণেই এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে দোরাইস্বামীকে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বর্তমানে চিনে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন প্রদীপ কুমার রাওয়াত। ১৯৯০ ব্যাচের আইএফএস অফিসার রাওয়াতও বিদেশি ভাষা হিসেবে ম্যান্ডারিন শিখেছিলেন এবং ১৯৯২ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে হংকং ও বেজিংয়ে দায়িত্ব পালন করেন। রাওয়াত ২০০৩ সালে দ্বিতীয়বার বেজিংয়ে কাউন্সেলর হিসেবে যোগ দেন এবং ২০০৭ সালে ডেপুটি চিফ অব মিশন হিসেবে তাঁর সেই পর্যায়ের দায়িত্ব শেষ হয়। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে তাঁকে চিনে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল।

মধুপুর বাজারে সরকারি জমি দখল নিয়ে প্রশাসনের তৎপরতা, উচ্ছেদ অভিযান শীঘ্রই, জোর জল্পনা

বিশালগড়, ১৯ মার্চ : দীর্ঘদিন ধরে সরকারি জমি দখল করে একাংশ ব্যবসায়ীর দোকান নির্মাণকে কেন্দ্র করে অবশেষে নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। আগরতলা-কমলাসাগর মূল সড়কের মধুপুর বাজার এলাকায় রাস্তার দুই পাশ দখল হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের চলাচল ও যানবাহন চলাচলে ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছিল।

জানা যায়, বাম সরকার আমল থেকেই বাজারের একাংশ ব্যবসায়ী জোরপূর্বক সরকারি জমি দখল করে দোকান-বিটি তৈরি করে রেখেছিলেন। সেই সময়ে উচ্ছেদ অভিযানের কথা উঠলেও তৎকালীন কিছু প্রভাবশালী নেতা ও ব্যক্তির মদতে বিষয়টি কার্যকর হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে।

পরবর্তীতে সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই মধুপুর বাজারে উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। একাধিকবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে জমির পরিমাপ করা হলেও দীর্ঘদিন কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি।

অবশেষে সম্প্রতি বিশালগড় ডিসিএম-এর নেতৃত্বে স্থানীয় পঞ্চায়েত, মধুপুর থানার পুলিশ, তহশিলদার ও বাজার কমিটির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে পুরো বাজার এলাকা পুনরায় মাপঝোঁক করা হয়। মধুপুর স্কুল চৌমুহনী থেকে শুরু করে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত পুরো বাজার চিহ্নিত করা হয়। এতে স্পষ্টভাবে উঠে আসে যে বিপুল পরিমাণ সরকারি জমি দীর্ঘদিন ধরে দখল করে রাখা হয়েছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে মূল রাস্তার মাঝখান থেকে দুই পাশে পরিমাপ করে পিডব্লিউডি চিহ্ন বসানো হয়েছে। সূত্রের খবর, খুব শীঘ্রই এই এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হতে পারে।

এই খবরে একদিকে যেমন দখলদার ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে, অন্যদিকে সাধারণ ব্যবসায়ী, পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে স্বস্তি ও সন্তোষের সুর শোনা যাচ্ছে। উচ্ছেদ অভিযান সম্পন্ন হলে বাজার এলাকায় পর্যাপ্ত জায়গা তৈরি হবে এবং যানজটের সমস্যা অনেকটাই কমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এছাড়াও জানা গেছে, উচ্ছেদ অভিযানের পর বিদ্যুতের খুঁটি সরিয়ে নির্দিষ্ট সীমানায় স্থানান্তর করা হবে এবং সেখানে কভার ড্রেন নির্মাণ করা হবে। সেই ড্রেনের উপর ছোট যানবাহন পার্কিংয়ের ব্যবস্থাও করা হতে পারে। পাশাপাশি উন্নতমানের আলোকসজ্জা বসিয়ে বাজারকে শহরের আদলে সাজানোর পরিকল্পনাও রয়েছে।

এখন দেখার বিষয়, প্রশাসন কবে এই উচ্ছেদ অভিযান বাস্তবায়ন করে। সেই দিকেই নজর রয়েছে এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ীদের।

স্বনির্ভরতার পথে অপমানের দেয়ালে ঠেকে সীমা দাস সরকারের মৃত্যু, সমাজের কাছে কঠিন প্রশ্ন

তেলিয়ামুড়া, ১৯ মার্চ : সরকারের নারী ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভরতা প্রকল্পের ছায়ায় তেলিয়ামুড়ার স্বসহায়ক গোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্য ও কোষাধ্যক্ষ সীমা নমঃ দাস সরকার (২৮) আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। অর্থনৈতিক দুর্নীতির অভিযোগে সামাজিক লজ্জা ও চাপে ভেঙে পড়েন শান্ত-পরিশ্রমী এই গৃহবধূ। বুধবার সন্ধ্যায় নিজ বাড়িতে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার হয়।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গোষ্ঠীর প্রায় চার লক্ষ টাকার গরমিলের অভিযোগে সীমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। সহকর্মীদের সন্দেহ, প্রতিবেশীদের গুঞ্জন এবং সমাজের অপমান তাঁকে মানসিকভাবে পূর্ণরূপে ভেঙে দেয়। প্রতিবেশীরা স্তম্ভিত। যাঁকে সৎ ও নিষ্ঠাবান বলে জানতেন, তাঁর এমন পরিণতি কল্পনাতীত।

পুলিশ সূত্রে বলা হলো, সীমা একটি সুইসাইড নোট রেখে গেছেন, যাতে লেখা আছে, আমি চার লাখ টাকা চুরি করিনি, আমি চুরি করিনি! তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ও অভিযোগের সত্যতা প্রকাশ পাবে। আত্মহত্যা নাকি অন্য কারণ, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের নিরিখে ধর্মনগরে বিজেপি প্রার্থীর জয় হবে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৯ মার্চ : মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ বলেছেন যে ধর্মনগর উপনির্বাচনে জয়ী হওয়ার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী ভারতীয় জনতা পার্টি, যা আগামী ৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। আজ ত্রিপুরা বিধানসভায় সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা বলেন, পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচনে জহর চক্রবর্তীকে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন করা হয়েছে। তিনি বহু বছর ধরে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে রয়েছেন। তিনি একজন খুবই সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। আমি ২০১৬ সালে যখন পার্টির কাজে ধর্মনগর যেতাম তখন তাঁর মোটর বাইকে বসে অনেক জায়গায় গিয়েছি। তাঁদের পুরো পরিবারই ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে যুক্ত। পার্টি এমন একজন সজ্জন ব্যক্তিকে প্রার্থী হিসেবে বেছে নিয়েছে। ছোট থেকে বড় সকলেই তাঁকে চেনে। আর এটা আমাদের জন্য একটা শুভ লক্ষণ। আমাদের যুব মোর্চা থেকে শুরু করে মহিলা মোর্চা, জেলা ও মন্ডল নেতৃত্ব সকলেই তাঁকে চেনেন। এটা নিশ্চিত যে আসন্ন উপ নির্বাচনে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থীর অবশ্যই জয় হবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের কাছে সবগুলি নির্বাচনই যথেষ্ট গুরুত্বের। আমরা সবসময় গুরুত্বের সঙ্গে দেখে থাকি। আমরা এখন অপেক্ষায় আছি যে কবে বিধানসভা শেষ হবে এবং আমাদের দৌড়াদৌড়ি শুরু হবে। ইতিমধ্যে এডিসি নির্বাচনও ঘোষণা হয়ে গেছে। কাজেই দুই জায়গায় যেতে হবে আমাদের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিক নির্দেশনায় আমরা এত কাজ করেছি, মানুষের কল্যাণে উন্নয়নমূলক কাজ করেছি সেসব বিষয় নিয়েই আমরা সকলের কাছে যাবো। ডাঃ সাহা জানান, সিপিএম ধর্মনগরে তাদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে এবং গত বছর সেখানে কংগ্রেস প্রার্থী ছিল।

তিনি বলেন, তবে এবার তারা সমস্যায় পড়েছেন, তাই এখন তারা বুঝতে পারবেন। এটা আমাদের জন্য কোনো সমস্যা হবে না, কারণ আমরা খুব ভালো একজন প্রার্থী দিয়েছি। সেখানে আমাদের প্রার্থীর জয় সুনিশ্চিত। ভিলেজ কমিটি নির্বাচন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আমরা যেটা চেয়েছি অর্থাৎ নৈতিকভাবে আমাদের জয় হয়েছে। ভিসি নির্বাচন নিয়ে আমরা সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছি যে একসঙ্গে এডিসি ও ভিসি নির্বাচন করলে নানা ধরনের সমস্যা হতে পারে। মরশুমের কথা ভেবে পরবর্তী সময়ে আমরা সেপ্টেম্বরের কথা বলেছি। এরপর সুপ্রিম কোর্ট এফিডেভিট দেওয়ার কথা বলে যে কেন জুনের আগে নয়। কারণ আমাদের রাজ্যে সাধারণত এপ্রিল থেকেই বর্ষার দিন শুরু হয়। পরবর্তীতে জুন জুলাইয়ের কথা বলা হয়। তবে এরমধ্যেও ওই সময়ে বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে গেলে রিভিউর আবেদন করা যেতে পারে।

রাজ্যপালের সঙ্গে ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষের সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ

আগরতলা, ১৯ মার্চ: ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া আজ সন্ধ্যায় লোক ভবনে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন। লোক ভবন থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিলোনিয়ায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই দুই বসতঘর, সর্বস্বান্ত চা বিক্রেতা

বিলোনিয়া, ১৯ মার্চ : দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া মহকুমার সাতমুড়া এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল দুইটি বসতঘর ও একটি রান্নাঘর। বৃহস্পতিবার দুপুরে এলাকার বাসিন্দা কিংকর সাহার বাড়িতে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, বাড়ির ভাড়াটিয়ার রান্নাঘর থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়। ঘটনার সময় বাড়িতে কিংকর সাহার পরিবারের কেউ উপস্থিত ছিলেন না, শুধুমাত্র ভাড়াটিয়াই ছিলেন।

দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর প্রাথমিক চেষ্টা চালালেও তা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। খবর পেয়ে বিলোনিয়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের দুটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং দমকল কর্মীদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

তবে ততক্ষণে সব শেষ দুইটি বসতঘর, রান্নাঘরসহ ঘরের আসবাবপত্র, স্বর্ণালংকার, নগদ অর্থ এবং গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সম্পূর্ণরূপে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ফলে চা বিক্রেতা কিংকর সাহা কার্যত সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান মহকুমা শাসক সত্যব্রত রায় এবং ডিসিএম সঞ্জয় শীল। তারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন এবং পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

বাম প্রার্থীর

● প্রথম পাতার পর

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেনের অকাল প্রয়াণে শূন্য হয়েছিল ধর্মনগর আসনটি। সেই শূন্যস্থান পূরণেই এই উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। অন্যদিকে, বিজেপি ইতিমধ্যেই এই কেন্দ্রে জহর চক্রবর্তীকে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। ফলে এই আসনে জমজমাট লড়াইয়ের আভাস মিলছে।

নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, আগামী ৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণ এবং ৪ মে ফলাফল ঘোষণা করা হবে। এখন দেখার, ধর্মনগরের ভোটাররা শেষ পর্যন্ত কাকে সমর্থন করেন।

বিজেপি প্রার্থী

● প্রথম পাতার পর

(ডা.) মানিক সাহা। এছাড়াও তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, সাংসদ ও প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য, মন্ত্রী রতন লাল নাথ, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীসহ দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব।

বিশাগড়, জম্পুইজলা,

● প্রথম পাতার পর

জনগণের সমর্থন কামনা করেন। এরপর দুই মহকুমায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরে গিয়ে তিন প্রার্থী আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দেন। আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বামফ্রন্টের এই শক্তিপ্রদর্শন রাজনৈতিক মহলে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

রাজ্যে ৯৪,৪৬০টি মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও

● প্রথম পাতার পর

টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ সড়কের কাজে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সোনামুড়া—কাঁঠালিয়া সড়ক থেকে বেজিমারা হয়ে কলমক্ষেত পর্যন্ত প্রায় ৯ কিলোমিটার রাস্তার নির্মাণকাজে গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তাটির পাশে নির্মিত রিটার্নিং ওয়ালে কোনো ধরনের রড ব্যবহার করা হচ্ছে না, যা নির্মাণের মান নিয়ে বড়সড় সন্দেহ তৈরি করেছে। পাশাপাশি নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করারও অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগ আরও, কাজের সময় এলাকায় কোনো ইঞ্জিনিয়ার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় না। ফলে কাজের তদারকি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় থাকা এই রাস্তাটি সংস্কারের জন্য সরকার বড় অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করেছে। তবে কাজ যদি সঠিকভাবে না হয়, তাহলে তা সরকারি অর্থের অপচয় বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা।

এ প্রসঙ্গে এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা এসে কাজের গুণগত মান খতিয়ে দেখুন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

উগাদি উৎসবের উদ্বোধন করলেন রাজ্যপাল

আগরতলা, ১৯ মার্চ: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ সন্ধ্যায় আগরতলার মাণিক্য এনক্লেভে উগাদি উৎসবের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, উগাদি হলো তেলেগু নববর্ষ উদযাপনের একটি উৎসব। এ উপলক্ষ্যে রাজ্যপাল সকলকে বিশেষ করে তেলেগু সম্প্রদায়ের জনগণকে শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এম.এস. রামচন্দ্র রাও। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা তেলেগু অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পি.এস.এন. রাজু, সাধারণ সম্পাদক প্রসাদ রাও এবং সদস্য বোন্ডা ভেঙ্কট প্রসাদ সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত তেলেগু সম্প্রদায়ের কর্মকর্তাগণ। অনুষ্ঠানে একটি বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। লোক ভবন থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

রমজান ও ঈদ উপলক্ষে ডিওয়াইএফআই-এর বস্ত্র বিতরণ

বিশালগড়, ১৯ মার্চ : পবিত্র রমজান মাস ও আসন্ন ঈদকে সামনে রেখে ডিওয়াইএফআই-এর উদ্যোগে দুর্লভ নারায়ণ লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে এক বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচির মাধ্যমে মোট ৩০ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দেলোয়ার হোসেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের মহকুমা সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ সাহা, সভাপতি সুমন দে, রাজ্য কমিটির সদস্য তথা দুর্লভ নারায়ণ পার্টির লোকাল কমিটির সম্পাদক মোঃ সেলিম, পার্টির মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও নলছড় বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক তপন চন্দ্র দাস, পার্টির জেলা কমিটির সদস্য বানী সিং দেববর্মা, সংগঠনের লোকাল কমিটির সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রসেনজিৎ মজুমদার এবং লোকাল কমিটির সদস্য তপন ঘোষ, হরিপদ দাস, বিকাশ দাস, হুমায়ন কবির মজুমদার, সাহালম ভুঁইয়া সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজের অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি ভবিষ্যতেও এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন সংগঠনের নেতৃত্ব।

রাজ্যপালের সঙ্গে কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ

আগরতলা, ১৯ মার্চ: কেন্দ্রীয় সরকারের আবাসন ও নগর বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী টোখান শাহু আজ বিকেলে লোক ভবনে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন। লোক ভবন থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

টি.টি.এ.এ.ডি.সি. নির্বাচন উপলক্ষ্যে খোয়াইয়ে সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৯ মার্চ: আসন্ন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আজ খোয়াই জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে খোয়াই জেলার জেলাশাসক রজত পন্থ আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, খোয়াই জেলায় টি.টি.এ.এ.ডি.সি.-র তিনটি আসন রয়েছে। এগুলি হলো ৯-হালাহালি-আশারামবাড়ি (এস.টি.), ১২-রামচন্দ্রঘাট (এস.টি.) এবং ১১-মহারাণীপুর-তেলিয়ামুড়া (এস.টি.) আসন। ৯-হালাহালি-আশারামবাড়ি (এস.টি.) আসনে মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ৪৭টি। মোট ভোটার রয়েছেন ৩৪ হাজার ৬৩২ জন। ১২-রামচন্দ্রঘাট (এস.টি.) আসনে মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ৪১টি। মোট ভোটার রয়েছেন ৩০ হাজার ৫১১ জন। ১১-মহারাণীপুর-তেলিয়ামুড়া (এসটি) আসনে মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ৪৮টি। মোট ভোটার রয়েছেন ৩১ হাজার ৭৬৭ জন।

৩,৩৫৬ কোটি

● প্রথম পাতার পর

সেন বলেন, সাবরুম শহরের সঙ্গে হুমসফার এক্সপ্রেস ও গরিব রথ ট্রেন সংযোগ এক—দুই মাসের মধ্যে চালুর দাবি।

মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে জানান, খোয়াই ও উনকোটি জেলার রেল সংযোগের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী মনিক সাহা ও পরিবহন দফতর সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। তবে সাব্রুমে হামসফর এক্সপ্রেস ও গরিব রথ চালু করার বিষয়ে তাতণিক কোনও নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে আগরতলা—সাব্রুম রুটে চারটি ডেমু ট্রেন চলছে এবং রাজ্যে মোট ১৩টি এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচল করছে। তিনি জানিয়েছেন, রেলওয়ের নেটওয়ার্কে জুড়েনি এমন এলাকা ভবিষ্যতে রেল সংযোগের আওতায় আনার দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার।

রাজ্যে ভূগর্ভস্থ

● প্রথম পাতার পর

উত্তোলন করা যাবে। যারমধ্যে বর্তমানে শুধুমাত্র ১০.০৬ু জল মাটির নিচ থেকে উত্তোলন করা হয়। পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে বেশিরভাগই এখন ভূগর্ভস্থ জলের উপর নির্ভর করতে হয়। আগরতলা পুর নিগম এলাকায় জনসংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ ৭৯ হাজার ৪১৮ জন। এরমধ্যে প্রত্যেকের জন্য জলের প্রয়োজন হয় ১৩৫ লিটার। যেখানে সর্বমোট পানীয় জলের প্রয়োজন ৭৮.২২ মিলিয়ন লিটার।

মুখ্যমন্ত্রী আরো জানান, পানীয় জলের জন্য অনেকের বাড়িতে ডিপ টিউবওয়েল, পাম্প কিংবা অন্যান্য ব্যবস্থা রয়েছে। এর মাধ্যমেও পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। এছাড়া পানীয় জলের গুণগত মান যাচাইয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এক্ষেত্রে স্ব সহায়ক দলের সদস্যরা (অমৃত মিত্র) বিভিন্ন ওয়ার্ড এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে জলের গুণগত মান পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। সেই সঙ্গে প্রতি ৬ মাস অন্তর জলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার জন্য সচেতনতা মূলক পরামর্শ দেওয়া হয়।

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অতিরিক্ত

● প্রথম পাতার পর

এজন্য বিভিন্ন পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ চলছে। এর পাশাপাশি অপ্রচলিত শক্তি ব্যবহার বাড়ানোর জন্যও কাজ চলছে। তিনি বলেন, রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিকাঠামো উন্নয়নে এবং ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগমকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে। এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে বন দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন, বনভূমি রক্ষায় রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। বনজ সম্পদ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বনভূমি রক্ষায় ফরেস্টার এবং ফরেস্ট গার্ড পদে নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বনজ সম্পদ যেন বহিরাজ্যে পাচার না হতে পারে তারজন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বনভূমি রক্ষায় এবং বনসৃজণে তিনি সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি ছাটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধীতা করেন। বিরোধী দলের সদস্যদের আনা ছাটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধীতা করে বক্তব্য রাখেন উচ্চশিক্ষা ও পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রী কিশোর বর্মণ। তিনি বলেন, রাজ্যের সর্বত্র গ্রামীণ পরিষেবা বজায় রাখতে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই কাজে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষা নীতি উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকার কাজ করছে। বিভিন্ন কলেজে অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ, ছাত্রাবাস নির্মাণ, প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের কাজ করা হচ্ছে। আজ বিধানসভায় অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর ছাটাই প্রস্তাব এনে আলোচনায় অংশ নেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি বলেন, সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিভিন্ন কাজ শেষ করা প্রয়োজন। আলোচনায় অংশ নেন বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় এবং বিধায়ক শৈলেন্দু চন্দ্র নাথ।

জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০২০-এর মূল উদ্দেশ্য হলো সকল স্তরের শিক্ষার্থীরা যেন যোগ্য এবং পেশাগতভাবে প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষা লাভ করে তা নিশ্চিত করা

আগরতলা, ১৯ মার্চ: জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০২০-এর মূল উদ্দেশ্য হলো সকল স্তরের শিক্ষার্থীরা যেন যোগ্য এবং পেশাগতভাবে প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষা লাভ করে তা নিশ্চিত করা। শিক্ষকদের কেবল তথ্য প্রদানকারী হওয়ার পরিবর্তে আধুনিক শ্রেণিকক্ষের জন্য চিন্তাভাবনার সহায়ক হিসেবে কাজ করতে হবে। আজ প্রজ্ঞা ভবনে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন এবং ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিজ ইন এডুকেশন, ত্রিপুরার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "দেশব্যাপী এনপিএসটি ও এনএমএম চালুর জন্য স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক রাজ্যস্তরীয় কর্মশালার উদ্বোধন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, রাজ্য ও দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য শিক্ষক ও শিশুদের ওপর বিনিয়োগ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় দক্ষতার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করা হলে আরও ন্যায়সঙ্গত ও কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরিতে সহায়ক হবে, যার ফলে শিক্ষার্থীরাও উপকৃত হবে। শিক্ষকদের জন্য জাতীয় পেশাগত মানদণ্ড (এনপিএসটি)-এর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই উদ্যোগটি শিক্ষকদের ধারাবাহিক পেশাগত ও ব্যক্তিগত গুণমান বৃদ্ধির বিষয়ে এনইপি ২০২০-এর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ন্যাশনাল মিশন ফর মেন্টরিং (এনএমএম) প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, এর লক্ষ্য হলো স্কুল শিক্ষকদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের একটি বৃহৎ দল তৈরি করা, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পেশাগত সহায়তার প্রসার ঘটানো এবং শিক্ষাবিদদের মধ্যে জ্ঞান বিনিময়কে উৎসাহিত করা। শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় এবং ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ ইন এডুকেশনের মতো সংস্থাগুলি কেবল ডিগ্রি প্রদানকারী সংস্থা না থেকে শিক্ষণ পদ্ধতি বিষয়ক গবেষণা, উদ্ভাবন এবং নিরন্তর পেশাগত উন্নয়নের কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার জন্য রাজ্যপাল আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরীর বার্তা শুনানো হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের কমিশনার বিকাশ গুপ্ত এবং এনসিটিই-এর চেয়ারপার্সন অধ্যাপক পঙ্কজ অরোরা সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের ভিডিও বার্তাও উপস্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে এছাড়াও এনসিটিই-এর একাডেমিক এডভাইজার ডি. কে. চতুর্বেদী, এস.সি.ই.আর.টি.-র অধিকর্তা এল ডার্লং, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা এবং ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ ইন এডুকেশনের প্রিন্সিপাল রত্না রায় উপস্থিত ছিলেন।

৫টি বিল সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত

● প্রথম পাতার পর

অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, রাজ্যে বর্তমানে মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ সহ ২৭টি স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আরও বাড়বে। তাই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পঠন-পাঠন, পরীক্ষা নেওয়া, গবেষণা, গুণগত মান বজায় রাখা প্রভৃতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। স্বতন্ত্র স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আরও ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। তিনি জানান, আগরতলার সন্নিকটে ডুকলি ব্লকের শ্রীনগর মৌজায় স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য ১০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। প্রাথমিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ জিবিপি মেডিকেল কলেজে বা স্বাস্থ্য দপ্তরের ভবনে শুরু করা হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলে রাজ্যে নতুন দিগন্ত প্রসারিত হবে। গ্যারান্টেড সার্ভিস ও সিটিজেনস বিলের বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নাগরিকগণ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে যেন সরকারি পরিষেবা পান তা নিশ্চিত করতেই এই বিল আনা হয়েছে। এই বিলটি নাগরিক বান্ধব বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

লিফট এন্ড এস্কেলেটরস বিল বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, রাজ্যে বর্তমানে অনেক উঁচু বাড়ি তৈরি হচ্ছে। সেখানে লিফট, এস্কেলেটরস ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব বিষয়ে আগে কোন আইন ছিল না। নতুন করে এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীগণ বিধানসভায় বিলগুলি অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করার পর সর্বসম্মতভাবে ৫টি বিল গৃহীত হয়।

বিশালগড় নিউ মার্কেটে একাধিক

● প্রথম পাতার পর

খবর পান যে তাঁর দোকানের ঝাঁপ খোলা রয়েছে। ঘটনাস্থলে এসে তিনি দেখতে পান, দোকানের সিলিং ভেঙে নগদ প্রায় ৭ থেকে ১০ হাজার টাকা সহ মুদি সামগ্রী চুরি হয়েছে।

একইভাবে সবজি ব্যবসায়ী উত্তম সাহার দোকান থেকে ক্যাশ বাক্স ভেঙে ৭ থেকে ৮ হাজার টাকা চুরি করা হয়। চাল ব্যবসায়ী জহর সাহার দোকানেও একই কায়দায় চুরির ঘটনা ঘটে। এছাড়া স্বপন সাহার দোকানেও চুরির চেষ্টা চালায় দুষ্কৃতীরা।

বাজারে নাইটগার্ড থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের চুরির ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের অভিযোগ, মাত্র দু'জন নাইটগার্ড দিয়ে গোটা বাজার পাহারা দেওয়া সম্ভব নয়। বাজারের নিরাপত্তার জন্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হলেও বাস্তবে কোনও নিরাপত্তা মিলছে না।

ব্যবসায়ীদের একাংশের দাবি, স্থানীয় নেশাগ্রস্ত যুবকরাই এই ধরনের চুরির সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। নেশার টাকা জোগাড় করতেই এই ধরনের অপরাধ বাড়ছে বলে তাঁদের সন্দেহ।

চুরির ঘটনার খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাবুল দেবনাথ সহ অন্যান্য সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। একসাথে ৭-৮টি দোকানে চুরির ঘটনায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

বাজার কমিটির পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে জানা গেছে। তবে এর আগেও বিশালগড় থানা সংলগ্ন এলাকায় একটি জুয়েলারি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটলেও, সিসিটিভি ফুটেজ থাকা সত্ত্বেও পুলিশ এখনও পর্যন্ত সেই ঘটনার কিনারা করতে পারেনি, এই বিষয়টি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ব্যবসায়ীরা।

সব মিলিয়ে, নাইটগার্ড থাকা সত্ত্বেও বাজারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যে নিরাপদ নয়, তা এই ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখন দেখার বিষয়, পুলিশ এই ঘটনার তদন্তে কতটা সাফল্য পায়।

উন্নয়নের নিরিখে

● প্রথম পাতার পর

কোনো সমস্যা নয়, কারণ আমরা একজন শক্তিশালী প্রার্থী দিয়েছি, বলেন তিনি।

ভিলেজ কমিটি (ভিসি) নির্বাচন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই বিষয়ে নৈতিকভাবে সরকার জয়ী হয়েছে। তিনি বলেন, এডিসি ও ভিসি নির্বাচন একসঙ্গে হলে নানা সমস্যা হতে পারে বলে সুপ্রিম কোর্টকে জানানো হয়েছে। রাজ্যের আবহাওয়া পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সেপ্টেম্বর মাসে ভিসি নির্বাচন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও জানান, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনে পরিস্থিতি বিবেচনা করে পুনর্বিবেচনার আবেদন জানানো যেতে পারে।

খেলা

জাতীয় হ্যান্ডবল আসরে অংশ নিতে হরিয়ানা পাড়ি দিচ্ছে ত্রিপুরা দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামী ২৩শে মার্চ থেকে ২৭শে মার্চ পর্যন্ত হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৫৪তম সিনিয়র জাতীয় পুরুষ হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ। এই মর্য্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আজ, বৃহস্পতিবার আগরতলা থেকে রওনা হয়েছে ত্রিপুরার ১৬ সদস্যের শক্তিশালী দল।ত্রিপুরা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা ও তাঁদের উৎসাহিত করা হয়। রাজ্য দলের সদস্য হিসেবে থাকছেন আকাশ দাস, উদয় রুদ্র পাল, আকাশ সূত্রধর, রাজু দাস, হৃদয় ত্রিপুরা, রাহুল সাহা, দীপঙ্কর পাল, বিল্টু শুক্ল দাস, দীপঞ্জয় মিত্র, সুধন দাস, বিরাজ ভট্টাচার্য্য, রাকেশ দত্ত চৌধুরী, শৈলেন দাস, সাগর দাস, সৌরভ সাহা এবং শান্তনু দাস।দলের সঙ্গে প্রশিক্ষক হিসেবে যাচ্ছেন অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সম্পাদিকা ড. কান্তা দেব এবং ম্যানেজারের দায়িত্ব সামলাবেন নির্মল দেব।আজকের এই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মধুগোপাল বিশ্বাস, কোষাধক্ষ্য শ্রীমতি জবা পাল দত্ত, সদস্যা শ্রীমতি মনিকা পাল এবং অর্গানাইজিং সেক্রেটারি পঙ্কজ দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি কৃষ্ণ দেবনাথ।অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা আশাপ্রকাশ করেছেন যে, কুরুংক্ষেত্রে ত্রিপুরার খেলোয়াড়রা তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবেন এবং ভালো ফলাফল করে রাজ্যের মান উজ্জ্বল করবেন। খেলোয়াড়দের চোখে-মুখেও ছিল সাফল্যের আত্মবিশ্বাস।

অনূর্ধ ২৩ মহিলা ক্রিকেটের সেমিফাইনালে আজ মুম্বাই-কর্ণাটক, তামিলনাড়ু-মহারাষ্ট্র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত। আগামীকাল (শুক্রবার) রাঁচির দুই মাঠে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রাঁচির ঝাড়খন্ড স্টেট ক্রিকেট একাডেমি ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে প্রথম সেমিফাইনালে মুম্বাই এবং কর্ণাটক দল পরস্পরের মুখোমুখি হবে। রাঁচির ঊষা মার্টিন গ্রাউন্ডে অপর সেমিফাইনালে একই সময়ে তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্র পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত মহিলাদের অনূর্ধ ২৩ এক দিবসীয় ট্রফি এলিট গ্রুপের সেমিফাইনাল পর্যায়ের। উল্লেখ্য, ১৭ মার্চ প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে মুম্বাই ৬ উইকেটের ব্যবধানে সিএবি অর্থাৎ বেঙ্গলকে পরাজিত করে এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তামিলনাড়ু ভিজেডি মেথডে ৬ উইকেটের ব্যবধানে দিল্লি কে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে। একইভাবে বুধবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে মহারাষ্ট্র ২৪ রানের ব্যবধানে পাঞ্জাবকে এবং কর্ণাটক ৪১ রানের ব্যবধানে উত্তরাখণ্ডকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে।

জাতীয় হ্যান্ডবল আসরে অংশ নিতে হরিয়ানা পাড়ি দিচ্ছে ত্রিপুরা দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামী ২৩শে মার্চ থেকে ২৭শে মার্চ পর্যন্ত হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৫৪তম সিনিয়র জাতীয় পুরুষ হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ। এই মর্য্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আজ, বৃহস্পতিবার আগরতলা থেকে রওনা হয়েছে ত্রিপুরার ১৬ সদস্যের শক্তিশালী দল।ত্রিপুরা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা ও তাঁদের উৎসাহিত করা হয়। রাজ্য দলের সদস্য হিসেবে থাকছেন আকাশ দাস, উদয় রুদ্র পাল, আকাশ সূত্রধর, রাজু দাস, হৃদয় ত্রিপুরা, রাহুল সাহা, দীপঙ্কর পাল, বিল্টু শুক্ল দাস, দীপঞ্জয় মিত্র, সুধন দাস, বিরাজ ভট্টাচার্য্য, রাকেশ দত্ত চৌধুরী, শৈলেন দাস, সাগর দাস, সৌরভ সাহা এবং শান্তনু দাস।দলের সঙ্গে প্রশিক্ষক হিসেবে যাচ্ছেন অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সম্পাদিকা ড. কান্তা দেব এবং ম্যানেজারের দায়িত্ব সামলাবেন নির্মল দেব।আজকের এই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মধুগোপাল বিশ্বাস, কোষাধক্ষ্য শ্রীমতি জবা পাল দত্ত, সদস্যা শ্রীমতি মনিকা পাল এবং অর্গানাইজিং সেক্রেটারি পঙ্কজ দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি কৃষ্ণ দেবনাথ।অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা আশাপ্রকাশ করেছেন যে, কুরুংক্ষেত্রে ত্রিপুরার খেলোয়াড়রা তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবেন এবং ভালো ফলাফল করে রাজ্যের মান উজ্জ্বল করবেন। খেলোয়াড়দের চোখে-মুখেও ছিল সাফল্যের আত্মবিশ্বাস।

টিসিএ-র বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেটের ৩টি ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পরবর্তী তিনটি ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। টিআইটি গ্রাউন্ডে আগামীকাল (শুক্রবার) সকাল সাড়ে আটটায় জেসিসি বা জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব এবং স্ফুলিঙ্গ ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে ব্লাড মাউথ ক্লাব এবং শতদল সংঘ পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। এমবিবি স্টেডিয়ামে হার্ভে ক্লাব এবং সংহতি ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত ৩ রাউন্ডের খেলা শেষে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব এবং শতদল সংঘ তিনটি করে ম্যাচ জিতে পয়েন্ট তালিকায় যৌথভাবে শীর্ষস্থানে রয়েছে। এক ধাপ নিচে রয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব দুটি ম্যাচে জিতে। এছাড়া, স্ফুলিঙ্গ ক্লাব একটি ম্যাচে জয়ী হয়ে পরবর্তী ধাপে রয়েছে। তবে হার্ভে ক্লাব এবং সংহতি ক্লাব পরপর তিনটি ম্যাচেই পরাজিত হয়ে তালিকার অনেকটা পেছনে রয়েছে। আগামীকাল চতুর্থ রাউন্ডের খেলায় প্রতিটি বিজয়ী দল তাদের জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে মরিয়া। অপরদিকে বিজিত দলগুলোর লক্ষ্য রয়েছে জয়ের স্বাদ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াতে।

অনূর্ধ ২৩ মহিলা ক্রিকেটের সেমিফাইনালে আজ মুম্বাই-কর্ণাটক, তামিলনাড়ু-মহারাষ্ট্র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত। আগামীকাল (শুক্রবার) রাঁচির দুই মাঠে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রাঁচির ঝাড়খন্ড স্টেট ক্রিকেট একাডেমি ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে প্রথম সেমিফাইনালে মুম্বাই এবং কর্ণাটক দল পরস্পরের মুখোমুখি হবে। রাঁচির ঊষা মার্টিন গ্রাউন্ডে অপর সেমিফাইনালে একই সময়ে তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্র পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত মহিলাদের অনূর্ধ ২৩ এক দিবসীয় ট্রফি এলিট গ্রুপের সেমিফাইনাল পর্যায়ের। উল্লেখ্য, ১৭ মার্চ প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে মুম্বাই ৬ উইকেটের ব্যবধানে সিএবি অর্থাৎ বেঙ্গলকে পরাজিত করে এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তামিলনাড়ু ভিজেডি মেথডে ৬ উইকেটের ব্যবধানে দিল্লি কে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে। একইভাবে বুধবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে মহারাষ্ট্র ২৪ রানের ব্যবধানে পাঞ্জাবকে এবং কর্ণাটক ৪১ রানের ব্যবধানে উত্তরাখণ্ডকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে।

পুদুচেরিতে আজ থেকে সিনিয়র মহিলাদের ইন্টার জোনাল মাল্টি ডে ট্রফি ক্রিকেট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সিনিয়র মহিলাদের ইন্টার জোনাল মাল্টি ডে ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে আগামীকাল (শুক্রবার) থেকে। বিসিসিআই আয়োজিত এই টুর্নামেন্ট মূলতঃ ছয়টি জোনের খেলা। গতবছরের দুই ফাইনালিস্ট ইস্ট জোন এবং সাউথ জোন যথারীতি সেমিফাইনালে খেলবে। আগামীকাল থেকে পুদুচেরির সিএপি গ্রাউন্ড টু-তে তিন দিনব্যাপী প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ওয়েস্ট জোন খেলবে সেন্ট্রাল জোনের বিরুদ্ধে। একইভাবে সিএপি গ্রাউন্ড থ্রি-তে অপর কোয়ার্টার ফাইনালে নর্থ জোন এবং নর্থইস্ট-জোন পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। ২৬ থেকে ২৮ শে মার্চ অনুষ্ঠিত হবে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ। ফাইনাল ম্যাচের দিনক্ষণ স্থির রয়েছে ১ এপ্রিল থেকে ৪ এপ্রিল।

NOTICE INVITING TENDER

Tender Notice No.: 01/2025-26, Date: 17.03.2026

Sealed tender are hereby invited from reputed and experienced agencies/contractors for "SELECTION OF OUTSOURCING OF AGENCY FOR CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES at District Court Complex, South Tripura District, Belonia and Addl. District & Sessions Judge's Court Complex at Sabroom" for a period of 2(two) years.

Interested bidders may download the "Request For Proposal (the RFP) Document" wherein contains the terms and conditions, scope of work, eligibility other relevant criteria, and information from the website: official https://southtripura.dcourts.gov.in. They may also visit this office during office hours for detailed information.

Duly completed proposal along with other pre-requisites documents in support of eligibility criteria and the required information as per formats mentioned in the RFP must be submitted through Registered Post/ Speed Post/Courier/Drop Box (available in this office) addressed to the District & Sessions Judge, South Tripura District, Belonia-799155 latest by 05.00 P.M. of 31.03.2026.

Tender will be opened on 08/04/2026 at 4:00 PM in the presence of bidders or their authorized representatives who wish to attend.

The undersigned reserves the right to accept or reject any or all tenders without assigning any reason thereof.

The work order will be issued to the selected bidder subject to approval of the higher authority.

ICA/C-4928/26

(Gobinda Das)
District & Sessions Judge,
South Tripura, Belonia.
(Head of Department)

আগরতলা পুর নিগম
তৌজি বিভাগ
আগরতলা
নংঃ: F.2/Touji/AMC/CZ/2014/4438 তারিখ: 19/03/2026

পুর বিজ্ঞপ্তি

চৈত্র মেলা ২০২৬ ইং উপলক্ষে আগরতলা পুরনিগমের পক্ষ থেকে সকল ব্যবসায়ীদের জানানো যাচ্ছে যে মেলাটি শিশু উদ্যান প্রাঙ্গণে আগামী ১লা এপ্রিল ২০২৬ ইং থেকে ১৪ই এপ্রিল ২০২৬ ইং পর্যন্ত (মোট ১৪ দিন) অনুষ্ঠিত হবে।

মেলায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদনপত্র আগামী ২৪ মার্চ ২০২৬ ইং তারিখ (সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত) সেন্ট্রাল জোন অফিস থেকে বিতরণ করা হবে।

পূরণকৃত আবেদনপত্র আগামী ২৬ মার্চ ২০২৬ ইং তারিখে (সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত) সেন্ট্রাল জোন অফিস এবং সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে জমা নেওয়া হবে।

আবেদন জমা দেওয়ার সময় সকল আবেদনকারীকে নিজের পরিচয়পত্র (Aadhaar/Voter card)-এর প্রতিলিপি সঙ্গে আনতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সকলের সহযোগিতা কাম্য।

sd/-
সহায়ক মিউনিসিপাল কমিশনার
সেন্ট্রাল জোন
আগরতলা পুরনিগম

টিসিএ-র বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেটের ৩টি ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পরবর্তী তিনটি ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। টিআইটি গ্রাউন্ডে আগামীকাল (শুক্রবার) সকাল সাড়ে আটটায় জেসিসি বা জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব এবং স্ফুলিঙ্গ ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে ব্লাড মাউথ ক্লাব এবং শতদল সংঘ পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। এমবিবি স্টেডিয়ামে হার্ভে ক্লাব এবং সংহতি ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত ৩ রাউন্ডের খেলা শেষে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব এবং শতদল সংঘ তিনটি করে ম্যাচ জিতে পয়েন্ট তালিকায় যৌথভাবে শীর্ষস্থানে রয়েছে। এক ধাপ নিচে রয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাব দুটি ম্যাচে জিতে। এছাড়া, স্ফুলিঙ্গ ক্লাব একটি ম্যাচে জয়ী হয়ে পরবর্তী ধাপে রয়েছে। তবে হার্ভে ক্লাব এবং সংহতি ক্লাব পরপর তিনটি ম্যাচেই পরাজিত হয়ে তালিকার অনেকটা পেছনে রয়েছে।

পুদুচেরিতে মহিলাদের ইন্টার জোনাল মাল্টি ডে ট্রফি ক্রিকেট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সিনিয়র মহিলাদের ইন্টার জোনাল মাল্টি ডে ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে আগামীকাল (শুক্রবার) থেকে। বিসিসিআই আয়োজিত এই টুর্নামেন্ট মূলতঃ ছয়টি জোনের খেলা। গতবছরের দুই ফাইনালিস্ট ইস্ট জোন এবং সাউথ জোন যথারীতি সেমিফাইনালে খেলবে। আগামীকাল থেকে পুদুচেরির সিএপি গ্রাউন্ড টু-তে তিন দিনব্যাপী প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ওয়েস্ট জোন খেলবে সেন্ট্রাল জোনের বিরুদ্ধে। একইভাবে সিএপি গ্রাউন্ড থ্রি-তে অপর কোয়ার্টার ফাইনালে নর্থ জোন এবং নর্থইস্ট-জোন পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। ২৬ থেকে ২৮ শে মার্চ অনুষ্ঠিত হবে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ। ফাইনাল ম্যাচের দিনক্ষণ স্থির রয়েছে ১ এপ্রিল থেকে ৪ এপ্রিল।

P'NIET No.:-163/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26 Dated:-13/03/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or OEM-authorized sales & service dealer/channel partners or firms holding a valid licence/ authorization issued by the competent Government authority for installation and maintenance of firefighting system or OEM authorized service providers, duly authorized to supply, install and provide after-sales service for the tendered work or any reputed firm having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service centre at Agartala or furnishing an undertaking along with documentary proof to provide authorized service support at Agartala during the warranty and maintenance period, for following work:

DNIeT No :	100/CE/DNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Name of Work :	Providing, Installation, Testing and Commissioning of Fire Extinguishers at Nazrul Kalakshetra and Muktadhara Auditorium, Agartala.
Estimated Cost :	Rs. 3,26,064.00
Time of Completion :	90 Days
Bid Fee :	Rs. 1,000.00
Earnest Money :	Rs. 6521.00
Last Date and time of Submission of Bid :	27/03/2026

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-4922/26

Executive Engineer
Mechanical Division, Tripura.

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 65/EE/AGRI/W/2025-26

The Executive Engineer, Agri. West Division on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tenders in Single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Farms/ Private Ltd. Farm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following works:

Sl No.	Name of Work & DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-bidding	Date of Opening	Class of Tender
1	Const. of Market Shed at Sonamura Market/S:H: Yard Development (99/AGRI/EE(WEST-I)/2025-26	Rs. 11,96,435	23,929	Upto 23/03/ 2026 at 2.00 PM	At 03:00 PM on 23/03/2026	Appropriate Class

1. Bidder should not be blacklisted by central/state Government Department / agency regarding quality compromise or any other reason as on closing date of tender. Bidders having any ongoing litigation with any department / agency of Central/Sate Government are also barred from participation in the tender.
2. No tender form will be sold. Eligible bidders should participate in tender online through website https://tripuratenders.gov.in (for biding).
3. Tender must be uploaded in single bid system. Bidders will participate in tender online through website https://tripuratenders.gov.in for which they have to register/enroll their name through the same website.
4. The e- tender will be opened on 23/03/2026 AT 03.00 PM if possible. If the date of opening of tender happens to be a holiday or office work is affected due to any unforeseen reason, the date of opening will be on next working day.
5. The Department reserves the right to reject any submitted tender or ask for any clarification, not inconformity with relevant DNIT. The department reserves the right to cancel e-tender process without assigning any reason to any bidder.

ICA/C-4921/26

(Er. Partha Pratim Pal)
Executive Engineer (West Div-I)
For and on behalf of Governor of Tripura
Department of Agriculture & F.W
Agartala, Tripura (West)

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 32/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2025-26, Dt 18.03.2026

Tripura PWD Form - 6

The Executive Engineer, Agartala Division No.III, PWD(R&B), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES / Railway for the following works through e-procurement portal:

Sl No.	DNIT No. of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid
1	71/EE/Divn.III/ PWD(R&B)/2025-26	24,24,932.00	48,499.00	90 Days	Upto 3.00 PM on 26.03.2026	At 4.00 PM on 26.03.2026 (If Possible)
2	71/EE/Divn.III/ PWD(R&B)/2025-26	2,45,797.00	4,916.00	90 Days		

Notes :-
1. All the above-mentioned online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
2. All the above-mentioned date & time are as per server clock date & time of e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura.

ICA/C-4915/26

Executive Engineer
Agartala Division No.III, PWD(R&B)
Agartala, West Tripura.

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION

Dev. Section

City Centre, Paradise Chowmuhani, Agartala, Tripura (W)

Phone : 0381-2385507

255/Dev/Procurement/D-JAY(S)/AMC/25/12187-91 Date:10/03/2026

Press Notice Inviting e-Tender

AMC Invites e-Tender From reputed and experienced Company, Partnership Firm, LLP, Society, or Proprietorship Firm for Followings.

Sl No.	Name of the Job	Publishing Datre	Bid Submission Start Date	Last date of the Submission	Technical Bid Opening time	Tender Value	Application Fes	EMD	Details are Available
1	"Printing and Supply of Books of Records (Registers) Under DAY-NULM/D-JAY(S), TULM, Agartala Municipal Corporation" DNIT No- 01/NULM/ AMC/2025-2026	20/03/2026 At 15.00 Hrs	20/03/2026 At 15.30 Hrs	27/03/2026 At 15.00 Hrs	27/03/2026 At 15.30 Hrs	Rs. 15.03 Lakhs	Rs. 1,000/- (One Thousand) Only	Rs. 30,000/- (Thirty Thousand) Only	https://tripuratenders.gov.in and www.agartalacity.tripura.gov.in

Tender is to be submit online only through https://tripuratenders.gov.in

Sd/-
Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

ইতিহাসের জন্ম দিচ্ছে আর্জেন্টিনা

ফিনালিসিমা ম্যাচটি হলে এই আলোচনাই উঠত না। দোহায় ২৭ মার্চ স্পেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যে এই ম্যাচ উয়েফা বাতিল করার পর আলোচনাটি উঠছেআর্জেন্টিনা তাহলে বিশ্বকাপ-চক্রে কোনো ইউরোপিয়ান প্রতিপক্ষের মুখোমুখি না হয়েই ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবে!

বিশ্বকাপ-চক্র কী, সেটা আগে বুঝিয়ে বলা যাকএক বিশ্বকাপ থেকে আরেক বিশ্বকাপ খেলার মাঝের সময়। কাতারে ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের পর এখন পর্যন্ত আর্জেন্টিনা কোনো ইউরোপিয়ান প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়নি। ২০২৬ বিশ্বকাপ শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই। আগামী ১১ জুন শুরু হতে যাওয়া এ আসরে নামার আগে ৩১ মার্চ গুয়াতেমালার বিপক্ষে ঘরের মাঠে শেষ প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। ফিনালিসিমা ম্যাচ বাতিল হওয়ায় মধ্য আমেরিকার দেশটিকে প্রতিপক্ষ হিসেবে বেছে নিয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার দলটি।

আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম এল গ্রাফিকো ও টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, এবারই প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ---চক্রে ইউরোপিয়ান কোনো প্রতিপক্ষের মুখোমুখি না হয়েই পরবর্তী বিশ্বকাপ খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা। ১৯৩০ সালে বিশ্বকাপ শুরুর পর আর্জেন্টাইন ফুটবলে এমন নজির এর আগে দেখা যায়নি।

আর্জেন্টিনা সর্বশেষ কোনো প্রীতি ম্যাচে ইউরোপিয়ান প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়েছে ২০২২ সালের ৫ জুন, এস্তোনিয়ার বিপক্ষে। কাতার বিশ্বকাপের আগে সেই ম্যাচে একাই ৫ গোল করেছিলেন লিওনেল মেসি।

কাতার বিশ্বকাপ জয়ের পর এ পর্যন্ত ৩৫ ম্যাচ খেলেছে আর্জেন্টিনা। এর মধ্যে আছে প্রীতি ম্যাচ, দক্ষিণ আমেরিকান বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব এবং ২০২৪ কোপা আমেরিকা। এর মধ্যে ২৪টি ম্যাচ ছিল দক্ষিণ আমেরিকান প্রতিপক্ষের বিপক্ষে। কনক্যাকাফ অঞ্চলের দলের বিপক্ষে খেলেছে ৮ ম্যাচ। বাকি তিন ম্যাচে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ ছিলইন্দোনেশিয়া, অ্যাঙ্গোলা ও অস্ট্রেলিয়া। অর্থাৎ, এ তিন ম্যাচ ওশেনিয়া, আফ্রিকান ও এশিয়ান প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেলেছে লিওনেল স্কালোনির আর্জেন্টিনা। ১৯৩০ সালে প্রথম বিশ্বকাপ থেকে হিসাব কষলে ১৯৮২ বিশ্বকাপের আগে ইউরোপিয়ান দলের বিপক্ষে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেছে আর্জেন্টিনা। ১৯৭৮ বিশ্বকাপ জিতে পরবর্তী চার বছরে ইউরোপিয়ান দলের বিপক্ষে তারা খেলেছে ২২ ম্যাচ।

১৯৭৪ বিশ্বকাপের পর ইউরোপিয়ান দলের বিপক্ষে ১৫ ম্যাচ খেলে '৭৮ বিশ্বকাপ খেলতে নেমেছিল আর্জেন্টিনা। ১৯৭৪ বিশ্বকাপে খেলার আগের চার বছরে ইউরোপিয়ান দলের বিপক্ষে তারা খেলেছে ১২ ম্যাচ। ২০১৪ বিশ্বকাপে মাঠে নামার আগের চার বছরেও ইউরোপিয়ান দলের বিপক্ষে ১২ ম্যাচ খেলে আর্জেন্টিনা।

কাতারে ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের আগের চার বছরে ইউরোপিয়ান প্রতিপক্ষের বিপক্ষে ৩ ম্যাচ খেলে আর্জেন্টিনা। ২০১৯ সালে জার্মানির বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র করে। ২০২২ ফিনালিসিমায় ইতালিকে হারায় ৩-০ গোলে এবং তারপর এস্তোনিয়ার বিপক্ষেও বড় জয় পায় লিওনেল মেসি। কেউ তাঁকে বলেন ফুটবল রাজপুত্র। কারও কাছে তিনি ঈশ্বরের বরপুত্র। আবার কারও কাছে স্বয়ং তিনিই ফুটবল ঈশ্বর। এবার নিজের ফুটবল কেরিয়ারে নয়া উচ্চতায় লিও। ৯০০ গোলের ক্লাবে ঢুকে পড়লেন মেসি। এতদিন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো একাই ৯০০-র বেশি গোলের মালিক ছিলেন। সেই তালিকায় জুড়ল আর্জেন্টিনার মহাতারকার নাম। চমকপ্রদভাবে তিনি রোনাল্ডোর থেকে অনেক দ্রুত, অনেক কম ম্যাচে ৯০০ গোল করলেন।

বুধবার রাতে কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপের শেষ ষোলোয় ইন্টার মায়ামির হয়ে ন্যাশভিলের বিপক্ষে কেরিয়ারের ৯০০তম গোলটি করলেন তিনি। ম্যাচের সপ্তম মিনিটে মেসি বক্সের ভিতরে থেকে অনবদ্য ক্যারিশমায় বাঁ পায়ের নিচু শটে বিপক্ষের জালে বল জড়ান। যদিও ওই গোলের পরও ন্যাশভিল এসসির সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপের শেষ ষোলো থেকেই বিদায় নিল মায়ামি। সেই দুঃখ অবশ্য মেসিভক্তরা ভুললেন মেসির অর্জনে।২০২৪ সালে ৩৯ বছর বয়সে রোনাল্ডো কেরিয়ারের ৯০০ তম গোলটা করেছিলেন। মেসি ৯০০ গোল করলেন ৩৮ বছর বয়সে। ৯০০ গোল করতে রোনাল্ডোর লেগেছিল ১২৩৮ ম্যাচ। সেখানে মেসি ৯০০ তম গোল করলেন নিজের ১১৪২তম ম্যাচে। রোনাল্ডো এখন প্রথম ফুটবলার হিসাবে ১ হাজার গোল করার দিকে এগোচ্ছেন। আপাতত তিনি ১৩১২ ম্যাচে ৯৬৫ গোলে দাঁড়িয়ে। খুব পিছিয়ে রইলেন না মেসিও। অবশ্য এদের দু'জনের বাইরে আরও একজন আছেন। যিনি হাজারের বেশি গোল করেছেন বলে দাবি করা হয়। তিনি পেলে। যদিও সরকারি হিসাবে পেলের গোলসংখ্যা ৮০০-র আশেপাশে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশনে ৬৫টি প্রকল্প, ব্যয় ৫৪১ কোটি টাকা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৯ মার্চ : ত্রিপুরা বিধানসভায় বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মনিক সাহা জানিয়েছেন, আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশনের আওতায় নেওয়া ৬৫টি প্রকল্প নির্ধারিত সময়সীমা ৩০ জুন ২০২৫-এর মধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এটি নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে ধরা হচ্ছে।

আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেড-এর অধীনে কাজের সূচনা হয় ১৮ নভেম্বর ২০১৬-এ এবং মোট ৬৫টি প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এবং নগর উন্নয়ন দফতের মন্ত্রী হিসেবে তিনি জানান, স্মার্ট সিটি মিশন কম্পোনেন্ট নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে, তবে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অর্থায়িত অতিরিক্ত স্মার্ট রোড প্রকল্প বর্তমানে চলমান। অর্থনৈতিক দিকটি তুলে ধরে তিনি বলেন, কেন্দ্র থেকে এই মিশনের জন্য রাজ্য সরকারকে ৪৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল এবং পুরো অর্থই ব্যবহার করা হয়েছে। সরকারি আর্থিক নথি অনুযায়ী মোট ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৫৪১.০৪ কোটি টাকায়, যার মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় অংশ ৪৬৫ কোটি টাকা, রাজ্য অংশ ৫১.০৪ কোটি টাকা এবং প্রশাসনিক ও অন্যান্য খরচ ২৫ কোটি টাকা।

এএসসিএল-এর আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী ৫৪১.০১ কোটি টাকার ব্যবহার সার্টিফিকেট ভারত সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে, যা প্রায় সম্পূর্ণ তহবিল ব্যবহার নিশ্চিত করছে।

ওয়ার্ড ভিত্তিক কাজের তথ্য অনুযায়ী, ওয়ার্ড নং ২০-তে সর্বাধিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তুলনামূলকভাবে ওয়ার্ড ৪৩, ২৬, ২৭, ৪২, ৫১, ৪১, ৪৪, ৪৫ এবং ৭-এ কম কাজ হয়েছে, কারণ এগুলো মূল স্মার্ট সিটি প্রস্তাবের অংশ ছিল না।

চলমান অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্পর্কেও তিনি জানান, ১৫ জুলাই ২০২২-এ দূর্গা চৌমুহানি হয়ে পঞ্চবাটি—বাত্তলা রাস্তার নির্মাণ শুরু হয়েছে, যার আনুমানিক খরচ ৭৫.৯৫ কোটি টাকা এবং এটি জুন ২০২৬-এ সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে তিনি জানান, শহরের ৫৫—৬০ু বর্জ্য কম্পোস্টযোগ্য এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের পর ১৫—১৭ু কম্পোস্ট উৎপন্ন হয়, যা পৌরসভা ব্যবহার করে, নাগরিকদের বিক্রি করা হয় বা কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। প্রায় ৩০—৩৫ু শুকনো বর্জ্য আলাদা করে পুনঃ চক্রণযোগ্য হিসেবে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। বাকি ১০—১৫ু অক্রিয় বর্জ্য নিম্নভূমি পূরণের কাজে ব্যবহার করা হয়।

মন্ত্রী বলেন, অবকাঠামো এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সংহত উদ্যোগ আগরতলাকে আরও টেকসই ও কার্যকরী নগর কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করছে।

বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বিনিয়োগে বিশ্বকে আহ্বান মোদির

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ: দেশের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে উৎপাদন, উদ্ভাবন, বিনিয়োগ এবং সম্প্রসারণে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার 'ভারত ইলেকট্রিসিটি সামিট ২০২৬'-এর প্রথম দিনে পাঠানো এক লিখিত বার্তায় তিনি এই আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রীর বার্তাটি অনুষ্ঠানে পাঠ করে শোনান কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ সচিব পঙ্কজ আগরওয়াল।

বার্তায় মোদি বলেন, বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতিগুলির অন্যতম হিসেবে ভারত বর্তমানে শক্তি-যাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে তিনি আন্তর্জাতিক মহলকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, "মেক ইন ইন্ডিয়া, ইনোভেট ইন ইন্ডিয়া, ইনভেস্ট ইন ইন্ডিয়া এবং স্কেল উইথ ইন্ডিয়া।"

প্রধানমন্ত্রী জানান, এই সম্মেলনের লক্ষ্য হল বিদ্যুৎ ও শক্তি ক্ষেত্রের সমগ্র পরিকাঠামোকে এক মঞ্চে আনা, যাতে ভাবনার আদানপ্রদান, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের বিকাশের জন্য একটি যৌথ রূপরেখা তৈরি করা যায়।

তাঁর কথায়, এই উদ্যোগ টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধিকে বিদ্যুতায়িত করা, বৈশ্বিক সংযোগ বৃদ্ধি করা এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার যৌথ অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

মোদি আরও বলেন, দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পরিকাঠামো শক্তিশালী করা হচ্ছে। একইসঙ্গে নবীকরণযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রেও ভারত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, দেশে ইতিমধ্যেই ৫০ শতাংশের বেশি নন-ফসিল ফুয়েল ক্ষমতা অর্জিত হয়েছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াটে পৌঁছানোর একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপও তৈরি রয়েছে।

তিনি বলেন, 'ওয়ান সান, ওয়ান ওয়ার্ল্ড, ওয়ান গ্রিড'-এর মতো উদ্যোগ ভারতের বৈশ্বিক সহযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গিকেই তুলে ধরে।

মোদি জানান, ভারত এখন নির্ভরযোগ্য জ্বালানি অংশীদার হিসেবে উঠে আসছে। শক্তিশালী সাপ্লাই চেইন গড়ে তোলা, ব্যাটারি উৎপাদন এগিয়ে নেওয়া, সবুজ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সংস্কারের মাধ্যমে বিনিয়োগের পথ সহজ করার কাজ চলছে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, 'শান্তি আইন ২০২৫' পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। অন্যদিকে পিএম সূর্য ঘর মুক্ত বিদ্যুৎ যোজনা বিকেন্দ্রীভূত বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং টেকসই ব্যবহারে গতি এনেছে।

বিতরণ ক্ষেত্রের সংস্কারের কথাও তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে এটিঅ্যান্ডসি ক্ষতি কমানো এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এর ফলে বিদ্যুৎ ক্ষেত্র আরও দক্ষ, টেকসই এবং বিনিয়োগের পক্ষে আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের মূল্যশৃঙ্খলের প্রতিটি স্তরেই এখন বিপুল সুযোগ তৈরি হয়েছে, আর সেই কারণেই ভারত বিশ্ব বিনিয়োগকারীদের কাছে বড় মাপের সম্ভাবনাময় গন্তব্য হয়ে উঠেছে।

যোগেন্দ্রনগরে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের নতুন শাখার উদ্বোধন, আধুনিক পরিষেবায় জোর

আগরতলা, ১৯ মার্চ: ত্রিপুরার ব্যাংকিং পরিষেবাকে আরও গতিশীল ও গ্রাহকবান্ধব করে তুলতে যোগেন্দ্রনগরে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের নবনির্মিত শাখার শুভ উদ্বোধন করা হলো বৃহস্পতিবার। এই নতুন শাখার সূচনা ব্যাংকের অগ্রগতি ও রূপান্তরের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। শাখাটির উদ্বোধন করেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিং। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবা ও গ্রাহক সন্তুষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক রাজ্যের মানুষের আর্থিক চাহিদা পূরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাঁর নেতৃত্বে ব্যাংক ভবিষ্যতে আরও উচ্চতায় পৌঁছাবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনুপ কুমার সাহা, রিজিওনাল ম্যানেজার সুজিত রায় এবং যোগেন্দ্রনগর শাখার সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সঞ্জয় দাস। এছাড়াও হেড অফিস, রিজিওনাল অফিস এবং স্থানীয় শাখার একাধিক আধিকারিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার গ্রাহকদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ব্যাংকের প্রতি তাঁদের আস্থা ও দীর্ঘদিনের সম্পর্কেরই প্রতিফলন বলে মনে করছেন কর্তৃপক্ষ।

নতুন এই শাখাটি আধুনিক পরিকাঠামো ও উন্নত গ্রাহক পরিষেবার মাধ্যমে একটি অত্যাধুনিক ব্যাংকিং কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের দাবি, জাতীয়কৃত শীর্ষ ব্যাংকগুলির সমমানের পরিষেবা এখান থেকে পাওয়া যাবে।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক ভবিষ্যতেও উদ্ভাবন, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যাবে বলে জানানো হয়েছে।

পুর নিগম এলাকায় ৬,৫৪৫টি পেট্রোল ও সিএনজি অটো-রিকশার পারমিট ইস্যু হয়েছে

আগরতলা, ১৯ মার্চ : ত্রিপুরা বিধানসভায় বৃহস্পতিবার পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানিয়েছেন, রাজ্যে সুশৃঙ্খল পারমিট ও লাইসেন্সিং ব্যবস্থার মাধ্যমে যাত্রী পরিবহণ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় তিন চাকা, চার চাকা এবং বাসের জন্য পারমিট ও লাইসেন্স ইস্যু করা হচ্ছে যাতে যাত্রী চলাচল সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়। মন্ত্রী আরও জানান, রাজ্য জুড়ে ইতিমধ্যেই ৭৭,৬১৬টি তিন চাকার এবং ১২,৮৫৪টি চার চাকার বাণিজ্যিক যানবাহনের পারমিট প্রদান করা হয়েছে।

আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এলাকায় বিশেষভাবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ এলাকায় মোট ৬,৫৪৫টি পেট্রোল ও সিএনজি চালিত অটো-রিকশার পারমিট ইস্যু হয়েছে। তবে ব্যাটারি চালিত অটো, টমটম এবং অনুরূপ যানবাহনের জন্য পারমিটের প্রয়োজন নেই। সাইকেল রিকশা এবং মোটর রিকশা সম্পূর্ণভাবে মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

মন্ত্রী এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, এ ধরনের ব্যবস্থা যাত্রীদের সুবিধা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণ ও নগর পরিবহণ ব্যবস্থাপনার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করবে। বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বাজেট অধিবেশনের চতুর্থ দিনে এই প্রশ্ন তোলেন এবং মন্ত্রী বিস্তারিতভাবে উত্তরে তথ্য প্রদান করেন।

ইউনিটি প্রমো ফেস্ট ২০২৫-এ ৮.৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে পর্যটন মন্ত্রী

আগরতলা, ১৯ মার্চ : ত্রিপুরা বিধানসভায় বৃহস্পতিবার পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের প্রায়োগিক সাংস্কৃতিক উদ্যোগ ইউনিটি প্রমো ফেস্ট ২০২৫ আয়োজন করতে মোট ৮ কোটি ৮০ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে।

বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী সভায় প্রশ্ন তোলেন, কতগুলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে, মোট ব্যয় কত হয়েছে এবং শিল্পীদের কত টাকা প্রদান করা হয়েছে।

উত্তরে মন্ত্রী জানান, নভেম্বরে ও ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে মোট ছয়টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল। ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, মোট ব্যয় ৮ কোটি ৮০ লাখ টাকা হয়েছে। এর মধ্যে ২০২৪—২৫ অর্থবছরের পর্যটন দফতরের বাজেট থেকে ৩ কোটি ৭৫ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে, পর্যটন উন্নয়ন নিগমের রাজস্ব থেকে ২ কোটি ৮০ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এছাড়াও ২০২৫—২৬ রাজ্য বাজেটের সংশোধিত হিসাব থেকে ২ কোটি ২৫ লাখ টাকা ব্যয় করার প্রস্তাব রয়েছে।

রাজ্যসভায় জাদুঘর উন্নয়ন নিয়ে তথ্য দিলেন গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, তালিকায় ত্রিপুরার কুঞ্জবন প্যালেসও

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ : সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনে পরিচালিত জাদুঘরের সংখ্যা, গত তিন বছরে সেগুলির বার্ষিক দর্শনার্থীর পরিসংখ্যান এবং গত পাঁচ বছরে জাদুঘর উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় পেশ করলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত।

মন্ত্রী জানান, মিউজিয়াম গ্রান্ট স্কিম-এর আওতায় গত পাঁচ বছরে সংস্কৃতি মন্ত্রক দেশে ২১টি নতুন জাদুঘর স্থাপন করেছে এবং ২৩টি বিদ্যমান জাদুঘরের উন্নয়ন করেছে। পাশাপাশি একটি জাদুঘরের সংগ্রহ ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে এবং একটি ভার্চুয়াল এক্সপেরিয়েন্সিয়াল মিউজিয়াম গড়ে তোলা হয়েছে। তিনি জানান, এই প্রকল্পের অধীনে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার পরিচালিত জাদুঘর, বিভিন্ন সোসাইটি, স্বশাসিত সংস্থা, স্থানীয় সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাবলিক সেক্টর ইউনিট এবং ১৮৬০ সালের সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট-এর অধীনে নিবন্ধিত ট্রাস্টগুলিকে নতুন জাদুঘর স্থাপন বা পুরনো জাদুঘরের উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এই আর্থিক সহায়তা মূলত আঞ্চলিক, রাজ্য এবং জেলা স্তরে জাদুঘর গড়ে তোলা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়ে থাকে।

মন্ত্রী আরও জানান, গত পাঁচ বছরে মিউজিয়াম গ্রান্ট স্কিমের আওতায় দেশের বিভিন্ন বিদ্যমান জাদুঘরের উন্নয়ন করা হয়েছে। সেই তালিকায় রয়েছে ত্রিপুরার আগরতলার কুঞ্জবন প্যালেস কমপ্লেক্সে অবস্থিত মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্য জাদুঘরও। রাজ্য সরকারের অধীন ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম পরিচালিত এই জাদুঘরের উন্নয়নেও সংস্কৃতি মন্ত্রক আর্থিক সহায়তা দিয়েছে।

রাজ্যসভায় গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, কেন্দ্র সরকার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জাদুঘর পরিকাঠামো উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণে জোর দিচ্ছে।

পিএম ঊষা স্কিমে রসায়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচন আগরতলায় জাতীয় সেমিনার আয়োজন

আগরতলা, ১৯ মার্চ : পিএম ঊষা স্কিমের পৃষ্ঠপোষকতায় মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের রসায়ন বিভাগ এবং এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় 'রসায়নের উদীয়মান ক্ষেত্রসমূহ: বর্তমান প্রবণতা, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা' শীর্ষক দুইদিনব্যাপী জাতীয় সেমিনার আজ শুরু হয় কলেজের রবীন্দ্র হলে। যুব গবেষকদের জ্ঞান বিনিময় ও রসায়ন গবেষণার ভবিষ্যৎ প্রবণতা নিয়ে আলোচনার এই প্ল্যাটফর্ম ত্রিপুরার উন্নয়নকেই নতুন দিক প্রদান করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

স্বাগত ভাষণে কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ড. সৈকত দাশ শর্মা সেমিনারের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যুব গবেষকদের মধ্যে জ্ঞান বিনিময় উৎসাহিত করা, রসায়নের ভবিষ্যৎ প্রবণতা তুলে ধরা, ত্রিপুরার উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ এবং শিক্ষার্থীদের খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ দেওয়াই এর মূল লক্ষ্য।

সকাল ১০টায় পদ্মশ্রী অধ্যাপক অরুণোদয় সাহা, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, সেমিনারের উদ্বোধন করেন এবং এর প্রশংসা করেন।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. বিভাস দেব। কী-নোট স্পীকার হিসেবে কলকাতার ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্সের সম্মানীয় বিজ্ঞানী অধ্যাপক সুব্রত ঘোষ বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে আইআইটি খড়গপুর, আইআইটি গুয়াহাটি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, সিএসআইআর-এনইআইএসটি জোড়হাটসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রিত বক্তারা অংশ নিচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গের রাণী রাশমনি গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক অমিয় কুমার পাণ্ডা প্লেনারি লেকচার প্রদান করেন। দেশের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান থেকে বিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণ এই সেমিনারকে জাতীয় মাত্রা দিয়েছে। দ্বিতীয় দিনেও বিস্তারিত আলোচনা ও প্রবন্ধ উপস্থাপনা অব্যাহত থাকবে।

নিয়োগের দাবিতে টেট-২ উত্তীর্ণদের বিক্ষোভ, শিক্ষা দপ্তরের সামনে প্রতিবাদ

আগরতলা, ১৯ মার্চ : টেট-২ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বেকার যুবক-যুবতীরা আজ আবারও সেন্টারের সামনে একত্রিত হয়ে নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বৃহস্পতিবার তারা শিক্ষা দপ্তরের সামনে অবস্থান নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন।

আন্দোলনকারীরা জানান, ২০২৫ সালে প্রায় ৪৫ হাজার পরীক্ষার্থী টেট-২ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, যার মধ্যে মাত্র ১৪৮৮ জন উত্তীর্ণ হন। উত্তীর্ণ সকল প্রার্থীদের অবিলম্বে চাকরিতে নিয়োগ করার দাবিতে তারা সরব হয়েছেন।

প্রতিবাদকারীদের বক্তব্য, এর আগেও তারা একই দাবিতে একাধিকবার আন্দোলন সংগঠিত করেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাদের অভিযোগ, তাদের সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি। তারা আরও জানান, বিধানসভা অধিবেশনে বিষয়টি নিয়ে কোনও ইতিবাচক ঘোষণা আসবে বলে আশা করেছিলেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও আশ্বাস না পাওয়ায় তারা হতাশ।

এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই তারা পুনরায় আন্দোলনের পথে নেমেছেন বলে জানান। দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

খুব শীঘ্রই আগরতলা টি. অকশন সেন্টারের কার্যক্রম শুরু হবে: শিল্পমন্ত্রী

আগরতলা, ১৯ মার্চ: আগরতলার গোর্খাবস্তি এলাকায় অবস্থিত পি.এন. কমপ্লেক্সে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের পুরোনো অফিস ভবনটি আগরতলা টি. অকশন সেন্টারের কার্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে সংস্কার করা হয়েছে। বর্তমানে রাজ্য সরকার ও ভারতীয় টি. পর্ষদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স, নিবন্ধন এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কার্যক্রম চলছে।

২১টি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড থেকে ১.৬৪ কোটি টাকার রাজস্ব : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৯ মার্চ : ত্রিপুরা বিধানসভায় বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মনিক সাহা জানিয়েছেন, তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক দফতরের আওতায় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ২১টি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড থেকে সরকার ও বেসরকারি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত মোট ১.৬৪ কোটি টাকার রাজস্ব অর্জিত হয়েছে।

বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী এই ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন, ব্যয় এবং রাজস্ব অর্জন সংক্রান্ত একাধিক প্রশ্ন তোলেন। দফতরের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

মন্ত্রী জানান, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ২১টি বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরার বোর্ডগুলো বিমানবন্দর, সচিবালয়, নর্থ গেট, উদয়ন্ত প্যালেস, ড্রপ গেট, আশ্রম চৌমুহানি এবং রানীর বাজারে রয়েছে। এছাড়াও খোয়াই জেলায় খোয়াই ও তেলিয়ামুরা, ধলাই জেলায় আমবাসা ও মানিকভান্ডার, উনকোটি জেলায় কৈলাসাহার ও কুমারঘাট, উত্তর ত্রিপুরায় ধর্মনগর, সিপাহিজলা জেলায় বিশালগড় ও বিশ্রামগঞ্জ জংশন, গোমতি জেলায় মাতাবাড়ি ও উদয়পুর জগন্নাথ দিঘি ক্রসিং এবং দক্ষিণ ত্রিপুরায় বিলোনিয়া ও শান্তিরবাজারে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে মন্ত্রী জানান, ২১টি বোর্ড স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণে এখন পর্যন্ত মোট ৭,১৪,৮৫,৮৬১ টাকা ব্যয় হয়েছে। এছাড়াও পাঁচ বছরের রক্ষণাবেক্ষণসহ মোট অনুমোদিত বরাদ্দ ২৯,৯৯,৯৭,৭৮৮ টাকা। রাজস্ব সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরে তিনি জানান, ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত বোর্ডগুলো থেকে মোট ১,৬৪,৮০,৩৪৯ টাকা আয় হয়েছে, যার মধ্যে ১,৩৬,৮৯,৪২৭ টাকা এসেছে সরকারি বিজ্ঞাপন থেকে এবং ২৭,৯০,৯২২ টাকা বেসরকারি সংস্থা থেকে।

আর্থিক বর্ষ ২০২৩—২৪-এ সম্পূর্ণ সরকারি বিজ্ঞাপন থেকে ৬৩,৬৯,৫৭৭ টাকা রাজস্ব এসেছে। ২০২৪—২৫-এ রাজস্ব দাঁড়িয়েছে ৬৯,৫০,৫২২ টাকায়, যার মধ্যে সরকারি ৫৮,২০,৬১০ টাকা এবং বেসরকারি ১১,২৯,৯১২ টাকা। চলতি ২০২৫—২৬ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজস্ব ২৩,১৬,০২৫ টাকা, যার মধ্যে সরকারি অংশ ১৪,৯৯,২৪০ এবং বেসরকারি ১৬,৬১,০১০ টাকা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই উদ্যোগ রাজ্যে ডিজিটাল যোগাযোগ অবকাঠামো সম্প্রসারণের পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে রাজস্ব অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বামুটিয়ায় বিএমএস অটো রিক্সা কমিটি ঘঠন নিয়ে উত্তেজনা, পুলিশ হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

আগরতলা, ১৯ মার্চ : গোষ্ঠিকোন্দলের জেরে আবারো উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে বিএমএসের অটো রিক্সা বামুটিয়া ব্লক শাখার কমিটি ঘঠনের ঘটনায়। এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ দ্রুত হস্তক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং অফিস কক্ষ তালাবদ্ধ করে।

পশ্চিম জেলা কমিটির সভাপতি প্রদীপ দেবনাথ এবং সাধারণ সম্পাদক আশীষ সাহারা জানান, বিএমএস অনুমোদিত বর্তমান কমিটি বহাল রেখে নতুন করে একটি এড-হক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এই কমিটির কনভেনর হিসেবে রয়েছেন সুরজিৎ দাস, কো-কনভেনর হিসেবে সঞ্জিত দাস, অসিত দাস এবং উত্তম বণিক।

নতুন কমিটির নাম সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট হওয়ার পর আবারো উত্তেজনা সৃষ্টি হয় বামুটিয়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান এয়ারপোর্ট থানার ওসি সুশান্ত দেব এবং বিশাল পুলিশ বাহিনী। উভয় পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে পুলিশ ক্রমে পরিস্থিতি শান্ত করে।

পুলিশের পরামর্শে রাজ্য কমিটি, জেলা কমিটি এবং বামুটিয়া ব্লক শাখার সদস্যদের মধ্যে আলোচনা করে সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

বর্তমান কমিটির সভাপতি অরুন দাস জানান, তাদের কমিটি মাত্র দেড় বছর আগে বিএমএস রাজ্য ও জেলা কমিটি এবং মণ্ডল সভাপতি শিবেন্দ্র দাস ও প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাসের উপস্থিতিতে গঠিত হয়েছে। কিন্তু নতুন এড-হক কমিটি ঘঠনের বিষয়ে রাজ্য বা জেলা কমিটি তাদেরকে আগে কোনও তথ্য দেয়নি, যার জেরে এই উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

আড়ালিয়া শালবাগান থেকে নেশা সামগ্রীসহ যুবক আটক, মামলা দায়ের

আগরতলা, ১০ মার্চ : পূর্ব থানার পুলিশ আড়ালিয়া শালবাগান এলাকা থেকে এক যুবককে নেশা সামগ্রীসহ আটক করেছে। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে গতকাল বিকেল বেলায় অভিযান চালিয়ে তাকে বাড়ি থেকে হাতে নাতে ধরা হয়।

আটককৃত যুবকের কাছ থেকে ৬.২ গ্রাম ব্রাউন সুগার, ৮০০ ইয়াবা ট্যাবলেট, ৩২০০ টাকা নগদ এবং ৩টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, কয়েকদিন ধরে তাদের কাছে খবর ছিল যে ওই যুবক তার বাড়িতে নেশাজাতীয় সামগ্রী মজুদ রেখে বিক্রি করছে।

পুলিশের পক্ষ থেকে সংবাদমাধ্যমকে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন এস ডিপিও দেবপ্রসাদ রায়। তিনি জানান, গোপন সূত্রের ভিত্তিতে দ্রুত অভিযান চালিয়ে যুবককে আটক করা সম্ভব হয়েছে।

ভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে আগরতলায় উবের চালকদের অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট

আগরতলা, ১৯ মার্চ : ভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে আগরতলার ডনবস্কো স্কুল সংলগ্ন এলাকায় উবের চালকরা অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটে শামিল হয়েছেন। আজ থেকে এই ধর্মঘট শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিন সকাল থেকেই অনলাইন অটো ও উবের চালকরা ডনবস্কো স্কুলের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাদের অভিযোগ, উবের কোম্পানি বর্তমানে তাদের ন্যায্য ভাড়া প্রদান করছে না, যার ফলে তারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

চালকদের দাবি, পূর্বে প্রতি কিলোমিটারে ১৫-১৬ টাকা ভাড়া দেওয়া হলেও বর্তমানে তা কমিয়ে ৯-১০ টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে। এই হারে পরিষেবা চালানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই দাবি তাদের।

এরই প্রতিবাদে চালকরা অনির্দিষ্টকালের জন্য গাড়ি চালানো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাদের সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, যতদিন না ভাড়া বৃদ্ধি করা হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত এই ধর্মঘট চলবে।

ধর্মঘটের ফলে যাত্রী পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এখন দেখার বিষয়, উবের কর্তৃপক্ষ চালকদের দাবির প্রতি কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

গত তিনটি অর্থবছরে রাজ্যে ১২টি নতুন সি.এন.জি. স্টেশন চালু: শিল্পমন্ত্রী

আগরতলা, ১৯ মার্চ: গত তিনটি অর্থবছরে টি.এন.জি.সি.এল. এবং এন.ই.জি.ডি.সি.এল. রাজ্যে ১২টি নতুন সি.এন.জি. স্টেশন চালু করেছে। চলতি অর্থবছরে টি.এন.জি.সি.এল. রাজ্যে অতিরিক্ত চারটি নতুন সি.এন.জি. স্টেশন খুমুলুঙ, বনদুয়ার, কাকড়াবন এবং হতাইকতর চম্পকনগরে চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এছাড়া এন.ই.জি.ডি.সি.এল. চারটি নতুন সি.এন.জি. ডি.বি.এস. স্টেশন চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এগুলি হবে খোয়াই জেলায় ২টি এবং সিপাহীজলা জেলায় ২টি। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৩৪ টি.সি.এন.জি. স্টেশন রয়েছে।

সামান্য বৃষ্টিতেই ভেঙে পড়ল সেতুর কাঠামো, তেলিয়ামুড়ায় নির্মাণের মান নিয়ে প্রশ্ন

তেলিয়ামুড়া, ১৯ মার্চ: উন্নয়নের রূপরেখা যতই উচ্চাভিলাষী হোক, তার ভিত্তি যদি দুর্বল হয়, তবে সেই স্বপ্ন ভেঙে পড়তে সময় লাগে না। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এই যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন যেখানে জনজীবনের অগ্রগতির প্রধান চালিকাশক্তি, সেখানে নির্মাণের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তা শুধু একটি প্রকল্প নয়, সমগ্র উন্নয়ন দর্শনকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়।

তেলিয়ামুড়ার করইলং এলাকায় জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ প্রকল্পে এমনই এক উদ্বেগজনক চিত্র সামনে এসেছে। বুধবার সন্ধ্যায় নির্মীয়মাণ একটি সেতুর 'সেন্টারিং ও শাটারিং' সামান্য বৃষ্টিতেই ভেঙে পড়ে, যা স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে।

ঘটনার পর থেকেই এলাকায় একাধিক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছেনির্মাণকাজের মান কি আদৌ নির্ধারিত মানদণ্ড মেনে হচ্ছে? স্থানীয়দের দাবি, কাজের শুরু থেকেই একাধিক অনিয়ম চোখে পড়ছিল। ব্যবহৃত সামগ্রীর মান নিয়ে সংশয়, কাজের ধীরগতি এবং তদারকির অভাবসব মিলিয়ে প্রকল্পটি নিয়ে আগেই উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল।

অভিযোগ উঠেছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরদারির ঘাটতির সুযোগেই ঠিকাদার সংস্থা নিম্নমানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে সামান্য প্রাকৃতিক পরীক্ষাতেই সেই দুর্বলতা প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। জানা গেছে, জাতীয় সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা এনএইচআইডিসিএল-এর অধীনে এই নির্মাণকাজ চলছিল।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নির্মাণের এই পর্যায়ে সেন্টারিং ও শাটারিং ভেঙে পড়া অত্যন্ত গুরুতর ত্রুটি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas